অ র্থ নৈ

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

উদারতার ক্ষমতা

তি ক

গ্যারী কিসি

বি প্ল ব

অ র্থ নৈ

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

উদারতার ক্ষমতা

তি ক

গ্যারী কিসি

বি প্ল ব

Your Financial Revolution: The Po wer of Generosity, Bengali, by Gary Keesee
Copyright © 2022 by Gary Keesee.

Originally published in English as Your Financial Revolution: The Power of Generosity

Published by Free Indeed Publishers.
Distributed by Faith Life Now.

SBN: 978-1-945930-52-2

Faith Life Now
P.O. 779
New Albany, OH 43054
1-(888)-391-LIFE

Printed in Bangladesh

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: উদারতার ক্ষমতা
গ্যারী কিসি কর্তৃক কপিরাইট© ২০২২।

অন্যথায় উল্লেখ করা না হলে, সমস্ত শাস্ত্রলিপী পবিত্র বাইবেল সংস্করণ (কেরী ভার্সণ) থেকে নেওয়া হয়েছে। বিবলিকা, ইনকর্পোরেশন™ কর্তৃক কপিরাইট© ১৯৭৩, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ২০১১। বিশ্বের সব জায়গায় এর অধিকার সংরক্ষিত।

সমস্ত অধিকার আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের অধীনে সংরক্ষিত। বিষয়বস্তু এবং / অথবা কভার প্রকাশকের স্পষ্ট লিখিত সম্মতি ব্যতীত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও আকারে পুনরুতপাদন করা যাবে না।

ইংরেজী *"Your Financial Revolution: The Power of Generosity"* গ্রন্থটি *"আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: উদারতার ক্ষমতা"* বইটির মূল প্রকাশনা

SBN: 978-1-945930-52-2

ফেইথ লাইফ নাও কর্তৃক বিতরণ করা হয়।
ফেইথ লাইফ নাও
পো. বক্স ৭৭৯
নিউ অ্যালবানি, ওহাইও ৪৩০৫৪
১-(৮৮৮)-৩৯১-লাইফ

মূদ্রনে: বাংলাদেশ

ফেইথ লাইফ নাও পরিচর্যায় যোগাযোগের জন্য প্রদত্ত লিংক ব্যবহার করুণ: www.faithlifenow.com

উৎসর্গ

এই বইটি আমার ৪০ বছরের সুন্দরী স্ত্রী ড্রেন্ডাকে উৎসর্গ করছি। তিনি আমার দেখা সবচেয়ে উদার ব্যক্তি। তিনি সবসময় অন্যের কথা ভাবেন এবং মানুষকে ভালোবাসার বিষয়ে আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন, যার জন্য আমি তার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ!

—গ্যারী কিসি

সূচীপত্র

ভূমিকা ০৯

অধ্যায় ১: উদারতার ক্ষমতা ১৭

অধ্যায় ২: উত্তর: অনুগ্রহ ৩৪

অধ্যায় ৩: আপনি কি যোগ্য? ৬৩

অধ্যায় ৪: অর্থের মালিক কে? ৭৮

অধ্যায় ৫: আপনার একজন ব্যবসায়ী পার্টনার প্রয়োজন! ৯৪

অধ্যায় ৬: দশমাংশের রহস্য ১০৮

অধ্যায় ৭: আপনার একটি থলি প্রয়োজন: ১ম অংশ..... ১২৭

অধ্যায় ৮: আপনার একটি থলি প্রয়োজন: ২য় অংশ ১৫৭

অধ্যায় ৯: পরিমাপের সূত্র বা আইন..... ১৬৯

অধ্যায় ১০: উদার রাজা ১৮৫

অধ্যায় ১১: উদার ব্যক্তির প্রতি প্রতিজ্ঞা ২০৪

ভূমিকা

ঈশ্বর যখন ড্রেন্ডা আর আমাকে টিভি প্রোগ্রামের জন্য আহ্বান করেছিলেন, তখন আসলে বিষয়টি আমার চিন্তার মধ্যেও ছিল না। আমি তখন সবেমাত্র আলবেনিয়া থেকে ফিরেছি, যেখানে আমি ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ে পাঁচটি সেশন পরিচালনা করেছিলাম, এবং তাদের বলেছিলাম যে কীভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের আইন অনুসরণ করে ড্রেন্ডা আর আমি ঋণমুক্ত হয়েছি।

আপনি যদি আমার আগের বইগুলো পড়ে থাকেন, তাহলে হয়তো আপনার মনে আছে, যে রাতে আমরা শেষ অধিবেশন নিয়েছিলাম, তখন ঈশ্বরের মহিমার এক নীলাভ ধোঁয়া কেমন ভাবে সেই প্রচারকের বসার ঘর ভরে রেখেছিল। আর সেখানেই সদাপ্রভু আমাকে বলেছিলেন, "*আমি তোমাকে জাতিগণের কাছে যেতে আহবান করছি, যেন তুমি আমার আর্থিক আশীর্বাদের চুক্তি মানুষকে শিক্ষা দিতে পারো। আর আমি যেখানেই তোমাকে পাঠাব, আমি তার ব্যয়ভার পরিশোধ করব।*"

সেই রাতটাই আমার জীবনকে বদলে দিয়েছিল। কিন্তু সদাপ্রভু তাঁর "*আমি তোমাকে জাতিগণের কাছে যেতে আহ্বান করছি*" এই কথার দ্বারা ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তা আমার তখন ধারণাতেই ছিল না।

মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনই যে সদাপ্রভুর ভাবনার মধ্যে ছিল, তা আমি পরে জেনেছিলাম। আবারও বলছি, এই বিষয়টি আমার ভাবনায় কখনোই ছিল না। তবে যে বিষয়টি আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম, তা হল আমার হৃদয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সাহায্য করার, যেন তারাও ড্রেন্ডা আর আমার মত *ঈশ্বরের রাজ্য* আবিষ্কার করতে পারে।

নয় বছর যাবৎ আমি বিশাল এক ঋণের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, বিভিন্ন ধরণের বন্ধকীর ভার বইছিলাম, হতাশার আক্রমণের সঙ্গে লড়াই করছিলাম। ডাক্তাররা আমাকে হতাশা কাটানোর যে ওষুধ দিয়েছিলেন তা কোন কাজ করছিল না। আমি স্বাভাবিক জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিলাম। আতঙ্কের কালো ছায়া আমার সমস্ত চিন্তাকে ঢেকে ফেলছিল। ভয়ের বাঁধনে বন্দী হয়ে আমি বাসা থেকে বের হতেও আতঙ্ক বোধ করতাম, যে কারণে আমার বিক্রির ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না। আমরা দ্রুত দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছিলাম, এবং আমার মনে হচ্ছিল সেই পতন ঠেকাতে আমি অক্ষম। লজ্জা যেন ছিল আমার জীবনের একটি অঙ্গ, নিজেকে আমার চরম ব্যর্থ বলে মনে হতো। আমার সুন্দরী স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যর্থ করাটাই

ছিল আমার সবচেয়ে বড় অক্ষমতা। তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেবার ব্যর্থতা। সেই বছরগুলিতে একজন উত্তম পিতা এবং স্বামী হতে না পারার ব্যর্থতা।

আমরা ১৮৫০ সালে তৈরি এক জরাজীর্ণ খামার বাড়িতে কোন মতে বাস করছিলাম। সেখানে নড়বড়ে জানালাগুলি কোনরকমে ডাক্ট টেপ দিয়ে আটকানো ছিল। মেঝের কার্পেট রাস্তার পাশের আবর্জনার স্তূপ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া। আমার ছেলেদের ঘরের খাটের গদিগুলি একটি নার্সিং হোমের বাতিল সরঞ্জাম থেকে আনা হয়েছিল। আমরা যে গাড়িটি চালাতাম সেটা দেখলেও লজ্জা লাগত। আমাদের পাওনাদার উকিল, ক্রেডিট কার্ড এবং ঋণ কোম্পানিগুলির টাকা চেয়ে লাগাতার ফোন আমাদের জীবনটাকে সারাদিন যন্ত্রণাদায়ক করে রাখত।

আমি আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম! আমি খ্রীষ্টানুসারী ছিলাম ঠিকই, আমি ঈশ্বরকে ভালবাসতাম। চার্চে যেতাম, পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মও নিয়েছিলাম। পুরাতন নিয়ম পুস্তকের উপর আমার ব্যাচেলর ডিগ্রী ছিল, এক বছরের বাইবেল স্কুল ট্রেনিংও ছিল, তবু কোথাও কিছু একটা ভুল ছিল, ভয়ানক ভুল!

প্রচণ্ড হতাশ হয়ে একদিন আমি চিৎকার করে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকলাম, আর তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন। এর অর্থ এই না যে আমি গত নয়টি যন্ত্রণাদায়ক বছর ধরে প্রার্থনা করিনি; করেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এইবার আমি *জানতাম,* আমাকে এর উত্তর শুনতেই হবে।

আমার ধারণা সেই প্রার্থনার আগ পর্যন্ত, আমি সবসময় ভাবতাম আমি যে আর্থিক গর্ত খুঁড়েছি, সেখান থেকে নিজ শক্তি ব্যবহার করেই বেরিয়ে আসতে পারব। কিন্তু ঐদিন সকালে আমি বুঝেছিলাম যে আমার শক্তি শেষ হয়ে গেছে। আমি আমার যতজন বন্ধু আছে সবার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম, আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলাম, এবং আর ধার নেবার সমস্ত পথই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ঐ সকালে আমি যখন প্রার্থনা করছিলাম, তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, আবার এতো দ্রুত উত্তর শুনে অবাকও হয়েছিলাম। আমার আত্মার অন্তঃস্থলে উচ্চ রবে ফিলিপীয় ৪:১৯ পদটি তাঁকে বলতে শুনেছি:

আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন।

আমি প্রভুকে বললাম, "প্রভু, আমি ঐ পদটি জানি, কিন্তু আমি আমার জীবনে তা ঘটতে দেখি না।" তিনি আবার কথা বললেন, বললেন যে আমি এই ঝামেলাতে পড়েছি, কারণ আমি কখনোই তাঁর রাজ্য কীভাবে কাজ করে তা শিখিনি। আমি জানতাম না তিনি ঐ কথার মধ্য

দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তবে ড্রেন্ডা আর আমি তা খুঁজে বের করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম।

এরপর যে প্রথম পদটি ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছিলেন তা হল, লূক ৬:২০ পদ:

পরে তিনি আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।

ঈশ্বরের রাজ্যই হল আমাদের উত্তর?! এরপরেও আমরা আসলেই বুঝতে পারছিলাম না যে এই বাক্য দিয়ে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন, তবে আমরা জানতাম যে আমাদের তা খুঁজে বের করতে হবে।

রাজ্য সম্পর্কে আরও কথা একটু পরেই বলব, তবে এর আগে বলব ফলাফলটি কী ছিল।

পবিত্র আত্মা বাইবেলে আমাদের এমন কিছু দেখাতে শুরু করেছিলেন যা আমরা আগে কখনও দেখিনি। সদাপ্রভু আমাদের রাজ্য সম্বন্ধে যা শিখিয়েছিলেন, তা কাজে লাগিয়ে আমরা আড়াই বছরের মধ্যে ঋণ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। আমরা আমাদের গাড়ির জন্য নগদ অর্থ প্রদান করতে শুরু করি এবং নগদ অর্থ দিয়ে ৫৫ একর জমি কিনি। সেই জমি জুড়ে সুন্দর মূল্যবান গাছের বন এবং জলাভূমি ছিল, যেখানে আমি শিকার করতে পারব, এবং বাচ্চাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে বড় করতে পেরেছি।

আর আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দগুলির মধ্যে একটি ছিল ড্রেন্ডাকে তার স্বপ্নের বাড়ি পরিকল্পনা করতে দেখা। সেই বাড়িটিও এখন আমাদের, ঋণ মুক্ত।

আমি যা পেরিয়ে এসেছি তার পরে, এবং যখন আমরা ঈশ্বরের রাজ্যকে আমাদের জীবনে এভাবে কাজ করতে দেখি, তখন আমরা *প্রতিদিন* উৎসবের অবস্থায় বাস করতাম। আসলে সেই উৎসব কখনো থামেনি। আমরা এখনও প্রতিদিন রাজত্ব উদযাপন করছি। সোফার গদি উল্টে খুচরো পয়সা খুঁজে আমাদের বাচ্চাদের জন্য একটা হ্যাপি মিল কেনার অবস্থা থেকে, আমরা এখন ঋণমুক্ত অবস্থায় এসেছি এবং বিশ্বজুড়ে সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করতে পারছি। এটা অবশ্যই উৎসব করার মত ব্যাপার।

ড্রেন্ডা এবং আমি ঈশ্বরের আশ্চর্যজনক রাজ্য সম্পর্কে লোকদের বলার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। এ কারণেই আমি প্রথমে আলবেনিয়ায় গিয়েছিলাম।

আমি যেমন উল্লেখ করেছি, ঈশ্বর যখন আলবেনিয়ায় আমার সাথে মানুষের কাছে যাওয়ার বিষয়ে কথা বলেছিলেন, তখন আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এর মানে কি? সেই

সময়ে, আমি সেই গির্জার যাজক ছিলাম, যেটি ড্রেন্ডা এবং আমি দশ বছর আগে শুরু করেছিলাম। আমাকে কি গির্জা থেকে পদত্যাগ করে ভ্রমণ শুরু করতে হবে?

ঈশ্বরের নির্ধারিত গোলকধাঁধায় ঘুরে, ড্রেন্ডা এবং আমার টেলিভিশনে কাজ করা লোকেদের সাথে এবং টিভি প্রোডাকশনের কাজ করা কোম্পানিগুলির সাথে পরিচয় হয়। আমি যে তাদের খুঁজছিলাম তা নয়; ঈশ্বর কেবল তাদের আমাদের পথে নিয়ে এসেছেন। আবারও বলি, আমার টিভিতে কাজ করার কোনো আগ্রহ ছিল না, তবে আমি কয়েক বছর আগে পাওয়া এক দর্শনের কথা মনে রেখেছিলাম। আমি আমাদের গির্জার উপাসনাগুলির একটিতে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ, প্রভু আমাকে বললেন যে আমি টিভি এবং রেডিওতে কাজ করব। আমি এ নিয়ে তখন খুব বেশি কিছু ভাবিনি, কারণ সত্যিই সেই সময়ে আমার এর প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। তবে এটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং আমি ড্রেন্ডাকে এ সম্পর্কে বলেছিলাম।

দীর্ঘ এই গল্প সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঈশ্বর কিছু আশ্চর্যজনক দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এবং কিছু আশ্চর্যজনক লোককে আমাদের পথে নিয়ে এসেছিলেন, যা আমাদের টিভিতে কাজ করতে উতসাহিত করেছিল। তবুও আমরা টিভি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। *আর যখন আমি বলছি কিছুই জানতাম না, তার মানে আসলেই কিছুই জানতাম না।* কিন্তু আমরা অনুভব করেছিলাম যে ঈশ্বর আমাদের যা দেখাচ্ছেন তা অনুসরণ করা আমাদের প্রয়োজন।

আমাদের কাছে কোনো সরঞ্জাম ছিল না, টিভি প্রোগ্রাম করার জন্য কী কী সরঞ্জাম প্রয়োজন হয় তাও আমরা জানতাম না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কাছে যে লোকেদের নিয়ে আসছিলেন, তারা জানত। অবশেষে, আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছালাম যেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হল। একটি টিভি প্রযোজনা সংস্থা আমাদেরকে ডিসকাউন্ট রেটে প্রোডাকশনের কাজ করার জন্য চুক্তির প্রস্তাব দেয়। এয়ার টাইম এবং টিভির কাজ চালু করতে জড়িত এমন সমস্ত মূল খরচ হিসাব করে, আমরা ভেবেছিলাম আমাদের প্রায় তিন লাখ ডলার লাগবে। এই টাকা আমাদের কাছে তখন ছিল না। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের সাথে এ নিয়ে মল্লযুদ্ধ করার পরে, আমি অবশেষে হ্যাঁ বলেছিলাম। (অবশ্যই কেউ কখনো ঈশ্বরের সাথে মল্লযুদ্ধে জিততে পারে না)।

তাই সেই প্রযোজনা সংস্থা এসে হাজির হল (তারা ছিল টেক্সাসের কোম্পানি), এবং আমরা আমাদের প্রথম টিভি প্রোগ্রাম ফিল্ম করতে শুরু করি। আমাদের কোন সেট ছিল না, তাই আমরা প্রথম বছর পুরোটাই বলতে গেলে আমাদের বসার ঘরে আগুনের সামনে শুট করেছি। প্রথম টেপিং করার সময় আমি নার্ভাস ছিলাম বললে কম বলা হয়। কি আশা করতে হবে তা আমি জানতাম না। আর শুধু আসল টিভি টেপিং করার জন্যই আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম

না। আমাকে গোটা প্রোগ্রামটাই বানাতে হয়েছিল বলা যায়, সমস্ত বিষয়বস্তু ভেবে বের করতে হয়েছিল, সাথে অবশ্যই ড্রেন্ডার বুদ্ধিও ছিল। প্রযোজনা টিম আমাদের কিছু দারুণ পরামর্শ দিয়েছিল, এবং আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছিল, কিন্তু তবু আমি অস্বস্তিতে ছিলাম।

অনুগ্রহ করে বুঝুন যে আমি আসলে বহির্মুখী মানুষ নই, তাই টিভিতে কাজ করা আমার আরাম বলয়ের বাইরে ছিল। তা ছাড়া, টেপিংয়ের দিন প্রযোজনা দল অত্যন্ত বিচলিত ছিল। দলের প্রধান মাঝরাতে চলে গিয়েছিলেন, কারণ ড্রাইভওয়েতে তাদের প্রতিবেশীর গাড়ির ধাক্কায় তার যুবক ছেলে নিহত হয়েছিল। আমরা টেপ করার ঠিক আগে সকালে তারা সেই খবর আমাকে বলেছিল। আমি টেপিং না হওয়া পর্যন্ত তা ড্রেন্ডাকে না বলার সিদ্ধান্ত নিই। কাজটা খুব কঠিন ছিল।

তারপরে, টেপিংয়ের ঠিক পরেই, আমাদের একজন স্টাফ আমার ছেলে টিমের বাইক চালাচ্ছিল, তার দুর্ঘটনা ঘটে। টিম চিৎকার করতে করতে দৌড়ে ঘরে ঢুকে বলছিল, ডেভিড মারা গেছে। সে মারা যায়নি, শুধু জ্ঞান হারিয়েছিল, কিন্তু ঘটনাটা মোটেও সুখকর ছিল না।

আমরা টেপিংয়ের সপ্তাহটা সামলে উঠি, এবং অনুষ্ঠানটি একটি স্থানীয় স্টেশনে প্রচারিত হয়। এর পর আমরা প্রতি মাসে এক সপ্তাহ টেপিং করতে থাকি, কিন্তু দ্বিতীয় মাস শেষ হয়ে আসতেও কাজটা সহজ হচ্ছিল না। আমার নিজেকে অর্থহীন মনে হচ্ছিল, এবং আতঙ্কে ভুগছিলাম। আমি শেষ পর্যন্ত প্রযোজনা সংস্থার মালিককে বললাম যে আমি এই কাজ করতে পারব না। তিনি আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "না! তোমাকে টিভি করতেই হবে!"

তারপর তিনি আমাকে বসতে বললেন, কারণ তিনি আমাকে একটা জিনিস দেখাতে চান। তিনি টেলিভিশন চালু করেন এবং টিভি নেটওয়ার্কের খ্রীষ্টিয় চ্যানেলগুলো চালালেন। সত্যি কথা বলতে, আমি খুব বেশি খ্রীষ্টীয় টিভি দেখিনি, কিন্তু সেদিন যা দেখেছিলাম তা আমাকে অসুস্থ করে তুলেছিল, এবং এমনকি খ্রীষ্টীয় টিভির সাথে জড়িত হবার চিন্তাটিও পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিল।

একটি অনুষ্ঠানে, তারা "পবিত্র জলপাই তেল" বিক্রি করছিল, আর দাবি করছিল যে এতে অভিষিক্ত হলে তা সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। আরেকটাতে, প্রচারক "অভিষিক্ত ওয়েফার" বিক্রি করছিলেন, এই বলে যে প্রতিটি কামড়ে আপনি এক নতুন দৈব প্রকাশ লাভ করবেন। অন্য একটা শোতে আমি শুনলাম যে আপনি যদি পরের তিন মিনিটের মধ্যে দান করেন, আপনি সমৃদ্ধির জন্য তিন গুণ অভিষেক পাবেন। আরেকটাতে আবার ফ্রিজে রেখে শুকানো খাবার সাধা হচ্ছিল। প্রতিটা শো দেখে মনে হয়েছিল যে তারা অদ্ভুত সব উদ্দীপনার বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে দান খুঁজছে।

কিন্তু আমি যা অনুপস্থিত লক্ষ্য করলাম, তা হল তাদের কেউই লোকেদের বলছে না কীভাবে তাদের যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে হবে—কীভাবে রাজ্য আসলে কাজ করে। তারা লোকেদের বীজ বপন করতে বলছে, কিন্তু আমি জানতাম যে সেই বীজ কীভাবে *কাটতে হবে তা কেউ লোকেদের বলতে হবে*!

সফল হতে হলে ধাঁধার অনেকগুলো অংশ এই লোকেদের শিখতে হবে। মানুষকে শুধু কিভাবে দান করতে হয় তা শিখিয়ে এবং কিভাবে ফসল তুলতে হয় তা না শিখিয়ে, আমি জানতাম যে লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাবে, তাদের আশানুযায়ী ঘটনা না ঘটলে, তারা মনে করবে যে তিনি তাদের ব্যর্থ করেছেন।

লোকেদের জানা দরকার রাজ্যের আইনগুলি কি, এবং কেন দান করা এখানে পৃথিবীতে রাজ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে চলার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, দান করার *পরে কী করতে হবে তা তাদের জানা দরকার*। ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের যা প্রয়োজন তা কীভাবে সংগ্রহ করতে হয় তা তাদের জানা দরকার।

আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে আমার ফসল কাটাতে আমার ভূমিকা রয়েছে—যার প্রথমটি ছিল বিশ্বাস কী এবং কেন তা প্রয়োজন তা শেখা। আমার শেখার দরকার ছিল কিভাবে পবিত্র আত্মা আমাকে আমার ফসল কাটার দিকে নিয়ে যাবেন, এবং আমার ফসল কাটার সময় ও বিস্তারিত বিষয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে প্রাকৃতিক রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণকারী আইনের পাশাপাশি, ফসলের ওপর প্রভাব ফেলে এমন কিছু আধ্যাত্মিক আইনও রয়েছে, যা শেখা এবং প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

সেই অনুষ্ঠানগুলি এমনভাবে কথা বলছিল যেন টাকা নিজে থেকে আপনার মেইলবক্সে এসে হাজির হবে।

আমি স্বীকার করি যে কখনও কখনও টাকা *আপনার* মেইলবক্সে এসে হাজির হয় বটে, তবে আপনি যদি সেই ঘটনাগুলি ভালভাবে খতিয়ে দেখেন তবে আপনি কেন এবং কীভাবে তা এসেছিল, সে সম্পর্কে আত্মিক যোগসূত্র খুঁজে পাবেন।

কয়েকটি অনুষ্ঠান দেখার পর আমি বেশ বিব্রত হয়েছিলাম। বিশ্ব যে এতে মনোযোগ দিচ্ছিল না তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু আমার রাগও হয়েছিল। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে এখানে দরকার আছে, আমার কিছু বলার আছে।

আমি টিভি চ্যানেলটি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই, কারণ আমার একটি গল্প বলার ছিল। আর এখন আমি গত ১৪ বছর ধরে চ্যানেলটি চালিয়ে যাচ্ছি, এবং হাজার হাজার মানুষকে ঐশীরাজ্য আবিষ্কার করতে দেখেছি - ধর্ম নয়, বরং রাজ্য – তারাও ড্রেন্ডা আর আমার মত একই ফলাফল পেয়েছে।

আমি জানি আপনিও একই ফলাফল পাবেন।

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: উদারতার ক্ষমতা বইটি, আমার এই অর্থনৈতিক বিপ্লব সিরিজের পঞ্চম এবং চূড়ান্ত বই। আমি এই পুরো সিরিজ নিয়ে ভীষন উত্তেজিত, তেমনি এই চূড়ান্ত বইটি নিয়েও বেশ উত্তেজিত।

— গ্যারী কিসি

অধ্যায় ১

উদারতার ক্ষমতা

পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমি এক রাতে আমাদের প্রিয় স্থানীয় রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। ওয়েট্রেস ছিল এক অন্তঃসত্ত্বা তরুণী। আমি যখন বিল পরিশোধ করতে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ অনুভব করলাম যে আমি সাধারণত যে ২২-২৫% বকশিশ দিই, তার পরিবর্তে এই মেয়েটিকে একটি বড় অঙ্কের টিপস দেয়া উচিত, তাই আমি টিপসের পরিমাণে ১০০ ডলার বাড়িয়ে দিলাম। মেয়েটি সাইন করা ভিসা স্লিপটা তুলে নিয়ে না তাকিয়েই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

এক মিনিটের মধ্যেই সে ফিরে এল, গাল বেয়ে অশ্রু নামছে। সে আমাদের ধন্যবাদ জানাতে এসেছিল। সে আমাদের বলছিল তার আর্থিক পরিস্থিতি কি কঠিন ছিল, কিভাবে সব দিক সামলাবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। আমরা চলে আসার আগে তার কাছে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করার এবং তার জন্য প্রার্থনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমরা তার হৃদয়ে পরিচর্যার দরজা খোলার জন্য উদার হওয়া ছাড়া আর কিছুই করিনি।

*তাঁহার মধুর ভাব, ধৈর্য ও চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান করিতেছ? ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে **অনুতাপের** দিকে লইয়া যায়, ইহা কি জান না?*

— রোমীয় ২:৪

রোমীয় ২:৪ পদের অন্য আরেকটি অনুবাদ বলে যে, ঈশ্বরের মহত্ত্ব আমাদের অনুতাপের দিকে নিয়ে যায়।

উদার হওয়া মানে ঈশ্বরের মতো আচরণ করা।

মথি ৫:৪৫ পদ বলছে:

যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভাল-মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন, এবং ধার্মিক-অধার্মিকগণের উপরে বৃষ্টি বর্ষান।

ঈশ্বর মঙ্গলময়, এবং তিনি উদার! আমরা তাঁর সন্তান, এবং খ্রীষ্টে আমাদের নতুন স্বভাব হলো উদার হওয়া। উপরের গল্পের মতোই, উদার হওয়া মানে মানুষের জন্য ঈশ্বরের হৃদয়কে প্রকাশ করা। খুব গরমে একচুমুক ঠান্ডা জলের মত, উদারতা এই বিশ্বের দারিদ্রতার মরুভূমিতে স্বস্তি এবং আশা বয়ে নিয়ে আসে।

মুক্তহস্তে দান করার ফল ২ করিন্থীয় ৯:১০-১৫ পদে পৌলের উপদেশে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, করিন্থের মন্ডলীর প্রতি লেখা:

আর যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারের জন্য খাদ্য যোগাইয়া থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজ যোগাইবেন এবং প্রচুর করিবেন, আর তোমাদের ধার্মিকতার ফল বৃদ্ধি করিবেন; এইরূপে তোমরা সর্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ববিষয়ে ধনবান হইবে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সমপন্ন করে।

কেননা এই সেবারূপ পরিচর্যা-কর্ম পবিত্রগণের অভাব পূর্ণ করিতেছে, কেবল তাহা নয়, বরং অনেক ধন্যবাদের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশেও উপচিয়া পড়িতেছে। কেননা তোমাদের এই পরিচর্যাঘটিত পরীক্ষাসিদ্ধতা হেতু তাহারা ঈশ্বরের গৌরব করিতেছে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তোমাদের স্বীকৃত আজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত, এবং উহাদের প্রতি ও সকলের প্রতি সহভাগিতানুরূপ দানশীলতা প্রযুক্ত করিতেছে; আর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অতি মহৎ অনুগ্রহ হেতু তাহারা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে তোমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

আপনার উদারতা মানুষকে ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করতে উৎসাহিত করে!!! লক্ষ্য করুন, পৌল বলছেন, উদারতা ঈশ্বরের প্রতি আপনার *পরিচর্যা।*

পরিচর্যা শব্দের সংজ্ঞা হল: *একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির জন্য সেবকরূপে কাজ বা কর্তব্য সম্পাদন করা।* [১]

[১] *The American Heritage® Dictionary of the English Language,* ৫ম সংকলন

ঈশ্বরের অংশীদার হিসেবে এই পার্থিব রাজ্যে আপনার কর্তব্যের একটা অংশ হল, মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় এবং ভাবনাকে প্রকাশ করা। এর ফলাফল খুবই স্পষ্ট- মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য তাদের মনকে খুলে দেয়।

কোন এক সময় কেউ আমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল, এবং তখন বিষয়টি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আমার মনে হয় তা হয়ত আমাদের সবারই মনে আছে।

আমার মনে আছে, আমার বিয়ের পর প্রথম দিকে, আমার একবার ৩৬০০০ টাকার ট্যাক্স বাকি ছিল। টাকা কোথায় পাব তা আমার ধারণাতেও ছিল না। এই পরিস্থিতির জন্য দুশ্চিন্তায় আমি অনেক রাত জেগে কাটিয়েছি। আমরা সেই সময়ে টুলসাতে থাকতাম, এবং ছুটিতে ওহাইয়ো যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম।

আমার অবস্থা কেমন যাচ্ছে আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবং আমি তাকে বকেয়া ট্যাক্সের কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "আচ্ছা ঠিক আছে, এটা সহজেই সমাধান করা যায়", এবং তিনি আমাকে পুরো টাকার একটি চেক লিখে দিলেন। সেই মুহূর্তে আমার প্রতি তার তাতক্ষণিক উদারতা বাবাকে আমার আগের চেয়েও বেশি ভালবাসতে বাধ্য করেছিল। সেই মুহূর্তে আমি আমার জন্য তার হৃদয়ের টান দেখতে পেয়েছিলাম।

আমার বাবা প্রায়ই তার মনকে গোপন রাখতেন। কখনোই তিনি মানুষের কাছে তার আবেগ খোলাখুলি প্রকাশ করতেন না, এমনকি আমার মায়ের কাছেও নয়। যতদূর মনে পড়ে, আমার সারা জীবনে সেদিনের আগে বাবা কখনোই আমাকে বলেননি যে তিনি আমাকে ভালোবাসেন। শুধু একবার, আমার মায়ের অনুরোধে বলেছিলেন, এবং অনেক নাটকীয়তার পরে। আমার সেই দিনটি পরিষ্কার মনে আছে। মা তাঁকে অনুনয় করে বলছিলেন, "তুমি নিজের ছেলেকে বলতে পারবে না যে তুমি তাকে ভালবাস?" তবুও তিনি চুপ করে ছিলেন।

শেষে, আমার মা কেঁদে ফেলায়, তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু আমি সেটা কখনোই হিসাবে ধরিনি, কারণ তাকে সেটা বলতে বাধ্য করা হয়েছিল।

আমাদের ভালবাসেন তা মুখে বলার পরিবর্তে, অনেক সময় বাবা আমাদের ভাল ভাল জিনিস কিনে দিয়ে তা প্রকাশ করতেন, এবং আমার ধারণা আমরা চার ভাই-বোনই জানতাম বাবা আমাদের ভালবাসেন। আমি শুধু বাবার কাজের দ্বারাই তার মন দেখতে পেতাম, বেশিরভাগ সময় যা তিনি কথার দ্বারা তা প্রকাশ করতেন না। সেই মুহূর্তগুলো আমার বড় প্রিয়, সেগুলো আমার কাছে অন্ধকার রাতে আলোর মতো ফুটে থাকে।

যেদিন তিনি ট্যাক্সের ঋণের চেক লিখে দিয়েছিলেন, আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে আমার বাবাকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। তার

প্রতিক্রিয়া আমাকে অবাক করে দেয়। তিনি বলেছিলেন, "যতক্ষণ আমার কাছে উপায় থাকবে, আমি সাহায্য করে যাব।"

আমি নিশ্চিত আমার মতো আপনাদেরও উদারতা পাবার স্মৃতি আছে, এমন সব মুহূর্ত যা আপনার মনোযোগ কেড়েছিল। সুতরাং, এই কথাটি মনে রাখুন:

উদারতা মানুষের জন্য আপনার এবং ঈশ্বরের হৃদয়ের টানকে প্রকাশ করে।

উদারতা ভীষণ শক্তিশালী। এই অনুভূতি মুখের কথাকে ছাপিয়ে সরাসরি হৃদয়ে পৌঁছায়। আমরা যেভাবে অন্যদের দেয়া প্রশংসা বা উপহারের কথা মনে রাখতে পারি তা সত্যিই অসাধারণ।

আমি প্রথম যেবার আমার বাবার হৃদয় দেখেছিলাম তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। ছোটবেলায় আমি আর আমার কাজিন মডেল রকেট দিয়ে খেলতে ভালবাসতাম। আমি একটি খোলা মুখোওয়ালা রকেট কিনেছিলাম, যেখানে কিছু ভরে আকাশে উৎক্ষেপণ করা যেত।

এক দিন, আমি আর আমার কাজিন ঠিক করেছিলাম আমরা রকেটের খোলা মুখে একটি ব্যাঙ ভরে মুখটা টেপ দিয়ে আটকে দেব, যেন রকেটটির প্যারাসুট খুলতে না পারে, বরং বিধ্বস্ত হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙটির কী অবস্থা হয় তা দেখা, আমার চিন্তাটি আপনি হয়ত কল্পনা করতে পারছেন।

চিন্তামত আমরা রকেটটি উৎক্ষেপন করলাম, সেই মূহুর্তে আমার বাবাও বাইরে এসেছেন আমাদের খেলা দেখতে, তাকে দেখে আমি ভীষণ ভয় পেলাম। আমরা জানতাম তিনি আমাদের ব্যাঙ হত্যার বিষয়টি দেখে মোটেও খুশি হবেন না।

রকেটটি বরাবরের মত উপরে উঠে গেল, এরপর উল্টে গিয়ে মুখের দিকেটি নীচের দিক করে মাটিতে নেমে আসল। সেটা তুলতে গিয়ে আমি দেখলাম যে আছড়ে পরে মুখের দিকটা ভেঙে গেছে এবং ব্যাঙটা মারা গেছে, যেমনটি আমি আশা করেছিলাম।

রকেটটা তুলে নিয়ে আমি বাবার কাছ থেকে আমাদের আসল উদ্দেশ্য লুকানোর জন্য মরা ব্যাঙটিকে দ্রুত একপাশে ফেলে দিলাম। বাবা এসে রকেটটি দেখতে চেয়েছিলেন। আমাদের রকেটটির জন্য তার অকৃত্রিম ভাবনার কথা আমার এখনো মনে আছে। খেলনাটা হাতে নিয়ে তিনি ওটা কীভাবে ঠিক করতে হবে তা আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন, মাটিতে বিধস্ত হবার জন্য তিনি কতটা কষ্ট পেয়েছেন তা বোঝালেন। তারপর তিনি কিভাবে আমি ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া দিতে পারি সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তার কণ্ঠে প্রকৃত যত্ন এবং উদারতা আমাকে আমার অন্যায়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল। বাবা

কখনোই ব্যাঙটার কথা জানতেন না, কিন্তু আমার এবং আমার রকেটের জন্য তার কোমল ভাবনার কথা আমি কখনোই ভুলিনি। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি সত্যিই আমাকে স্নেহ করেন।

তারপর, এমন অনেক সময় আছে যে ঈশ্বর আমাদের উতসাহিত ও সাহায্য করতে এমন সব লোকদের ব্যবহার করেন, যাদের আমরা চিনি না।

একটি ঘটনার কথা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে, একবার ড্রেন্ডা আর আমি কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে তিতির পাখি শিকারে গিয়েছিলাম। ড্রেন্ডা আর আমি তখন সবেমাত্র বিয়ে করেছি, এবং আমরা তুলসাতে থাকতাম। আমার রুমমেটদের একজন কানসাসে থাকত, এবং সেই বছর তিতির পাখি শিকারের বার্ষিক উদ্বোধনীতে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি খুবই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।

আমরা পাঁচ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে কানসাসে যাই, সারাদিন দারুণ শিকার করি, এবং আমাদের সীমারেখা অনুযায়ী পাখি শিকার করতে সফল হই। কিন্তু তুলসা ফেরার পথে আমাদের বন্ধুর গাড়ির ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ ঘটে। আমরা তখন একটা কাঁচা রাস্তার মাঝখানে কোথাও ছিলাম, বাড়ি থেকে বহু ঘণ্টা দূরে। আপনি যদি কখনও কানসাসে গিয়ে থাকেন তবে আপনি জানেন যে এই এলাকাটা কতটা শুষ্ক ও নির্জন।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমরা দূর থেকে মাত্র একটি আলো জ্বলতে দেখলাম। সেই কৃষকটির বাড়িতে গিয়ে আমরা তাকে আমাদের অবস্থার কথা জানাই। আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন তিনি বললেন, "আচ্ছা, আজ রাতে আমি আমার গাড়িতে করে আপনাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের গাড়ি আমার ট্রেইলারে থাকুক, সোমবার যেন আপনারা কাজে যেতে পারেন, তাই সময়মতো আপনাদের পৌঁছে দেব।" (ড্রেন্ডার পরদিন সকালে একটি রেস্তোরাঁয় পার্ট টাইম কাজ শুরু করার কথা, এবং তাকে ফোন করে কাজে যেতে অপারগতার কথা জানাতে হবে ভেবে সে খুব মন খারাপ করছিল)।

আশ্চর্যজনকভাবে, এই লোকটি, যাকে আমরা আগে কখনও দেখিনি, আমাদের পাঁচ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে তুলসায় বাড়িতে নিয়ে যান, তারপরে সকাল হবার আগেই আবার কানসাসে ফিরে যান। সারারাত গাড়ি চালিয়েছিলেন তিনি!

আমি কখনোই সেই নিঃস্বার্থ দয়ার কথা ভুলব না। তিনি এমনকি গ্যাসের জন্য এক পয়সাও নেননি। আমি চিরকাল সেই মানুষটির কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি যখন তার কথা ভাবি, সবসময় কৃতজ্ঞতার সাথে তার উপহারের কথা ভাবি।

মানুষ যখন আপনার কথা চিন্তা করবে, তারা আপনার উদারতার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে।

আমি নিশ্চিত যে আপনি নিজের জীবনেও এই ধরনের পরিস্থিতির কথা ভাবতে পারেন। যে যত্ন এবং উদ্বেগ কেউ আপনাকে দেখিয়েছে তার জন্য আপনি কতটা কৃতজ্ঞ ছিলেন তা মনে পড়বে।

মানুষ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে, উদার ব্যাক্তিদের তিনি যে অতি মহৎ অনুগ্রহ দিয়েছেন তার জন্য!

পৌল কিন্তু সেই মন্ডলীর কাছে লেখা পত্রে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন - তাদের উদারতা ঈশ্বরের হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে লোকেদের কাছে পৌঁছেছিল এবং লোকেদের তাঁর প্রতি সেবার জন্য তাঁর প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য করেছিল।

যখন আমি খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলাম, আমি দেখতে পেলাম যে আমার হৃদয় নরম হয়েছে, এবং আমি দেখেছি যে আমি সত্যিই মানুষের জন্য যত্নশীল। যখন আমি কোন প্রয়োজন দেখতাম, সর্বদা সাহায্য করতে চাইতাম, কিন্তু হতাশার বিষয় ছিল যে আমি সাধারণত কিছুই করতে পারতাম না, কারণ আমার কাছে কোন টাকা ছিল না।

আমি দেখেছি যে বেশিরভাগ মানুষ এইরকমই অনুভব করে। একদল মানুষের মধ্যে কথা বলুন এবং দিকনির্দেশনা চান, অন্তত এক ডজন লোক থাকবে যারা আপনাকে পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করতে চায়।

কিন্তু বাইবেলে আমি আবিষ্কার করেছি, উদারতা আমার আগের উপলব্ধির চেয়েও শক্তিশালী। ২ করিন্থীয় ৯ পদের এই অনুচ্ছেদটি রাজ্যের একটি আইন আমার কাছে প্রকাশ করেছে, যা দানের বিষয়ে আমি যা ভেবেছিলাম তা বদলে দিয়েছে:

> *কেননা এই সেবারূপ পরিচর্যা-কর্ম পবিত্রগণের অভাব পূর্ণ করিতেছে, কেবল তাহা নয়, বরং অনেক ধন্যবাদের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশেও উপচিয়া পড়িতেছে।*
>
> *কেননা তোমাদের এই পরিচর্যাঘটিত পরীক্ষাসিদ্ধতা হেতু তাহারা ঈশ্বরের গৌরব করিতেছে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তোমাদের স্বীকৃত আজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত, এবং উহাদের প্রতি ও সকলের প্রতি সহভাগিতানুরূপ দানশীলতা প্রযুক্ত করিতেছে।*
>
> *আর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অতি মহৎ অনুগ্রহ হেতু তাহারা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে তোমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক।*
>
> — ২ করিন্থীয় ৯:১২-১৫

মানুষ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে, উদার ব্যাক্তিদের তিনি যে অতি মহৎ অনুগ্রহ দিয়েছেন তার জন্য!

পৌল এখানে যা বলছেন তা সত্যিই ভাল করে বুঝতে, আমাদের শর্তগুলো আগে। সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

অতি মহৎ শব্দের অর্থ হল: এক বিশাল পরিমাণ বা উচ্চ পর্যায়ে; অত্যধিক, উৎকর্ষপ্রাপ্ত, বা অসাধারণ: *অতীব মহৎ বিশালতার কাঠামো।*[2]

বিশাল পরিমাণে আপনি কি পাচ্ছেন? আপনার জীবনে অসাধারণ ও অতীব মহৎ বিশালতা কি হবে? ঈশ্বরের অনুগ্রহ!!!!!

তাহলে এখন আমাদের অনুগ্রহের সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন।

অনুগ্রহ মানে ঈশ্বরের অনর্জিত করুণা।

এটি অনুগ্রহের সাধারণ সংজ্ঞা, তবে এটি তার সম্পূর্ণ গুণাবলী প্রকাশ করে না। আমি আপনাকে একটি ভাল সংজ্ঞা দিচ্ছি।

নিচের উদ্ধৃতিটি ঐশ্বরিক অনুগ্রহ সম্পর্কে উইকিপিডিয়া থেকে নেয়া:

সাধারণ খ্রীষ্টিয় শিক্ষায় অনুগ্রহ হল অনর্জিত কৃপা (করুণা), যা ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার মাধ্যমে মানবজাতিকে দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি অনন্ত পরিত্রাণ প্রদান করেন। কিন্তু কেবল এই সংজ্ঞাটিই শাস্ত্রে উল্লেখিত অনুগ্রহের অন্যান্য শব্দগুলোর ব্যবহারকে বর্ণনা করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ লুক ২:৪০ পদ, "পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল।" এই উদাহরণে অনুগ্রহের সংজ্ঞা ব্যবহার করার সময় অনর্জিত অনুগ্রহ বোঝানো ঠিক নয়, কারণ এটা স্বাভাবিক নয় যেন পাপহীন খ্রীষ্টের তা প্রয়োজন হবে।

জেমস রাইল বলেন "অনুগ্রহ হল ঈশ্বরের সেই ক্ষমতায়নকারী উপস্থিতি, যা আপনাকে তাই হতে সক্ষম করে যা করতে তিনি আপনাকে তৈরি করেছেন, এবং যা করতে তিনি আপনাকে আহ্বান করেছেন তা যাতে আপনি করতে পারেন।" বিকল্পভাবে, বিল গথার্ড বলেন "অনুগ্রহ আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তি দেয় যা

[2] Dictionary.com

ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য দেন।" এই উভয় সংজ্ঞাই বাইবেল জুড়ে অনুগ্রহ শব্দটির উপযুক্ত অর্থ প্রকাশ করে।[৩]

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৌল এই অনুচ্ছেদে যে বিষয়ে কথা বলছেন তা হল উন্নতির জন্য অনুগ্রহ, বা ক্ষমতায়ন। এই উপহার, অনুগ্রহের উপহার, উদযাপন করা হয়েছিল কারণ এটি মানুষকে সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা দিয়েছিল। এবং বিনিময়ে তারাও উদার ছিল, মানুষের চাহিদা মেটাত, যার ফলে মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করত।

পৌল তার আলোচনা শেষ করেন এই বলে, "ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক!"

আচ্ছা, এটাও আরেকটি সংজ্ঞা। অবর্ণনীয় শব্দের অর্থ, স্পষ্ট বোঝা যায়, যে এমন কোন শব্দ নেই যা এটিকে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে।[৪] পৌল অনুগ্রহের উপহারকে এতই মহান বলেছেন, যা *ভাষার অতীত*, এবং বিশেষত যারা এর প্রদত্ত অর্থের দ্বারা পরিচর্যা পাচ্ছে তাদের জন্য।

এই হল সেই শক্তি যা আপনাকে আর্থিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে। এই শক্তি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ, প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য রয়েছে।

কিন্তু এখানেই সমস্যা। পৌল *দান করা* প্রসঙ্গে যা করতে বলেছেন সেই বিষয়ে কথা বলে আমরা অনেক সময় ব্যয় করতে পারি। কিন্তু যদি আমরা অনুগ্রহ বুঝতে না পারি, ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধির ক্ষমতায়ন বুঝতে না পারি, তবে আমরা আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট ফসল লাভ করব না। এর মানে হবে জঙ্গলে বড় গাছের ছায়ায় আপনার বাগান করার মতো - সেখানে কোনও রোদ নেই, পছন্দসই ফল দেবার শক্তি নেই।

ড্রেন্ডা আর আমি বাইবেলের গল্প পড়তাম, যেখানে ঈশ্বরের শক্তি এসে পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিত। স্বীকার করতে হবে যে আমরা বড় হতে হতে আমাদের গির্জায় এমন গল্প খুব কমই শুনেছি। পরিত্রাণের বাইরে, ঈশ্বরের করুণা কীভাবে কোন পরিস্থিতিতে আনতে হয় সে সম্পর্কে কেউ আসলে কথা বলেনি।

এখন, আমি বুঝতে পারি যে আমাদের পরিত্রাণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এইমাত্র যেমন উল্লেখ করেছি, আমার জীবনের *প্রতিটি* ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আমার সেই অনুগ্রহের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমি জানতাম না কিভাবে তা হবে। এবং আমার অজ্ঞতার কারণে,

---

[৩] https://en.wikipedia.org/wiki/Divine_grace

[৪] *American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition*

আমরা রিক্ত, অসুস্থ এবং হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমরা পরিত্রাণের কথা জানতাম– আমাদের অনন্ত পরিত্রাণের ধারণা ছিল–কিন্তু আমরা জানতাম না বা বুঝতে পারিনি কীভাবে আমাদের জীবনে স্বর্গ আনতে হয় এবং ঈশ্বরের শক্তিকে প্রকাশ করতে হয়। আমি তো বলেছি, আমরা আর্থিকভাবে কপর্দকশূন্য ছিলাম!

কিন্তু প্রভু আমাকে সেই দিন এই কথাই বলেছিলেন, যখন তিনি রাজ্যের বিষয়ে আমার সাথে কথা বলেছিলেন, "*তুমি এই ঝামেলাতে পড়েছ, কারণ তুমি কখনোই আমার রাজ্য কীভাবে কাজ করে তা শেখনি*!"

অন্য কথায়, তিনি বলছিলেন যে আমি জানতাম না কিভাবে রাজার কর্তৃত্ব এখানে পৃথিবীর রাজ্যে মুক্ত করা যায়। আমি কখনোই শিখিনি তা কিভাবে করতে হয়, বা এমনকি আমি যে তা করতে পারি। আমার কোন ধারণাই ছিল না কিভাবে ঈশ্বরের শক্তি সেই অনুগ্রহে থাকতে হয়।

ওহ, আচ্ছা, যেদিন ঈশ্বর আমার সাথে রাজ্যে সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, সেই কথোপকথনে আরও অনেক কিছু ছিল। তিনি আরও বলেছিলেন, "*আমার মন্ডলী সেইভাবে জীবনযাপন করছে যেভাবে ইস্রায়েলের সন্তানরা কৃতদাসত্বে ছিল, ফৌরণের জন্য যখন তারা ইট তৈরি করছিল। তারা কৃতদাস! আমার লোকেরা ঋণগ্রস্ত, এবং আমি তাদের মুক্তি চাই!*"

আমি এখানে জোর দিয়ে বলছি: আর্থিকভাবে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আপনি কখনোই মুক্ত হতে পারবেন না। ড্রেন্ডা আর আমি গত ৩০ বছর ধরে যেমন বলেছি, আপনি কখনোই আবিষ্কার করতে পারবেন না যে আপনি আসলে কে, এবং আপনার জীবনের জন্য আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে হাঁটতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি টাকার সমস্যাটা ঠিক করেন।

আমি এই বিষয়টিতেও জোড় দিতে চাই: **আপনি মুক্ত হতে পারেন!**

আমি এটা প্রমাণ করেছি, এবং আরও হাজার হাজার মানুষ করেছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনাকে সাহায্য করার জন্য আছে। এমন কিছু কাজের আদেশ আপনাকে করা হয়েছে যেগুলো আপনি কখনোই একজন দাস হিসেবে সম্পন্ন করতে পারবেন না। আপনাকে অবশ্যই আর্থিকভাবে লাভবান হতে হবে, শুধু আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্যই নয়, যাতে লোকেরা দেখতে পায় আপনার

মানুষ উত্তর খুঁজছে। তারা আসল চুক্তির সন্ধান করছে। তাদের বিশেষভাবে রাজ্য দেখার প্রয়োজন, ধর্ম নয়।

জীবনে ঈশ্বরের রাজ্য কাজ করছে, পাকা ফলে বোঝাই ফলবান গাছের মতো, যা মানুষকে রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

মানুষ উত্তর খুঁজছে। তারা আসল চুক্তির সন্ধান করছে। তাদের বিশেষভাবে রাজ্য দেখার প্রয়োজন, ধর্ম নয়।

আরেকদিন একজন নার্সের সাথে আমার একটি আলাপের কথা বলি। আসলে দুইজন নার্সের সাথে কথা হচ্ছিল।

আমার মা ৮৮ বছর বয়সী এবং তিনি বেশ ভাল আছেন, কিন্তু তার হাঁটাচলা করতে সাহায্য প্রয়োজন, বুঝতেই পারেন। তাই, সে দিন আমি তাকে বেশ করেকজন ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি যখন প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টে নার্সের সাথে কথা বলছিলাম, তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল আমি জীবিকার জন্য কি করি। আমি তাকে আমাদের মন্ডলী সম্পর্কে এবং আমার আর্থিক কোম্পানি সম্পর্কে, এবং কীভাবে আমরা লোকেদের ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করি সে সম্পর্কেও বলেছিলাম। সেটা সেই মহিলার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি সমস্যায় পড়েছেন, ঋণের ভারে পর্যুদস্ত হয়ে আছেন, এবং কীভাবে বাঁচবেন তা বুঝতেই পারছেন না।

সেদিন যখন আমি দ্বিতীয় ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টে গিয়েছিলাম, সেখানে নার্সের সাথেও আমার প্রায় ঠিক একই কথোপকথন হয়েছিল। তার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমাকে বলতে গিয়ে নার্সের চোখে জল চলে এসেছিল।

বন্ধুরা, এটা একমাত্র ঘটনা না। আমেরিকার সমাজ এখন এভাবেই চলছে।

আমার হৃদয় এবং আবেগ হল লোকেদের বুঝতে সাহায্য করা যে জীবন যাপন করার আরও ভাল পথ রয়েছে–যা ঈশ্বরের রাজ্যের পথ।

যখন ড্রেন্ডা আর আমি ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে শিখতে শুরু করি এবং ঈশ্বর আমাদের রাজ্য সম্বন্ধে যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন তা প্রয়োগ করতে শুরু করি, আমাদের জীবন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। যে করুণা পৌল আমাদের জীবনে দেখানোর কথা বলছেন, তা আমরা দেখতে শুরু করি।

এক রাতে, আমি আমাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার স্বপ্ন দেখেছিলাম যাতে লোকেদের ঋণমুক্ত হতে সহায়তা করা যায়। কি পাগলামি, তাই না? যে মানুষ জানতই না যে টাকা দিয়ে কি করতে হয়, সে আজ একটা কোম্পানি চালাচ্ছে, যা লোকেদের কীভাবে ঋণ থেকে মুক্তি পেতে হয় তা দেখাচ্ছে। শুধু ঈশ্বরই এমন ঘটনা ঘটাতে পারেন, তাই না?

আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা করছেন, "এটা কিভাবে হল? আপনি কীভাবে জানলেন কীভাবে ঋণমুক্ত হতে হয়, যেন আপনি আসলেই অন্য লোকেদের ঋণমুক্ত হতে সহায়তা করতে সক্ষম হবেন? এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন!

সংক্ষেপে বলতে গেল, পবিত্র আত্মা আমাকে দেখিয়েছেন কিভাবে এটা করা যেতে পারে।

অবশ্যই, প্রাকৃতিক বিশ্বে আমার অনেক কিছু শেখার ছিল, এবং তারপরে আমার কোম্পানিকে কীভাবে সেট আপ করতে হয় সে সম্পর্কে আমাকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল, কিন্তু পবিত্র আত্মা অগ্রগতি এবং মানুষকে সাহায্য করার জন্য আমরা যে অনন্য কৌশল এবং পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করি তাকে নির্দেশ করেছিলেন। সেই কোম্পানিটি চালু হয়েছিল, এবং সেটিই আমাদের আর্থিক স্বাধীনতাকে অর্থায়ন করেছে।

যাইহোক, আমি জানি আপনি কি ভাবছেন: আমরা নিশ্চয় সেই সাহায্যের জন্য অনেক টাকা সম্মানী নিয়েছি, যদি এটি আমাদের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ প্রদান করে থাকে।

না তা করিনি। আমি যেমন বলেছি, পবিত্র আত্মা আমাদের একটি খুব অনন্য ব্যবসায়িক মডেল দিয়েছেন, এবং তা হল:

আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের সাথে বিনামূল্যে কাজ করি।

যে ব্যক্তি ইতিমধ্যেই বিল পরিশোধ করতে সংগ্রাম করছে, তাকে মুক্তি পেতে সাহায্য করার জন্য তার কাছ থেকে আমি কীভাবে ফি নিতে পারি? না, আমি এটা করতে পারি না। ঈশ্বর আমার কোম্পানির অর্থায়নের একটি ভিন্ন উপায় দিয়েছেন। ক্লায়েন্টদের ঋণমুক্ত করার জন্য একটি কাস্টমাইজড প্ল্যান ডেভেলপ করার জন্য আমার কোম্পানি কোন মূল্য নেয় না, এবং নেবে না। আমার কোম্পানীর কাজ হলো ক্লায়েন্টদের দেখানো যে কিভাবে সাত বছরেরও কম সময়ে ঋণমুক্ত হতে হয়, তাদের বাড়ির বন্ধক সহ, সাধারণত তাদের আয় পরিবর্তন না করেই।

আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের দ্বারা নয় বরং কয়েক ডজন কোম্পানি, বিক্রেতা এবং পেশাদারদের দ্বারা সহায়তা পাই, যাদেরকে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য সমাধান

এবং পুনর্গঠনের উপায়গুলি প্রদানের জন্য বেছে নিয়েছি। তারা আমাদের ক্লায়েন্টদের তাদের সম্পর্কে বলার জন্য আমাদের সহায়তা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায়, যদি আমি জানি যে কোম্পানি অমুক আমার ক্লায়েন্টের বীমা বিল অর্ধেক কমিয়ে দিতে পারে, আমি তাদের বলবো অমুক কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমার ক্লায়েন্ট এখন নিজেরাই অমুক কোম্পানির সাথে কথা বলতে পারে এবং তাদের মন স্থির করতে পারে, এবং তাদের পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে অমুক কোম্পানি সল্পাহারে আগ্রহী কিনা সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সুতরাং, ক্লায়েন্টের জন্য, সবকিছু বিনামূল্যে। আর আমি নিশ্চিত যে এটি আমাদের কোম্পানির অসাধারণ বৃদ্ধিতে প্রধান অবদান রেখেছেল। Forwardfinancialgroup.com সাইটে আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে দেখবেন।

এছাড়াও আমরা লোকেদেরকে, যাকে আমি নিরাপদ বিনিয়োগ বলি তা আবিষ্কার করতে সহায়তা করি। এটি শুনে যা মনে হয় ঠিক তাই: বাজারের মন্দার ঝুঁকিমুক্তভাবে বিনিয়োগ করা, যাতে তারা তাদের অবসরের মূল্যবান সঞ্চয় না নষ্ট করে।

আমি বলছি যে গত ৩০ বছরে, আমরা কয়েক হাজার মানুষের সাথে কথা বলেছি, এবং আমরা দেখেছি যে বেশিরভাগ মার্কিনীরা মহা বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে।

একটি উদাহরণ আমার চোখে পড়েছে, এবং এটি বহু আমেরিকান কীভাবে বাস করে তা তুলে ধরে।

একজন ভদ্রমহিলা আমাকে তার সাথে দেখা করতে ডেকেছিলেন, কারণ তার ঋণের জন্য তার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। আমি, এবং আমার একজন সহযোগী, তার সাথে দেখা করেছিলাম, এবং যখন তিনি তার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছিলেন আমি সেখানে অবিশ্বাসের সাথে বসেছিলাম । তার ৩২টি ভিন্ন ভিন্ন ক্রেডিট কার্ড ছিল, সবগুলোতেই সীমার ঊর্ধ্বে খরচ হয়ে গেছে। (হ্যাঁ, আপনি ঠিক শুনেছেন–তার ৩২টি ক্রেডিট কার্ড ছিল।)

তিনি সফলভাবে তার নিজের কারাগার তৈরি করেছিলেন, এবং এখন আমার কাছে চাবি চাইছিলেন বের হওয়ার জন্য। আমার মনে, উত্তরটি সহজ ছিল: ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা বন্ধ করুন। এটা একটা ভাল সূচনা হবে। তাই, আমি তাকে তার কার্ডগুলো কেটে ফেলতে বলেছিলাম, এবং জোর দিয়ে বলেছিলাম যেন তিনি তার আয় অনুযায়ী খরচ করেন। তারপরে আমি তাকে তার সব দৈনন্দিন ব্যয়ের একটি তালিকা তৈরি করতে দিয়েছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি কোথা থেকে তার জন্য কাউন্সেলিং শুরু করতে হবে। আমি আরও পরামর্শ দিয়েছিলাম যে ব্যাঙ্ক কার্ডের পরিবর্তে তিনি যেন একটি ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা শুরু করেন, যাতে তার পরিস্থিতি আরও খারাপ না হয়।

তার কার্ড কেটে ফেলার পরামর্শ শুনে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন: "তাহলে আমি কীভাবে জুতা কিনব?"

আমি কি ঠিক শুনেছি? তার কাছে খাবারের জন্য পর্যাপ্ত টাকা ছিল না, কিন্তু তিনি জুতার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন?

আপনি ভাবতে পারেন যে এই ভদ্রমহিলা নিশ্চয় একজন ব্যাতিক্রমী নারী। তার মত এত ক্রেডিট কার্ড থাকা আসলেই অস্বাভাবিক। কিন্তু আর্থিক কারাগারে থাকার বিষয়টি ব্যাতিক্রম নয়। আমেরিকার ইদানীংকার পরিসংখ্যান দেখুন:

- ৫৭% লোকের ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ টাকা নাই।[৫]
- ৪৪% লোক অপ্রত্যাশিত ৪০০০০ টাকার বিল দিতে পারে না।[৬]
- ২৩% আমেরিকানরা তাদের মাসিক বিল পরিশোধ করতে পারে না এবং প্রতি মাসে[৭]

বন্ধু, ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাকে বলেছেন-আমেরিকানরা ক্রীতদাস হয়ে গেছে।
একজন ক্রীতদাস কি করে তা ভেবে দেখুন।

- সে নিজের জন্য কাজ করে না। যদিও সে কাজ করছেন এবং মুনাফা তৈরি করে, সেই লাভ প্রতি মাসে ঋণদাতাদের কাছে চলে যায়, তার পরিবারের জন্য আরও একটি মাস বেঁচে থাকার মত অর্থই শুধু থাকে।
- ক্রীতদাসরা তাদের মালিকানাধীন নয় এমন বাড়িতে বাস করে (অর্থাৎ তাদের বাড়ি বন্ধক রয়েছে)।.

---

[৫] রে হানানিয়া, "57% of Americans have less than $1,000 in Savings, মার্চ ৩১, ২০২১, SuburbanChicagoland.com

[৬] যোষেফ লওলের "44 Percent of Americans Couldn't Cover an Unexpected $400 Expense," *Washington Examiner,* মে ১৯, ২০১৭.

[৭] মেইগান লিয়োনহার্ড "Become Debt Free," মে ২৪, ২০১৯

- তারা তাদের নয় এমন গাড়িগুলি চালায়, তাদের নিজেদের নয় এমন বাড়ির জন্য টাকা শোধ করতে কাজে যেতে।

- তারা ক্রেডিট কার্ডে কেনা জামাকাপড় পরে কাজ করতে যাওয়ার জন্য, যাতে তারা যে গাড়ি এবং বাড়ির মালিকানা তাদের নেই তার জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে, সেই সাথে শিক্ষা ঋণের টাকা শোধ করতে পারে, যা তারা ২০ বছর আগে থেকে পরিশোধ করে চলেছে।

আপনি বুঝতেই পারছেন।

ধনবান দরিদ্রগণের উপরে কর্তৃত্ব করে, আর ঋণী মহাজনের দাস হয়।

— হিতোপদেশ ২২:৭

আপনি কি জানেন যে বেশিরভাগ লোকেরা তাদের চাকরি পছন্দ করে না? আসলে, একটি গ্যালাপ পোল বলছে যে ৮৫% কর্মচারী তাদের কাজকে ঘৃণা করে। [৮]

তাহলে কেন তারা সেখানে কাজ করে? কারণ তারা দাস, আর দাসদের কোন বিকল্প নেই!

তাহলে, দাসত্ব থেকে মুক্তির উপায় আছে কি? হ্যাঁ! অবশ্যই আছে!

বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি দেখাচ্ছি।

কেননা এই সেবারূপ পরিচর্যা-কর্ম পবিত্রগণের অভাব পূর্ণ করিতেছে, কেবল তাহা নয়, বরং অনেক ধন্যবাদের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশেও উপচিয়া পড়িতেছে।

কেননা তোমাদের এই পরিচর্যাঘটিত পরীক্ষাসিদ্ধতা হেতু তাহারা ঈশ্বরের গৌরব করিতেছে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তোমাদের স্বীকৃত আজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত, এবং উহাদের প্রতি ও সকলের প্রতি সহভাগিতানুরূপ দানশীলতা প্রযুক্ত করিতেছে।

[৮] সারা বুরোস, "85% of People Hate Their Jobs, Gallup Poll Says," সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৭, returntonow.net

আর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অতি মহৎ অনুগ্রহ হেতু তাহারা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে তোমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

— ২ করিন্থীয় ৯:১২-১৫

আসুন সেই উত্তরে মনোযোগী হই–ঈশ্বরের অনুগ্রহ, উন্নতির লক্ষ্যে ক্ষমতায়ন!

আসুন আমরা এ বিষয়েও সচেতন হই যে শত্রু চায় আপনি দেনায় ডুবে থাকুন এবং কখনোই মুক্তির পথ না জানুন। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১.১ *ট্রিলিয়ন* (১০ হাজার দুইশত কোটি টাকার উপরে) সক্রিয় ক্রেডিট কার্ড রয়েছে।[৯] প্রতি বছর চার থেকে আট বিলিয়ন (৪ হাজার থেকে ৮ হাজার কোটি) ক্রেডিট কার্ড *অফার* পাঠানোর কারণও এটি।[১০]

কেউ চায় আপনি ঋণের মধ্যে ডুবে থাকুন, এবং তারা কেবল ব্যাঙ্ক এবং খুচরা বিক্রেতারাই নয়, যারা আপনাকে তাদের কার্ড ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করছে।

শয়তান জানে যদি সে আপনাকে দেনার মধ্যে রাখতে পারে, আপনি কখনোই আপনার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের পথে হাঁটতে পারবেন না, যা সে জানে তার রাজ্যে সর্বনাশ ঘটাবে।

সুতরাং, আসুন এক মিনিটের জন্য পর্যালোচনা করা যাক। এই বইটি উদার হওয়ার বিষয়ে, তাই না? আসলে, হ্যাঁ এবং না। হ্যাঁ, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে দান এবং উদার হওয়ার সমস্ত সুবিধা সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি। কিন্তু দান করাই সম্পূর্ণ সমাধান উত্তর নয়। অনুগ্রহ, ঈশ্বরের শক্তিকে কীভাবে ধারণ করা যায় সে সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে।

সুতরাং, আমি আবার বলছি: শুধু দান করার সূত্রটি কেবল একটি সূত্রই, চাবিকাঠি নয়। এটা অবশ্যই উত্তরের অংশ, কিন্তু আপনার এবং আমার সেই অতিপ্রাকৃত, অসাধারণ ক্ষমতায়নের প্রয়োজন, যাকে অনুগ্রহ বলা হয়।

আমি যা সম্পর্কে কথা বলছি তা ডাস্টিন এবং কেন্ডাল আবিষ্কার করেছে। তারা একটি তরুণ দম্পতি, যারা সত্যিই বুঝতে পারেনি যে তাদের অর্থের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন, যতক্ষণ না তারা নিজেদের একটি বিপদে আবিষ্কার করে। তারা একটি নতুন ব্যবসায়িক ধারণা খুঁজে পায়, এবং সেটা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার খরচ? ১৫৩ লক্ষ টাকা, এবং পুরোটাই ধারে।

---

[৯] রেইনার দে বেষ্ট, "Credit Card and Debit Card Number in the U.S. 2012-2018," ডিসেম্বর ১৬, ২০২০, statisa.com/statistics

[১০] বব ব্রায়ান, নভেম্বর ২৪, ২০১৫, businessinsider.com

যে মাসে তারা ব্যবসাটি কিনেছিল, সে মাসেই আইআরএস তাদের অডিট করে এবং বকেয়া করের জন্য ৫৪ লক্ষ টাকার বিল করে। ডাস্টিন বলেছে যে তারা আচমকা দুইশত চার লক্ষ টাকার বেশি দেনায় পড়ে গিয়েছিল, কোন উপায় তাদের ছিল না, বিশেষ করে যেহেতু তারা ব্যবসাটি কেনার আগেই আর্থিকভাবে টানাটানিতে ছিল।

তারা তাদের কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য হাসপাতালের বিল দিতে টাকা ধার করেছিল, এবং সেটা শোধ অর্থনৈতিক করছিল। অডিট তাদের আর্থিক অবস্থার শেষ সীমায় ঠেলে দেয়, এবং ডাস্টিন বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

অনুসন্ধান করার পর, সে অবশেষে তিনশত লক্ষ টাকার ক্রেডিট লাইনের জন্য একটি অফার খুঁজে পায়, অনুমোদন পায়, এবং তার স্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে মতামতের জন্য যায়। সে জানত না যে কেন্ডাল আমার লেখা *আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিশ্রামের শক্তি* বইটি পড়ছিল, এবং এ বিষয়ে ধ্যান করছিল, যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ধারণ করার বিষয়েও কথা বলে।

তাই যখন ডাস্টিন এই ঋণের ধারণা নিয়ে তার কাছে এসেছিল, তখন কেন্ডাল হতাশ হয়েছিল, আশা করেছিল যে ডাস্টিন ঋণের পরিবর্তে ঈশ্বরের দিকে ফিরবে। সে তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং স্বামীকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে উতসাহিত করেছিল। সদয়ভাবে, ডাস্টিন তার স্ত্রীর বুদ্ধি গ্রহণ করেছিল।

যখন তারা প্রার্থনা করছিল, তারা পবিত্র আত্মাকে একটি বীজ বপন করতে বলতে শুনল৷ অবশ্যই, সেই সময়ে, তাদের কাছে ঈশ্বরের দেখানো অঙ্কের সমান অর্থ ছিল না, তাই তারা পরের ২৮ দিন ধরে কাজ করেছিল যাতে ঈশ্বর তাদের যা দেখিয়েছিলেন তা বপন করার জন্য যথেষ্ট উপার্জন করতে পারে।

ফলাফল? তাদের ব্যবসা সফলভাবে চালু হয়।

পরের বছরে, তারা ১ শত ৭৮ লক্ষ টাকার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়, এবং ডাস্টিন বলেছে যে সে তার পুরো জীবনে যত টাকা কামিয়েছে, সে বছর বারো গুণ বেশি টাকা উপার্জন করেছে!

কেন্ডাল এবং ডাস্টিন দেখেছে, রাজ্য প্রতিবারই কাজ করে!

তাদের উত্তর কি ছিল? ঈশ্বরের রাজ্য এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ!

আপনার উত্তর কি? ঈশ্বরের রাজ্য এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ!

অধ্যায় ২

উত্তর: অনুগ্রহ

এর আগের অধ্যায়ে, আমরা উদারতা কীভাবে মানুষকে আত্মিকভাবে প্রভাবিত করে—কিভাবে তা আপনার এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে তাদের হৃদয়কে নম্র করে, তা নিয়ে কথা বলেছি। পৌল যা বলেছেন তাও আমরা বের করে এনেছি, যে উদার হওয়ার এই ক্ষমতা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল।

আর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অতি মহৎ অনুগ্রহ হেতু তাহারা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে তোমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

— ২ করিন্থীয় ৯:১৪-১৫

পৌল ঈশ্বর আমাদেরকে উন্নতির জন্য যে অনুগ্রহ দিয়েছেন তা বর্ণনা করার সময় পৌল *অতি মহৎ* শব্দটির প্রতি যে জোর দিয়েছেন, তা নিয়ে আমরা কথা বলেছি। আমরা জেনেছি যে অনুগ্রহ মানে কিছু অর্জন করার জন্য এক অসাধারণ ক্ষমতায়ন। পৌল ঈশ্বরের অনুগ্রহের এই ক্ষমতায়নকে এক বর্ণনাতীত দান বলে অভিহিত করেছেন! আমি মনে করি সবাই স্বীকার করবে যে যদি ঈশ্বর স্বয়ং তাদের জীবনে উন্নতি করতে সাহায্য করেন, তবে তা এক অবিশ্বাস্য সুযোগ হবে।

ঈশ্বর আপনার জীবনে কী করতে চান এবং আপনার কাছে কি বিপুল শক্তি রয়েছে তা উপলব্ধি করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য, আসুন কয়েকটি পদ পিছনে গিয়ে ষষ্ঠ পদ থেকে পড়া শুরু করি।

কিন্তু আমি বলি এই, যে অল্প পরিমাণে বীজ বুনে, সে অল্প পরিমাণে শস্যও কাটিবে; আর যে ব্যক্তি আশীর্বাদের সহিত বীজ বুনে, সে আশীর্বাদের সহিত শস্যও কাটিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে, তদনুসারে দান

করুক, মনোদুঃখপূর্বক কিম্বা আবশ্যক বলিয়া না দিউক; কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালবাসেন। আর ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্বপ্রকার অনুগ্রহের উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সর্ববিষয়ে সর্বদা সর্বপ্রকার প্রাচুর্য থাকায় তোমরা সর্বপ্রকার সৎকর্মের নিমিত্ত উপচিয়া পড়। যেমন লেখা আছে,''সে ছড়াইয়া দিয়াছে, দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছে, তাহার ধার্মিকতা চিরস্থায়ী।''

আর যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারের জন্য খাদ্য যোগাইয়া থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজ যোগাইবেন এবং প্রচুর করিবেন, আর তোমাদের ধার্মিকতার ফল বৃদ্ধি করিবেন; এইরূপে তোমরা সর্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ববিষয়ে ধনবান হইবে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সমপন্ন করে।

— ২ করিন্থীয় ৯:৬-১১

এখানেই বিষয়টা সত্যিই উত্তেজনাকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

আমরা এখানে সেই একই *অনুগ্রহ* শব্দটি ব্যবহার করতে দেখি, এই অনুচ্ছেদে পৌল বিশেষণটি যোগ করেছেন পাঠককে বুঝতে সাহায্য করার জন্য যে ঈশ্বরের *সমস্ত* শক্তি এই অনুগ্রহ শব্দের পিছনে রয়েছে। পৌল স্পষ্টভাবে এখানে দান এবং গ্রহণ করার বিষয়ে কথা বলছেন, এবং এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে একবার আপনি দান করলে, ঈশ্বরের সমস্ত অনুগ্রহ ফসল তোলার জন্য নাগালে এসে যায়।

ঈশ্বরের সমস্ত অনুগ্রহ বললে তা ইঙ্গিত করে যে বোঝায় যে ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি, তাঁর প্রজ্ঞা, অনুগ্রহ এবং অন্তর্দৃষ্টি এখন সেই বীজের ফসল তোলার জন্য আপনার হাতের মুঠোয়। আপনাদের কি অবস্থা জানি না, কিন্তু আমি এতে উত্তেজিত!

কিন্তু তারপরও এর মানে এই নয় যে ফসল কাটা নিজেই হয়ে যাবে।

যদি একজন খুব ধনী কৃষক আপনাকে বলেন যে তিনি আপনাকে তার সমস্ত কৃষি সরঞ্জাম ধার দিতে চলেছেন ফসল রোপণ করতে এবং ফসল কাটার জন্য, যার মূল্য মিলিয়ন ডলার। কিন্তু আপনি কৃষিকাজ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তখন এতে আপনার কোন লাভ হবে না।

ঈশ্বর তাঁর সমস্ত ক্ষমতা আমাদের জন্য দিয়েছেন, কিন্তু আমাদেরও এখানে ভূমিকা রয়েছে, যেমন একজন কৃষক জানেন যে চাষাবাদ মানে কেবল মাটিতে বীজ ছড়ানো নয়, আরও অনেক কিছু রয়েছে।

আপাতত, আমি চাই আপনি বোঝেন যে ঈশ্বরের সমস্ত ক্ষমতা কেবল আপনাকে বীজ বপন করার পরে ফসল কাটতে সাহায্য করার জন্যই নয়, বরং এমনকি আপনি কখন এবং কোথায় বীজ বুনবেন তা জানতে সাহায্য করার জন্যও বটে। তাই, আপনার সামনে এক সীমাহীন আর্থিক ভবিষ্যৎ রয়েছে!!!!

তাই আবার বলছি, ঈশ্বর চান যে আপনি পৃথিবীতে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর সংস্থান রাখেন।

এখন, আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই অনুচ্ছেদের স্পষ্ট প্রকাশ, টাকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলব।

আর ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্বপ্রকার অনুগ্রহের উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সর্ববিষয়ে সর্বদা সর্বপ্রকার প্রাচুর্য থাকায় তোমরা সর্বপ্রকার সৎকর্মের নিমিত্ত উপচিয়া পড়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম বিষয়টি ঈশ্বর উল্লেখ করেছেন তা হলো সর্ববিষয়ে প্রাচুর্যতা। লক্ষ্য করুন এটি কেবল অর্থের বিষয়ে নয়। তিনি বলেছেন *সর্ববিষয়ে সর্বদা সর্বপ্রকার*!

আমি সবসময় এইভাবে বলি, "আপনি ঈশ্বরের বিষয়ের খেয়াল রাখুন, এবং তিনি আপনার খেয়াল রাখবেন।" সুতরাং, "সর্ববিষয়ে সর্বদা" এর মানে আমার কাছে হলো যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আপনি কখনোই অভাবে থাকবেন না। ঈশ্বর যখন বলেন আপনার চাহিদা পূরণ করা হবে, তিনি কোনমতে চালিয়ে নেয়ার কথা বলছেন না।

তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না। আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তকস্বরূপ করিবেন, পুচ্ছস্বরূপ করিবেন না; তুমি অবনত না হইয়া কেবল উন্নত হইবে; কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই যে সকল আজ্ঞা যত্নপূর্বক পালন করিতে আমি তোমাকে অদ্য আদেশ করিতেছি, এই সকলেতে কর্ণপাত করিতে হইবে।

— দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১২-১৩

ঈশ্বর যখন আপনার সমস্ত চাহিদা পূরণের কথা বলছেন, তখন তিনি ঋণমুক্তভাবে সম্পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতার পথে হাঁটার কথা বলছেন, আবেগের সাথে আপনার নিয়োজিত কাজে

হাঁটার কথা, এবং দেশের সেরা খাবার খাওয়ার কথা বলছেন। এর মানে আপনি নিখুঁত স্বাস্থ্য এবং নিখুঁত শান্তিতে থাকবেন।

দ্বিতীয়ত, আপনার চাহিদা পূরণ হওয়ার পরে, আপনি কেবল বেঁচে থাকবেন না, বরং সমৃদ্ধ হবেন,

এইরূপে তোমরা সর্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ববিষয়ে ধনবান হইবে।

এর শেষ লক্ষ্য হল উদার হওয়া, লোকেদের দান এবং সমর্থন করার এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের কার্যভার সমর্থন করার আর্থিক ক্ষমতা থাকা।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল তাঁর হৃদয়কে মানুষের কাছে প্রকাশ করা এবং মানুষের হৃদয়কে তাঁর দিকে নিয়ে যাওয়া।

যেমন আমি সবসময় বলি, "ঈশ্বর মানুষের কাজের মধ্যে আছেন।"

একটা ভুল ধারণা, যা আমি প্রায়ই শুনি, সে বিষয়ে কথা বলার জন্য আমি একটু সময় নেব।

আমি সেদিন একজন খুব ধনী ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলাম, এবং তিনি বললেন, "আমার আর অর্থের দরকার নেই; আমার প্রচুর আছে।"

এখন, আমি জানি তিনি কী বলতে চাইছিলেন- যে তিনি খুব ভাল অবস্থায় আছেন, এবং তার ব্যক্তিগতভাবে বেশি অর্থের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবতা হল তার আরও অর্থ প্রয়োজন, এবং প্রচুর পরিমাণে।

যদি আমরা শুধু টাকা আমাদের জন্য *ব্যক্তিগতভাবে কী করতে পারে* তা দেখি, তাহলে হয়তো কোন এক জায়গায় পৌঁছে আপনার আরও টাকার চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু আপনি যদি বুঝতে পারেন ঈশ্বরের হৃদয় মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য, এবং লক্ষ লক্ষ যে লোক এখনও রাজ্যের উন্নত জীবন আবিষ্কার করতে পারেনি—কিন্তু এখনও, এই মুহূর্তে নরক নামক একটি আসল জায়গায় চলেছে—তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ঈশ্বরের আরও বেশি টাকা প্রয়োজন!!!!

আমাকে আবার বলতে দিন, "**ঈশ্বরের আরও টাকা প্রয়োজন!**"

এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।

আর ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্বপ্রকার অনুগ্রহের উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সর্ববিষয়ে সর্বদা সর্বপ্রকার প্রাচুর্য থাকায় তোমরা সর্বপ্রকার সৎকর্মের নিমিত্ত উপচিয়া পড়।

আপনাকে সর্বপ্রকার সৎ কর্মে নিয়োজিত হতে হবে। প্রতিটি ভালো কাজই রাজার পক্ষ থেকে করা কাজ। প্রকৃতপক্ষে, ইফিষীয় ৪:৭, ১১-১২ পদ অনুসারে আপনার খুব নির্দিষ্ট কাজ করার আছে।

> *কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ অনুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে। আর তিনিই কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক জনকে সুসমাচার-প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন, পবিত্রগণকে পরিপক্ব করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্যা কার্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়।*
>
> — ইফিষীয় ৪:৭, ১১-১২

দেখুন, বেশিরভাগ লোক আর্থিকভাবে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্য রাখে, কারণ তারা ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্ত। তারা শান্তি খুঁজছে। এবং যেহেতু বেশিরভাগই তাদের চাকরি আসলে পছন্দ করে না, তাই তারা অর্থ থাকলে যে স্বাধীনতা আসে, তা খুঁজছে। তারা *যা করতে বাধ্য,* তার পরিবর্তে তারা *যা করতে চায়* তা করার স্বাধীনতা খুঁজছে। তারা তাদের আবেগ অনুসারে চলতে চায় এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে চায়।

এখানে একটি বিবৃতি রয়েছে যা ধর্মীয় লোকদের পাগল করে তোলে:

ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্বপ্রকার অনুগ্রহের উপচয় দিতে সমর্থ।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আপনাকে ধনী করা হবে!

এখন ধনী শব্দটি অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের সংস্কৃতিতে একে ভুল বোঝা হয়। আমরা সত্যিই বলতে পারি না যে যার কাছে এক বিলিয়ন ডলার আছে সে এক লাখ ডলারের মালিকের চেয়ে বেশি সুখী। না, "ধনী" হওয়া মানে বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন জিনিস। তবে অবশ্যই এটি বোঝায় যে আমাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করা হয়েছে, আমরা ঋণমুক্ত জীবনযাপন করছি এবং দেশের সেরা জিনিসটি উপভোগ করছি।

> *তোমরা যদি সম্মত ও আজ্ঞাবহ হও, তবে দেশের উত্তম উত্তম ফল ভোগ করিবে।*
>
> — *যিশাইয় ১:১৯*

তাই আবার বলছি, ঈশ্বর চান যে আপনি পৃথিবীতে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর ব্যবস্থা রাখুন।

কিন্তু ধনী হওয়া মানে শুধু টাকা নয়। এর মানে আমার নাতি-নাতনিদের সাথে খেলা করা, আমার স্ত্রীর হাত ধরা এবং জীবনের আরও অনেক আশ্চর্য বিষয়। ড্রেন্ডা

এবং আমার পাঁচটি অসাধারণ সন্তান আছে, সবাই ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং কোনো না কোনোভাবে পরিচর্যায় জড়িত। আমরা সবাই একে অপরের কাছাকাছি থাকি, এবং খুব স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, আমরা একে অপরের সাহচর্য ভালোবাসি। একেই আমি ধনী বলি!

দেখুন, ধার্মিক লোকেরা মনে করে যে প্রচুর অর্থ থাকা হলো লোভ। কিন্তু আপনি যদি ঈশ্বরের সাথে মানুষের ব্যবসা করেন, তবে আপনার কাছে কখনো অতিরিক্ত অর্থ থাকতে পারে না। সবসময় নতুন কাজ এবং নতুন এলাকার দায়িত্ব আসতে থাকে।

তাই আবার বলছি, ঈশ্বর চান যে আপনি পৃথিবীতে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর ব্যবস্থা রাখুন।

ঈশ্বর চান আপনি তাঁর জন্য উদার হোন, লোকেদের সাহায্য করুন এবং তাঁর কাজগুলিকে অর্থায়ন করুন। আপনি যদি সকল উপলক্ষে উদার হতে চান তবে আপনার অবশ্যই কিছু অর্থ থাকতে হবে।

আমি বলতে চাচ্ছি, এ সকল উপলক্ষ *প্রতিদিন* বা দিনে *একাধিকবার* ঘটতে পারে । খোলাখুলি বলছি, এ কাজের যোগ্য হতে চাইলে আপনাকে দিন এনে দিন খেলে হবে না; আপনার বিল পরিশোধের জন্য যা প্রয়োজন তার থেকে আপনার কাছে আরও অনেক বেশি টাকা থাকতে হবে! আমি মনে করি সবাই এ কথার সাথে একমত হবে।

তবে আমরা কাজের কথায় আসি, উদার হওয়া বা সাধারণভাবে দান করার কথা বলি:

দান করতে গেলে ভয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।

আমি বলছি না যে আপনাকে ভয় সহ্য করতে *হবে* । আমি বলছি আপনি যখন দান করবেন তখন ভয়ের সাথে মোকাবিলা করতে হবে। আর ভয় মোকাবেলা করার সেরা উপায় হলো সত্যতা!

তাহলে দান করতে ভয় কিসের? সহজ কথায়, ভয়টা হল যে আমাদের নিজেদের জন্য যথেষ্ট থাকবে না, তাই না?

আমার এই টাকা দরকার, আপনি ভাবতে পারেন, এবং অবশ্যই আপনার তা প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরেরও প্রয়োজন। এবং ঈশ্বর আপনাকে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি ছাড়া, যাকে বলা

চলে আপনার বিনিয়োগের উপর মুনাফা ছাড়াই আপনার অর্থ ব্যবহার করার জন্য চাইবেন না, তাই না? আমি মনে করি তিনি তাঁর বাক্যে এটি বেশ স্পষ্ট করেছেন:

দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে প্রচুর পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকাইয়া উপচিয়া পড়িবার মত করিয়া তোমাদের কোলে দিবে।

— লূক ৬:৩৮

ঈশ্বর আপনাকে কি করতে হবে তার নির্দেশ দেবার চেয়ে তাঁর রাজ্যকে সমর্থন করার সুবিধা ব্যাখ্যা করার জন্য বেশি সময় ব্যয় করেছেন। তিনি কেবল একটি শব্দ বলেন, "দেও", কিন্তু আপনার *উপকার* ব্যাখ্যা *করার জন্য ২৩টি শব্দ ব্যবহার করেন* । আমি এভাবে তৈরি যে কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করব!

জেনে রাখুন যে আপনার ভালো করার মাঝে ঈশ্বরের একটি স্বার্থ নিহিত রয়েছে। ভেবে দেখুন: ঈশ্বর তার কার্যসূচি অর্থায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল কোথায় পাবেন?

সেই অর্থ অবশ্যই আপনার, আমার এবং অন্যান্য সহবিশ্বাসীদের কাছ থেকে আসতে হবে। শয়তানের লোকেরা ঈশ্বরের কার্যভারের জন্য অর্থায়ন করবে না।

দুঃখের বিষয় হল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্বাসীরা বলবেন তাদের দানের বিনিময়ের জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা ভুল। তারা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরকে দান করা এবং কিছু ফেরত আশা করা লোভের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি, এবং তা ঈশ্বরের উপাসনার বিশুদ্ধ কাজকে অবমাননা করবে।

আপনি কি মনে করেন, যে একজন কৃষক যদি বিশ্বাস করে যে তার দান তার এবং তার পরিবারের জন্য লাভজনক হবে, এটি তার ভুল? সে তো কেবল ঈশ্বরের দেওয়া আইন ব্যবহার করছেন।

আমাদের উন্নতি দেখে ঈশ্বর খুশি হন। তিনি আমাদের উপকারের জন্য বপন ও ফসল কাটার নিয়ম দিয়েছেন। শয়তান সময়ের শুরু থেকেই গির্জার কাছে দান এবং অর্থের বিষয়ে মিথ্যা বলেছে। কিছু সম্প্রদায় তাদের দারিদ্র্যের ব্রত নিয়ে গর্ব করে, তারা বুঝতে পারে না যে তারা সরাসরি শয়তানের মিথ্যার ফাঁদে পড়ছে। প্রভু যীশুকে তাঁর পরিচর্যায় বহুবার সেই মনোভাবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই সমস্যাটির বিষয়ে তার সবচেয়ে বিখ্যাত দৃষ্টান্তগুলির একটি বলেছেন, দয়ালু শমরীয়ের দৃষ্টান্ত।

আর দেখ, একজন ব্যবস্থাবেত্তা উঠিয়া তাঁহার পরীক্ষা করিয়া কহিল, হে গুরু, কি করিলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব? তিনি তাহাকে কহিলেন, ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? কিরূপ পাঠ করিতেছ? সে উত্তর করিয়া কহিল,

''তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ,
তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়া
তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে,
এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।''

তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ উত্তর করিলে; তাহাই কর, তাহাতে জীবন পাইবে। কিন্তু সে আপনাকে নির্দোষ দেখাইবার ইচ্ছায় যীশুকে বলিল, ভাল, আমার প্রতিবাসী কে? এই কথা লইয়া যীশু বলিলেন, এক ব্যক্তি যিরূশালেম হইতে যিরীহোতে নামিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দস্যুদলের হস্তে পড়িল; তাহারা তাহার বস্ত্র খুলিয়া লইল, এবং তাহাকে আঘাত করিয়া আধমরা অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে একজন পালক সেই পথ দিয়া নামিয়া যাইতেছিল; সে তাহাকে দেখিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। পরে সেইরূপে একজন লেবীয়ও সেই স্থানে আসিয়া দেখিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একজন শমরীয় সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহার নিকটে আসিল; আর তাহাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল, এবং নিকটে আসিয়া তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষত সকল বন্ধন করিল; পরে আপন পশুর উপরে তাহাকে বসাইয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া তাহার প্রতি যত্ন করিল। পরদিবসে দুইটি সিকি বাহির করিয়া পান্থশালার কর্তাকে দিয়া বলিল, এই ব্যক্তির প্রতি যত্ন করিও, অধিক যাহা কিছু ব্যয় হয়, আমি যখন ফিরিয়া আইসি, তখন পরিশোধ করিব। তোমার কেমন বোধ হয়, এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ দস্যুদের হস্তে পতিত ব্যক্তির প্রতিবাসী হইয়া উঠিল? সে কহিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া করিল, সেই। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও, তুমিও সেইরূপ কর।

— লূক ১০:২৫-৩৭

আমি মনে করি আমরা সবাই এই গল্পটি শুনেছি, যার শিক্ষা হল: ঈশ্বর যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন এবং এই লোকটিকে দেখতেন তবে কী করতেন? আমরা জানি সদাপ্রভু এই আহত লোকটিকে রাস্তার পাশে মরতে রেখে যাবেন না।

বেশিরভাগ রবিবাসরীয় স্কুলের ক্লাস এখান থেকে যে শিক্ষা দেয় তা হল একজন ভাল প্রতিবেশী হওয়া। মানুষের যত্ন নেয়া। মানুষের যত্ন নেয়া ঈশ্বরের হৃদয়, এবং আমি বলতে

পারি যে আমি এই মূল্যায়নের সাথে শতভাগ একমত। কিন্তু এখানে আরও অনেক কিছু রয়েছে যা প্রায়শই বাদ পড়ে যায়।

আইনের এই শিক্ষকের প্রতি যীশুর তিরস্কারকে সত্যিকার অর্থে বোঝার জন্য, আপনাকে তখনকার সামাজিক আবহাওয়া বুঝতে হবে। তখন যিহুদিরা শমরীয়দের ঘৃণা করত এবং তাদের অপবিত্র ও অনাধ্যাত্মিক বলে মনে করত। এইভাবে, যিহুদিরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শমরীয়দের তুলনায় অনেক বেশি পবিত্র এবং ধার্মিক বলে মনে করত, এবং তাদের সাথে মেলামেশাও করতে চাইত না। সুতরাং যীশুর গল্পটি মূলত আইনের এই শিক্ষকের মুখে একটি চপেটাঘাত, তার অতিধার্মিক ভাবের জন্য একটি তিরস্কার। আমি মনে করি আমরা সবাই সেই উপলব্ধি পেয়েছি।

কিন্তু যে অংশটা আমি কখনো শুনিনি, মানে আমি যা কখনো শুনিনি কোনো রবিবারের স্কুলের ক্লাসে পড়ানো হয়েছে, সেটা হল গল্পের যে অংশে দুটি রূপার মুদ্রা জড়িত সেটি। কেন প্রভু যীশু দুটি রৌপ্য মুদ্রা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, যদি ইতিমধ্যেই শমরীয়দের প্রতি এই শিক্ষকের ভুল মনোভাব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পরিপূর্ণ হয়ে থাকে? দেখা যাক।

> *পরে আপন পশুর উপরে তাহাকে বসাইয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া তাহার প্রতি যত্ন করিল। পরদিবসে দুইটি সিকি বাহির করিয়া পান্থশালার কর্তাকে দিয়া বলিল, এই ব্যক্তির প্রতি যত্ন করিও, অধিক যাহা কিছু ব্যয় হয়, আমি যখন ফিরিয়া আইসি, তখন পরিশোধ করিব। তোমার কেমন বোধ হয়, এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ দস্যুদের হস্তে পতিত ব্যক্তির প্রতিবাসী হইয়া উঠিল? সে কহিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া করিল, সেই। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও, তুমিও সেইরূপ কর।*
>
> — লূক ১০:৩৪-৩৫

প্রভু যীশু যে গল্পটি শিক্ষা দিচ্ছেন, সেখানে আমরা এটাও দেখতে পারি যে এটি যীশু আমাদের জন্য যা করতে চলেছেন তার একটি উপমা। আমরা মানবজাতিকে চোর শয়তান দ্বারা আহত ও ক্ষতবিক্ষত দেখতে পাই। আমরা বুঝি যে তেল ও দ্রাক্ষারস ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে পবিত্র আত্মা এবং রক্তের চুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যা যীশু তাঁর কাছে আসা সকলকে দেবেন। এবং আমরা গল্পে দেখতে পাই যে, তেল ও দ্রাক্ষারস প্রয়োগ করার পরে, শমরীয় আরও এক ধাপ এগিয়ে এই আহত ব্যক্তিকে সুস্থ করার জন্য একটি পান্থশালায় নিয়ে যায়। শমরীয় জানে যে লোকটির নিরাময়ের জন্য সময়ের প্রয়োজন, এবং সে তাকে সুস্থ হবার জন্য একটি নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যায়, সম্পূর্ণ নিজের খরচে।

আমি বিশ্বাস করি সরাইখানাটি স্থানীয় গির্জার প্রতিনিধিত্ব করে। এখানেই যীশু সেই লোকেদের নিয়ে আসেন, যাদের জীবনের পথে আহত ও মৃতপ্রায় পাওয়া গেছে। তারা আবার জন্মগ্রহণ করেছে, রক্তের চুক্তির দ্বারা পাপ থেকে শুচি হয়েছে এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা জীবিত হয়েছে, তবুও তারা এখনও পৃথিবীর অভিশাপ ব্যবস্থার দাগ এবং বেদনা বহন করছে। তাদের নিরাময় হতে এবং জীবনযাপনের সম্পূর্ণ নতুন উপায় শিখতে সময় প্রয়োজন। প্রভু যীশু তাদের একটি স্থানীয় গির্জায় এবং তাদের অগ্রগতির তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানীয় পালকের অধীনে তাদের রাখেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আমরা মন্ডলীতে সেই একই মনোভাব দেখতে পাই, যা সেই ব্যবস্থাবেত্তার ছিল। লোকেরা পান্থশালায় সাহায্য করার জন্য জড়িত হতে চায় না। যারা আহত লোকটিকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে তাদের মতোই, তারা লোকটির সমস্যাটিকে অন্য কারও সমস্যা হিসাবে দেখে। কেন তারা এতে জড়িত হবে? এতে তাদের সময় ও অর্থ ব্যয় ছাড়া আর কী আছে?

এই মনোভাবের কারণে, পালকরা তাদের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে কোন নার্সারিতে সাহায্য করার জন্য বা একটি ছোট দলকে নেতৃত্ব দেবার জন্য লোকেদের কাছে অনুনয় করে। কিন্তু দেখা যায় মানুষ তাদের নিজস্ব কাজ করতে ব্যস্ত, এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া তাদের জন্য কঠিন বলে মনে হয়। ধর্ম নিজে কোন প্রণোদনা দেয় না, শুধুমাত্র কর্তব্য এবং আইন দেয়। ধর্ম মানুষকে এই বলে সাহায্য করার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করে, "এই কাজটা বা ওই কাজটার জন্য আপনি ঈশ্বরের কাছে ঋণী। সর্বোপরি, দেখুন ঈশ্বর আপনার জন্য কি করেছেন।" এবং আমি একমত, আমাদের সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি ইচ্ছুক এবং কৃতজ্ঞ হৃদয় থাকা উচিত এবং অন্যদের সাহায্য করার ইচ্ছা থাকা উচিত, কিন্তু ঈশ্বর "তুমি আমার কাছে ঋণী" এই পদ্ধতির সাথে কাজ করেন না। তিনি বলেন, "আমি খরচের জন্য তোমার কাছে দুটি রৌপ্যমুদ্রা রেখে যাচ্ছি, এবং *অধিক যা কিছু ব্যয় হয়, আমি যখন ফিরে আসি, তখন পরিশোধ করব*।"

আবারও, ধর্মীয় মানসিকতায় এই বক্তব্যটির অর্থ হিসাবে গ্রহণ করবে যে, যখন আমরা স্বর্গে আরোহণ করব, প্রভু যীশু আমাদের এখানে তাঁর রাজ্যের জন্য পৃথিবীতে যে কাজ করেছি তার জন্য আমাদের পুরস্কৃত করবেন। না, যীশু যখন গল্পটি বলছিলেন, তখন তিনি উল্লেখ করছিলেন যখন ব্যবসায়ীটি শহরে ফিরে যাওয়ার সময় পাশ দিয়ে যাবে তখনকার কথা। প্রভু যীশু সেই পান্থশালার মালিকের জন্য তৎক্ষণাৎ আর্থিক সাহায্যের কথা বলছিলেন। কিন্তু লোকে এখন বলবে, "দারুণ, ঈশ্বর এই ব্যক্তির যত্ন নেবেন এবং পান্থশালার খরচ বহন করবেন, কিন্তু আমার বাড়িতেও তো আসল খরচ আছে। আমি এখানে জড়িত হওয়ার জন্য

সময় বা অর্থব্যয়ের ভার বহন করতে পারব না।" জড়িত হওয়ার জন্য আপনার যেসব খরচ হতে পারে, কেবল তার প্রতিদানের মানসিকতা অনেক লোককে অনুপ্রাণিত করে না। এতে অবশ্যই সাহায্য হয়, তবে যারা জড়িত তাদের জন্য এটি ঈশ্বরের ভালবাসার পুরো গল্পটি প্রকাশ করে না।

হ্যাঁ, আমি জানি আপনি কি বলবেন: "আমাদের সকলের উচিত ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার জন্য পান্থশালায় সাহায্য করা।" হ্যাঁ, আপনি আপনার পালকের প্রতি আপনার আনুগত্য এবং ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভালবাসা এবং কর্তব্য থেকে তা করতে পারেন, এবং কখনও কখনও তা প্রয়োজন হয়... কিন্তু ঈশ্বর চান আপনি তাঁর সাথে "পান্থশালায় কাজ" করার জন্য *উত্তেজিত* হন।

আর এটাই হলো আসল কথা - আমরা ঈশ্বরের জন্য কাজ করছি না, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে কাজ করছি। ঈশ্বর নিজে পলের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কথা বলেছেন:

> *কে কখন আপনি ধন ব্যয় করিয়া যুদ্ধে যায়? কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করে, আর তাহার ফল না খায়? অথবা কে পাল চরায়, আর পালের দুগ্ধ না খায়? আমি কি মানুষের মত এই সকল কথা কহিতেছি? অথবা ব্যবস্থায়ও কি ইহা বলে না? কারণ মোশির ব্যবস্থায় লেখা আছে, ''শস্যমর্দনকারী বলদের মুখে জালতি বাঁধিও না।'' ঈশ্বর কি বলদেরই বিষয় চিন্তা করেন? কিম্বা সর্বদা আমাদের নিমিত্ত ইহা কহেন? বস্তুতঃ আমাদেরই নিমিত্ত ইহা লিখিত হইয়াছে, কারণ যে চাষ করে, প্রত্যাশাতেই চাষ করা তাহার উচিত; এবং যে শস্য মাড়ে, ভাগ পাইবার প্রত্যাশাতেই শস্য মাড়া তাহার উচিত।*
>
> — ১ করিন্থীয় ৯:৭-১০

ঈশ্বর চান না যে আপনি কেবল ভয় বা সাধারণ কর্তব্য থেকে তাঁর সেবা করুন।

লক্ষ্য করুন তিনি কী বলেছেন, "*কারণ যে চাষ করে, প্রত্যাশাতেই চাষ করা তাহার উচিত; এবং যে শস্য মাড়ে, ভাগ পাইবার প্রত্যাশাতেই শস্য মাড়া তাহার উচিত।*" ঈশ্বর শুধু সেই ফসলেরই যত্ন করেন না যা তিনি আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তার ফলস্বরূপ জন্মে। তিনি তাদের জন্যও যত্ন নেন যারা তাঁর পাশে সেখানে কাজ করছেন এবং তিনি চান যে তাঁর মত তারাও ফসল কাটার আনন্দে অংশ নেয়।

প্রভু যীশু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণে গল্পের জন্য একজন পান্থশালার কর্তাকে বেছে নিয়েছিলেন। আমরা বুঝতে পারি যে পান্থশালার কর্তা একটি ব্যবসা পরিচালনা করছে। তার নিজস্ব খরচ এবং কর্মীদের ব্যায়ের জন্য তার দৈনিক হারে মূল্য নির্ধারিত আছে। কিন্তু

পান্থশালা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব খরচের উপরে সে লাভ যোগ করে। এটাই ঠিক, *লাভ।*

যতবারই পান্থশালার কর্তা তার অতিথির থেকে রাত্রিযাপনের জন্য মূল্য নেয়, ততবারই সে লাভ করে। এই কারণে, পান্থশালার রক্ষকের মনে তার দরজায় আনা আহত ব্যক্তির প্রতি একটি খুব ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ভ্রমণকারী তার খরচ বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে তার যত্ন নেওয়ার জন্য তার একটি পয়সাও খরচ হয় না। কিন্তু পান্থশালার কর্তা এমন একটি সত্য জানে যা তাকে কোনো ক্ষোভ ছাড়াই এই ব্যক্তিকে সাহায্য করতে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সে এমন একটি সুযোগ পেয়ে খুশিতে প্রায় আটখানা।

আপনি দেখুন, পান্থশালার কর্তা বুঝতে পারে যে যত রাত লোকটি সেখানে থাকবে, তত সে নিজে লাভ করবে, এবং ভ্রমণকারী ব্যবসায়ীর দেওয়া মুক্ত প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে আনন্দিত। আমি ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী তার যাত্রায় চলে যাবার সময় তার সাথে পান্থশালার মালিকের কথোপকথন কল্পনা করতে পারছি: "আরে, আপনি যদি রাস্তার পাশে অন্য কাউকে দেখেন যার সাহায্যের প্রয়োজন, তাদের এখানে আনতে ভুলবেন না। আপনি আমার কাছে যাদের আনতে পারেন তাদেরই আমি নেব, এবং যদি আমার ঘরে জায়গা ফুরিয়ে যায়, তবে আমি আরও ঘর বাড়াব!"

তারা দুঃখের সাথে ঈশ্বরের হৃদয় বোঝে না, যে তিনি মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য যা কিছু খরচ হয় তা দিতে ইচ্ছুক, এবং তিনি সবসময় আমাদের বিনিয়োগের চেয়ে বেশি ফিরিয়ে দেন, সবসময়।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রভু যীশু কী করবেন, তার পরিচিত গল্পের চেয়ে এই গল্পে আরও অনেক কিছু রয়েছে। ব্যবস্থাবেত্তার ঈশ্বর এবং শমরীয়দের প্রতি যে ধর্মীয় মানসিকতা ছিল, প্রভু যীশু তা সংশোধন করার চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া তিনি তাকী দেখাচ্ছিলেন যে সে একটি অসাধারণ সুযোগ হাতছাড়া করছে যা শমরীয় লোকটি দখল করেছিল— লাভ !

আমি সর্বদা দুঃখিত হই যখন আমি লোকেদের বলতে শুনি যে ঈশ্বর ভাল লোকেদের সাথে খারাপ কাজ করেন, বা আমি দেখি যে লোকেরা উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের পরিবর্তে ধর্মীয় কর্তব্য থেকে ঈশ্বরের সেবা করছে। শয়তান ঈশ্বরের লোকেদের কাছ থেকে ঈশ্বরের মঙ্গলকে

আড়াল করার চেষ্টা করেছে, যাতে তারা স্বেচ্ছায় তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর সেবা করতে না পারে।

বেশীরভাগ লোকের কাছে, চার্চ হল ক্যালেন্ডারে স্রেফ অন্য একটি অনুষ্ঠান, তারা বোঝে না যে তারাই হল মন্ডলী, সেই পান্থশালা যেখানে ঈশ্বর লোকদেরকে সুস্থ হতে পাঠান। তারা দুঃখের সাথে ঈশ্বরের হৃদয় বোঝে না, যে তিনি মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য যা কিছু খরচ হয় তা দিতে ইচ্ছুক, এবং তিনি সবসময় আমাদের বিনিয়োগের চেয়ে বেশি ফিরিয়ে দেন, সবসময়।

আমি মনে করতে পারি, বহু বছর আগে ড্রেন্ডার ভাইয়ের সাথে বসে এই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম - যে ঈশ্বর ভাল এবং পুরস্কারদাতা, এবং তিনি আমাদের এমন রাজ্য দিয়েছেন যা আমাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে। রাজ্যের এই উপলব্ধি জনি ও তার স্ত্রী ক্যান্ডির কাছে নতুন ছিল, কারণ তারা একটি ঐতিহ্যবাহী চার্চ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, যেখানে সামান্যই সত্য শেখানো হয়েছিল।

জনি ও ক্যান্ডি সেই সময়ে জর্জিয়ার স্কুল সিস্টেমে শিক্ষক ছিল, এবং শিক্ষাদানের সময়, জনি আমার আর্থিক সংস্থা, ফরোয়ার্ড ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের সাথে খণ্ডকালীন কাজ করেছিল। মনে হয়েছিল জনির ব্যবসায়ে প্রতিভা আছে। কোম্পানীর সাথে তার প্রথম বছরে, সে শিক্ষকতার এক বছরের তুলনায় খণ্ডকালীন কাজে অনেক বেশি আয় করেছিল, তাই সে শিক্ষকতা ছেড়ে দেবার এবং আর্থিক ব্যবসায় পুরো সময় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

প্রথমদিকে, জনি খুব ভাল করছিল। কিন্তু সেই বছরের পরে, আমি দেখেছিলাম যে তার কার্যকলাপ ধীর হতে শুরু করেছে এবং আমি জানতাম যে সে এই গতিতে বেশি দিন চলতে পারবে না।

ড্রেন্ডা ও আমি ক্রিসমাস মৌসুমে জর্জিয়া ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলাম, এবং আমার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল জনির সাথে কিছু সময় কাটানো, এবং পূর্ণ সময় ব্যবসায় থাকার জন্য তার যত কাজ দরকার ততটা কেন আসছে না, তার কিছু কারণ আমি চিহ্নিত করতে পারি কিনা তা দেখা। আমি জনিকে কল করার আগেই, সে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করল ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করতে আমি আসতে পারি কিনা। অবশ্যই, আমি এর মধ্যেই তা করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে জনি ও ক্যান্ডি ভয় পেয়েছিল। এর মাঝেই তাদের চলতি মাসের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিল বকেয়া ছিল, এবং পরের মাসের যে ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে তার জন্য টাকাও তাদের কাছে ছিল না। আমি যখন জনির সাথে বসলাম, তার প্রথম কথাটি ছিল, "এতে কাজ হচ্ছে না।" আমি জানতাম যে ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ে জনি ও ক্যান্ডির

অনুধাবন একেবারেই নতুন ছিল, এবং আমার মনে হল যে কীভাবে আধ্যাত্মিকভাবে এটি পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। কারণ আমি জানতাম রাজ্য সবসময় কাজ করে! তাই আমি তাদের সাথে প্রায় দুই ঘন্টা কাটালাম রাজ্যের আইন এবং কীভাবে তাদের বিশ্বাসকে মুক্তি দেওয়া যায় তা নিয়ে। আমি যখন কথা বলছিলাম, আমি অনুভব করতে পারছিলাম তাদের ভয় ম্লান হয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বাস জেগে উঠতে শুরু করেছে। আমি জানতাম জনি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত ছিল।

"জনি", আমি বললাম, "তোমাকে ঈশ্বরের সাথে একটি বীজ রোপণ করতে হবে এবং তোমার প্রয়োজনীয় টাকার জন্য তাকে বিশ্বাস করতে হবে।"

জনি ও ক্যান্ডি সম্মত হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে কোন টাকা ছিল না। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে আমি আমার সাথে হোম অফিস থেকে জনির জন্য ১৬০০০ টাকার বেতন চেক নিয়ে এসেছিলাম। আমি জানতাম যে তারা এই অর্থ ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু আমি এর বদলে একে বীজ হিসাবে বপন করতে উতসাহিত করলাম, কারণ আমরা দুজনেই জানতাম যে মাত্র ১৬০০০ টাকা দিয়ে তাদের বর্তমান বকেয়া ৫ লক্ষ টাকার বিল, বা আগামী ৫ লক্ষ টাকার বিল, কোনটাই শোধ হবে না। তারা একমত হল।

যখন আমরা একসাথে প্রার্থনা করতে এবং আমাদের বিশ্বাসকে মুক্তি দিতে যাচ্ছিলাম, আমি জনিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এই অর্থ বপন করে কী পাবে বলে বিশ্বাস করছ?" শব্দগুলি আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, পবিত্র আত্মা আমাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন যে তাকে উত্তর দিতে না দিতে, এবং আমি জানি কেন। জনি বলত যে সে ৫ লক্ষ টাকা পাবে বলে বিশ্বাস করে, কারণ স্পষ্টতই, চাপটা সেখানেই ছিল। তার পরিবর্তে, পবিত্র আত্মা আমাকে বলেছিলেন, "তাকে জিজ্ঞাসা করো ৩০ দিনের মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা যথেষ্ট হবে কিনা।"

তাই, আমি ঠিক তাই করলাম। আমি তাকে উত্তর দেওয়া থেকে বিরত রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ৩০ দিনের মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা যথেষ্ট হবে কিনা। আমি দেখলাম প্রভু আমাকে যে পরিমাণ জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন তা শুনে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। আমি জানতাম যে জনি তার পুরো জীবনেও ৩০ দিনে ১২ লক্ষ টাকা উপার্জন করেনি। সে এক মিনিট ধরে সেখানে বসে রইল, এবং তারপর বলল, হ্যাঁ, সে আমার সাথে এতে বিশ্বাস করতে পারে। আমি ক্যান্ডিকে একই প্রশ্ন করলাম, এবং সেও হ্যাঁ বলল। আমরা হাত একত্র করলাম, তাদের সেই চেকের উপর রাখলাম, এবং আমাদের বিশ্বাসকে ৩০ দিনের মধ্যে ১২ লক্ষ টাকার জন্য মুক্তি দিলাম।

তিন সপ্তাহ পর, আমি জনির কাছ থেকে একটি ফোন পেলাম। সে ভীষণ উত্তেজিত ছিল। গত তিন সপ্তাহে সে এতটা ব্যবসা করেছে, যার ফলে সে ১২ লক্ষ টাকা নয়, বরং ১৭ লক্ষ টাকা আয় করেছে। সে বলল সে এখন সত্যিকার অর্থে একজন বিশ্বাসী।

দুর্ভাগ্যবশত, দুই মাস পরে, জনি এক বৃষ্টির রাতে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট শেষে বাড়ি যাওয়ার পথে তার গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। গাড়িটা ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু জনি দুর্ঘটনার পরেও বেঁচে যায়, যা স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ ছিল। তবে দুর্ঘটনার কারণে জনি সুস্থ হয়ে ওঠার সময় কাজ করতে পারছিল না। সেই সময়ের মধ্যে, তার বাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং বিক্রির জন্য নিলামে উঠবে বলে নির্ধারিত হয়। বাড়িটা নিলাম থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য তার ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এই সময়ে জনি ও ক্যান্ডি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে রাজ্যের যে শিক্ষা তাদের জীবনকে বদলে দিচ্ছে, তার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য তারা ওহাইওতে চলে যাবে। সুতরাং, তারা বাড়িটি বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত করে, যদিও তারা জানত যে নিলাম হওয়ার আগে তাদের কাছে মাত্র এক মাস বাকি ছিল।

নিলামের তারিখ ঘনিয়ে আসছিল, বিক্রির মাত্র কয়েকদিন আগে পর্যন্ত কোনো প্রকৃত ক্রেতা আসেনি, এমন সময় একজন লোক এসে বাড়ি কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তার একটা অনুরোধ ছিল। সে জানতে চেয়েছিল যে সে জনিকে এখন যদি ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে যায়, জনি কি ৩০ দিনের জন্য বাড়িটি ধরে রাখতে পারবে, যতদিনে লোকটি অন্য একটা ব্যবসা শেষ করে, যেই ব্যবসা থেকে এই বাড়িটি কেনার জন্য তহবিল আসবে।

জনি হতভম্ব হয়ে গেল। সে জানত সে যদি নিলাম থেকে বাড়িটি সরাতে চায়, তবে নগদ টাকা পেতে হবে, কারণ নিলামের মাত্র কয়েক দিন বাকি ছিল। এই ক্রেতা জনিকে তৎক্ষণাৎ একটি ১০ লক্ষ টাকার চেক লিখে দিতে চেয়েছিলেন, এবং পরে লেনদেন সমাপ্ত করতে চেয়েছিলেন। এটি জনির প্রয়োজন অনুযায়ী একেবারে সঠিক পরিমাণে ছিল। জনি জানত যে এটি ঈশ্বরের কাজ। সে ১০ লক্ষ টাকার চেকটি নিয়ে বাড়িটিকে নিলাম থেকে ছাড়িয়ে আনে। ওহ, এবং এই ১০ লক্ষ টাকা ছিল বাড়ির আসল দামের *উপরি* পাওনা।

তাই জনি ও ক্যান্ডি ওহাইওতে চলে যায় এবং একটি ভাড়া বাড়িতে ওঠে। তারা ফেইথ লাইফ চার্চের সাথে জড়িত হয়, এবং জনি নতুন করে প্রাণশক্তি নিয়ে আর্থিক ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু এবার তাদের নতুন সমস্যা দেখা দেয়। তাদের শুধুমাত্র একটি গাড়ি ছিল, এবং সারা সপ্তাহে ক্লায়েন্টদের সাথে দেখা করে তার বহু অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে জনির এটির প্রয়োজন হত। বেশ, তারা জানত কি করতে হবে। তারা একটি নতুন গাড়ির জন্য একটি

বীজ বপন করেছিল এবং প্রার্থনা করার সময় বিশ্বাস করেছিল যে তারা এটি পেয়ে গেছে, মার্ক ১১:২৪ পদ অনুসারে।

তারপর একটি আজব ঘটনা ঘটল। জনির ছোটবেলার এক বন্ধু ফোন করল...

"জনি, তুমি আমাকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে সাইকেলটি দিয়েছিলে তার দাম আমি কি তোমাকে দিয়েছি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"না" জনি বলল।

তখন তার বন্ধু বলল, "আচ্ছা, আমি এখন তোমাকে সেই দাম দেব। আমি তোমাকে একটি বিএমডাব্লিউ কিনে দিতে যাচ্ছি।"

ছোটবেলায়, এই দুটি ছেলে সবসময় গাড়ি নিয়ে কথা বলত, এবং তাই সে জানত যে জনি সবসময় একটি বিএমডাব্লিউ চেয়েছিল। বন্ধুটি তার কথা রেখেছিল এবং জনিকে একটি বিএমডব্লিউ কেনার জন্য টাকা দিয়েছিল। কিন্তু জনি টাকা পাওয়ার পর বুঝতে পেরেছিল যে তার পরিবার এখন বেড়ে উঠছে, তাই এখন তার প্রয়োজন আসলে বিএমডাব্লিউ গাড়ি নয়। সে আর ক্যান্ডি মিলে ক্যান্ডির জন্য একটি ফ্যামিলি এসইউভি এবং জনির ব্যবসায়িক ড্রাইভিংয়ের জন্য একটি ছোট গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ ক্যান্ডির যে ছোট গাড়িটি তারা চালাচ্ছিল সেটা অনেক পুরানো, এবং সমস্যা ছিল। তাই হল।

আমি মনে করতে পারি যে সে রাতে জনি আমাকে ফোন করেছিল। সে তার ড্রাইভওয়েতে তার অন্য নতুন গাড়ির পাশে তার নতুন এসইউভিতে চোখে জল নিয়ে বসে ছিল, এবং আমাকে বলেছিল যে তার জীবনে প্রথমবারের মতো দুটি গাড়ির জন্য টাকা দিতে পেরে সে কতটা হতভম্ব হয়েছে।

জনি তখন একজন নতুন মানুষ। তখন সে জানে যে ঈশ্বর সব করতে পারেন।

একদিন সে আমার অফিসে এসে বলল যে সে বাড়ি ভাড়া দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই সে ও ক্যান্ডি জমি সহ একটি খামার চায়, এবং তারা তেমন কিছু খুঁজছে। ঠিক আছে, আমি জানতাম যে দুর্ঘটনার কারণে জনির ক্রেডিট ভাল ছিল না, তাই তাকে আরও কিছুদিন ভাড়া বাড়িতে থেকে তার ক্রেডিট স্কোর বাড়াতে সময় দেবার জন্য তার নগদ জমা তৈরি করতে উতসাহিত করেলাম। কিন্তু আমার কথায় জনি খুব একটা পাত্তা দেয়নি বলে মনে হল।

সে তখন আমাকে বলেছিল যে সে আমার বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি খামার বিক্রির জন্য আছে দেখেছে, এবং সে এটি কেনার জন্য খোঁজ নিতে যাচ্ছে। অবশ্যই, যেহেতু আমি সেই সময়ে একটি বন্ধকী কোম্পানির মালিক ছিলাম, আমি জানতাম যে জনি সেই খামার কেনার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে এমন কোন উপায় নেই। আমি এটাও জানতাম যে এই ধরনের কেনাকাটার জন্য তার কাছে ডাউন পেমেন্ট নেই।

এক সপ্তাহ পরে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, যখন সে হাসিমুখে আমার অফিসে এসে বললো খামারটি তার। যখন সে আমাকে এই কথা বলল, আমি জানতাম যে এই গল্পটা আমাকে শুনতেই হবে। অবশ্যই, সে ও ক্যান্ডি ঈশ্বরের কাজের মধ্যে একটি আর্থিক বীজ বপন করেছিল, এমন বিশ্বাস নিয়ে যেন তারা প্রার্থনা করার সময়ই ফলটি পেয়ে গেছে, যেভাবে তাদের করতে শেখানো হয়েছিল। তারপর জনি আমাকে ব্যাখ্যা করল কি ঘটেছে।

সে খামারটি কেনার বিষয়ে তার ব্যাংকের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, এবং ম্যানেজার তার ক্রেডিট রিপোর্ট বের করে তার সাথে বসলেন এবং তাকে বললেন, "জনি, আপনি আপনার ক্রেডিট সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলেন। কিছু কেনার যোগ্যতা আপনার নেই।"

কিন্তু তারপর ম্যানেজার অদ্ভুত কিছু বললেন। তিনি ক্রেডিট ফাইলটি পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, "কিন্তু আমার আপনাকে পছন্দ হয়েছে। দাঁড়ান, দেখছি আমি কি করতে পারি।"

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্যাঙ্ক তার খামার ক্রয়ের ১০০% অর্থায়ন করে, তার বর্তমান লিজ শেষ হওয়ার পরে নতুন বাড়িতে ওঠার জন্য চার মাস সময় দেয়, প্রোপেন ট্যাঙ্কটি ভরে দেয়, বকেয়া সম্পত্তি কর পরিশোধ করে, এবং ক্রয় চূড়ান্ত করার সময় সামনের বারান্দার কংক্রিটের ফাটল ঠিক করতে জনিকে ৫ লক্ষ টাকার চেক দেয়।

আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম, এবং জনি রাজ্যের বিষয়ে কথা বলে চলল। "কি দারুণ!" আমি এটুকুই বলতে পারলাম।

এক মাস পরে, জনি আমাকে বলল যে সে একটি ফোর্ড ট্রাক্টরের জন্য বীজ বপন করেছে। সে আমাকে বলল যে তার নতুন খামারে তার একটি ট্রাক্টর দরকার, এবং সে একটি নীল ডিজেল ফোর্ড ট্রাক্টরের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বীজ বপন করেছে। আবার, যেহেতু সে আমার জন্য কাজ করেছে, এবং ট্রাক্টরের দাম জানি বলে, আমি জানতাম যে তার কাছে এখনও সেই ধরনের টাকা নেই।

কিন্তু নিশ্চিতভাবেই, কয়েক সপ্তাহ পরে আমি রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম জনি একটি নীল ফোর্ড ডিজেল ট্রাক্টর চালিয়ে তার তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় এবং কিভাবে সে ট্র্যাক্টরটি পেল, সে বলল যে একজন মহিলা হঠাৎ তার কাছে এসেছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সে এমন কাউকে চেনে কিনা যার একটি ট্রাক্টর প্রয়োজন হতে পারে। এই মহিলা তার বাবা-মায়ের খামার ত্যাগ করছিল, এবং সেখানে এই ট্র্যাক্টরটি তারা কাউকে দিয়ে দিতে চাচ্ছিল। জনি তাকে বলেছিল যে সে আগ্রহী।

মহিলা তাকে বলেছিলেন যে টাকা পরিশোধ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, সে যখন পারে তখন অর্থ দাম মেটালেই হবে; তার কোন তাড়া নেই। তাই জনি ট্রাক্টরটা নিয়েছে।

তার সাফল্য অব্যাহত ছিল। পরের মাসে, সে মাত্র এক মাসে ৭২ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। আপনি যদি জনিকে জিজ্ঞাসা করেন যে এটি কীভাবে ঘটেছে, তবে সে বলবে যে এটি ঈশ্বরের প্রতি উদার হওয়া এবং রাজ্যের আইন বোঝার মাধ্যমে ঘটেছে।

কি চমৎকার গল্প! আমার এখনও এখনও জনি ও ক্যান্ডির সাথে তাদের জর্জিয়ার বাড়িতে বসে তাদের সাথে রাজ্য ভাগ করে নেওয়ার কথা মনে করতে পারি। তারা তাদের ৫ লক্ষ টাকার বকেয়া বিল, আগামী ক্রিসমাস, এবং পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকার বিলের জন্য কোন টাকা না থাকার চিন্তায় অস্থির হয়ে ছিল। আমার ধারণা সেই রাতে আমি তাদের যা বলেছিলাম তা শুনতে আপনি আগ্রহী হতে পারেন।

আমি জানতাম যে তাদের সামনের এই পরিস্থিতির ধোঁয়াশার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে আমার তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। আমি ২ করিন্থীয় ৯:১০-১১ পদে আমরা যে সম্পর্কে কথা বলছিলাম তা দেখিয়ে দিয়ে শুরু করেছিলাম:

> *আর যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারের জন্য খাদ্য যোগাইয়া থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজ যোগাইবেন এবং প্রচুর করিবেন, আর তোমাদের ধার্মিকতার ফল বৃদ্ধি করিবেন; এইরূপে তোমরা সর্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ববিষয়ে ধনবান হইবে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সমপন্ন করে।*

আমি উল্লেখ করেছি যে পৌল বলছিলেন যে ঈশ্বর কেবল আপনি যে বীজ বপন করেন তা সরবরাহ করবেন না, বরং তিনি আপনার নিজের প্রয়োজনের জন্য খাদ্যও সরবরাহ করবেন। খাদ্য আপনার জীবনে ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর উল্লেখ করছে। এর থেকে, তিনি আপনার দেবার ক্ষমতা বাড়িয়ে আরও বেশি করতে চলেছেন। তার মানে আপনি বেড়ে উঠতে যাচ্ছেন।

আবার, দিতে ভয় কিসের? ভয় হল যে আপনার নিজের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট থাকবে না।

কিন্তু ঈশ্বর যা বলেন তাতে মনোযোগ দিন। তিনি বপনকারীকে বীজ এবং আহারের জন্য খাদ্য দেন। এখন, এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং এই প্রশ্নই আমি জনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আপনার হাতে যা আছে তা কি বীজ না খাদ্য? এটা আপনার সিদ্ধান্ত।

আমার মায়ের বাবা, আমার নানা, সারাজীবন একজন কৃষক ছিলেন। আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমি তার বীজের গাড়িতে খেলতাম। আপনি হয়তো কখনো বীজের গাড়ির কথা শোনেননি। এটা এমনকি একটি বাস্তব পরিভাষা নাও হতে পারে, কিন্তু আমাদের নানার সঙ্গে বেড়ে ওঠার সময় এটাই ব্যবহার করেছি। প্রতি বছর ফসল কাটার সময়, দাদা সবসময় ভাঁড়ারে তার একটি ওয়াগন গাড়ি ভর্তি করার মত যথেষ্ট বীজ রাখতেন। পরের বছর চাষের জন্য বসন্তকালে রোপণের জন্য যে বীজ তিনি সংরক্ষণ করতেন তাতে সেই গাড়িটি ভরা থাকত।

শীতের মাসগুলিতে, নানাকে সয়াবিনে ভরা সেই বড় ওয়াগনের দিকে তাকাতে হত, তিনি জানতেন যে তিনি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এটি বিক্রি করতে পারেন অথবা বসন্ত রোপণের জন্য এটি সংরক্ষণ করতে পারেন, যখন তিনি জানেন যে এ থেকে প্রচুর ফলন হবে। তার একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি সেই আইন সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন যেগুলি বীজ বোনার এবং ফসল কাটার সময় নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সেগুলির উপর তিনি তার জীবন বাজি রেখেছিলেন।

জনি ও ক্যান্ডিকে সেই ১৬০০০ টাকার চেকটি ধরে রাখার সময় একইরকম সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তারা নিশ্চিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে তা ব্যবহার করতে পারত, কিন্তু তারা জানত যে এর পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রতি উদার হলে তারা দীর্ঘমেয়াদে একটি বড় ফসল পাবে। এবং তারা সঠিক ছিল।

কেহ কেহ বিতরণ করিয়া আরও বৃদ্ধি পায়;
কেহ কেহ বা ন্যায্য ব্যয় অস্বীকার করিয়া কেবল অভাবে পড়ে।

— হিতোপদেশ ১১:২৪

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে, আমি আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখতে চাই, মথি ২৫:১৪-৩০ পদ, তালন্তের দৃষ্টান্ত।

কারণ মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি বিদেশে যাইতেছেন, তিনি আপন দাসদিগকে ডাকিয়া নিজ সমপত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি একজনকে পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত, এবং আর একজনকে এক তালন্ত, যাহার যেরূপ শক্তি, তাহাকে তদনুসারে দিলেন, পরে বিদেশে চলিয়া গেলেন। যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে তখনই গেল, তাহা দিয়া ব্যবসা করিল, এবং আর পাঁচ তালন্ত লাভ করিল। যে দুই তালন্ত

পাইয়াছিল, সেও তদ্রূপ করিয়া আর দুই তালন্ত লাভ করিল। কিন্তু যে এক তালন্ত পাইয়াছিল, সে গিয়া ভূমিতে গর্ত খুঁড়িয়া আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া রাখিল।

দীর্ঘকালের পর সেই দাসদের প্রভু আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লইলেন। তখন যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে আসিয়া আরও পাঁচ তালন্ত আনিয়া কহিল, প্রভু, আপনি আমার নিকটে পাঁচ তালন্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, আর পাঁচ তালন্ত লাভ করিয়াছি।

তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করিব; তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও।

পরে যে দুই তালন্ত পাইয়াছিল, সেও আসিয়া বলিল, প্রভু, আপনি আমার নিকটে দুই তালন্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, আর দুই তালন্ত লাভ করিয়াছি। তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করিব; তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও।

পরে যে এক তালন্ত পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, প্রভু, আমি জানিতাম, আপনি কঠিন লোক; যেখানে বুনেন নাই, সেখানে কাটিয়া থাকেন, ও যেখানে ছড়ান নাই, সেখানে কুড়াইয়া থাকেন। তাই আমি ভীত হইয়া গিয়া আপনার তালন্ত ভূমির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দেখুন, আপনার যাহা আপনি পাইলেন। কিন্তু তাহার প্রভু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, দুষ্ট অলস দাস, তুমি নাকি জানিতে, আমি যেখানে বুনি নাই, সেখানে কাটি, এবং যেখানে ছড়াই নাই, সেখানে কুড়াই? তবে পোদ্দারদের হাতে আমার টাকা রাখিয়া দেওয়া তোমার উচিৎ ছিল; তাহা করিলে আমি আসিয়া আমার যাহা তাহা সুদের সহিত পাইতাম।

অতএব তোমরা ইহার নিকট হইতে ঐ তালন্ত লও, এবং যাহার দশ তালন্ত আছে, তাহাকে দেও; কেননা যে কোন ব্যক্তির নিকটে আছে, তাহাকে দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে নীত হইবে। আর তোমরা ঐ অনুপযোগী দাসকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।

— মথি ২৫:১৪-৩০

গল্পটা পরিচিত। সদাপ্রভু শহর ছেড়ে যাচ্ছেন এবং তিনজন দাসকে দায়িত্বে রেখে যাচ্ছেন। একজনকে তিনি পাঁচ থলি স্বর্ণ দেন, একজনকে তিনি দুই থলি স্বর্ণ দেন এবং একজনকে তিনি এক থলি স্বর্ণ দেন।

প্রথম দুজন অবিলম্বে কাজে লেগে যায় এবং তাদের সোনার থলি দ্বিগুণ করে। প্রভু তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমি তৃতীয় ভৃত্যের অবস্থা দেখতে চাই। তাকে এক থলি সোনা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা দিয়ে সে কিছুই করেনি। প্রকৃতপক্ষে, তার মালিক ফিরে না আসা পর্যন্ত সে তা পুঁতে রেখেছিল।

> *পরে যে এক তালন্ত পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, প্রভু, আমি জানিতাম, আপনি কঠিন লোক; যেখানে বুনেন নাই, সেখানে কাটিয়া থাকেন, ও যেখানে ছড়ান নাই, সেখানে কুড়াইয়া থাকেন। তাই আমি ভীত হইয়া গিয়া আপনার তালন্ত ভূমির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দেখুন, আপনার যাহা আপনি পাইলেন।*

প্রথম বাক্যটির প্রতি গভীর মনোযোগ দিন: *"প্রভু, আমি জানিতাম, আপনি কঠিন লোক; যেখানে বুনেন নাই, সেখানে কাটিয়া থাকেন, ও যেখানে ছড়ান নাই, সেখানে কুড়াইয়া থাকেন।"*

সে কি বলছে? আমি বলে দিচ্ছি। সে বলছে, "আমি কেন জড়িত হতে যাব? আপনি যেখানে বীজ রোপণ করেননি সেখানে যদি ফসল কাটতে থাকেন, তাহলে বীজের মূল্য কে দেবে, এবং কে তা ছড়াবে, এবং তা বড় করার সমস্ত কাজ করবে?"

এখন, আমরা বুঝতে পারি যে প্রভু তাকে বীজ কেনার জন্য টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু চাকরের মনোভাব ছিল যে এখানে জড়িত হলে তার লাভ হবে না। এখানে তার জন্য কিছুই ছিল না। সমস্ত লাভ, তার কাজের ফলাফল, প্রভুর কাছে যাচ্ছিল। প্রভুর প্রতি তার ধারণার কারণে, যাকে সে কঠোর মালিক হিসাবে দেখত, সে মূলত জড়িত হতে অস্বীকার করেছিল। সে মালিকের প্রতি তার প্রকৃত অবজ্ঞা লুকানোর চেষ্টা করেছিল এই বলে, যে টাকা হারিয়ে যাবে বলে সে ভয় পেয়েছিল, তাই সোনাগুলি রক্ষা করার জন্য সে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু প্রভু তার ফাঁকি ধরিয়ে দিয়ে বললেন যে, তিনি যদি সত্যিই তার বিষয়ে মনোযোগী হত, তাহলে সে অন্তত টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা করত, এবং সেখানে সুদ পাওয়া যেত।

না, ভৃত্যের সোনা হারানোর ভয় ছিল না; সে ভয় পেয়েছিল যে জড়িত হওয়ার জন্য তাকে কী মূল্য দিতে হবে। তার মনে প্রভুর একটি বিকৃত এবং খারাপ ইমেজ ছিল, বিকৃত কারণ আসলে তার উল্টোটা সত্য ছিল। প্রভু কঠোর মনিব ছিলেন না। অন্য দুই ভৃত্যকে

পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবং তারা প্রভুর অর্থ নিয়ে সফলভাবে কাজ করার পরে প্রভুর সম্পত্তি উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিল। এই ভৃত্য, তার মালিকের সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে, অংশগ্রহণ না করার পথ বেছে নিয়েছিল। এবং ধর্ম আমাদের ঠিক এই শিক্ষাই দেয়- যে ঈশ্বর একজন কঠিন প্রভু, এবং তাঁর সাথে কাজ করে কোন লাভ নেই, তাহলে কেন জড়িত হব?

কিন্তু ঈশ্বরের সেই চিত্রটি সম্পূর্ণ বিকৃত এবং অসত্য। ঈশ্বরকে অন্যায্য বলা পাপাচার। ঈশ্বর ঠিক সেই চিত্রের বিপরীত। তিনি উত্তম এবং পুরস্কারদাতা।

কিন্তু এখন আমি এই গল্পের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই। দুষ্ট ভৃত্যের কাছ থেকে সোনা ফিরিয়ে নিয়ে মনিব কি করেন সেদিকে মনোযোগ দিন।

> *অতএব তোমরা ইহার নিকট হইতে ঐ তালন্ত লও, এবং যাহার দশ তালন্ত আছে, তাহাকে দেও; কেননা যে কোন ব্যক্তির নিকটে আছে, তাহাকে দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে নীত হইবে। আর তোমরা ঐ অনুপযোগী দাসকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।*

আমি যে ঠিক পড়েছি? মনিব অকর্মা চাকরের কাছ থেকে সোনার থলি নিয়ে তাকেই দিয়েছিলেন যার দশটি ছিল, যার চারটি ছিল তাকে নয়? আমি নিশ্চিত নই যে মানুষ এটি সঠিক ভাববে, তবে তিনি তাই করেছিলেন। **গভীর মনোযোগ দিন!!!!**

ঈশ্বর তাঁর সেই সন্তানদের তাঁর মহান ধারণা এবং কার্যভার দিতে চলেছেন যাদের মনে তাঁর জন্য লাভ আছে....

ঈশ্বর তাঁর সেই সন্তানদের তাঁর মহান ধারণা এবং কার্যভার দিতে চলেছেন যাদের মনে তাঁর জন্য লাভ আছে, এবং যারা প্রথমে কাজে নিজেদেরকে অনুগত এবং বিশ্বস্ত প্রমাণ করেছে।

ঈশ্বর বোকা নন। তিনি তার টাকা সেখানেই রাখবেন, যেখানে সর্বোচ্চ লাভ থাকবে।

আমি এইমাত্র যা বলেছি তা অনুগ্রহ করে চিন্তা করুন—ঈশ্বর তার অর্থ যেখানে সবচেয়ে বেশি লাভ থাকবে সেখানেই রাখবেন!

এখন, অবশ্যই, ঈশ্বর *অর্থের* ব্যবসা করেন না, তবে তিনি *মানুষের* ব্যবসায় রয়েছেন। এবং যদি আমরা তাঁর সাথে অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করার জন্য বিশ্বস্ত হই, তিনি আমাদের উন্নীত করবেন এবং তাঁর ভাল জিনিস দিয়ে আমাদের অনুগ্রহ দেবেন।

হ্যাঁ, ঈশ্বরের সেই অর্থে প্রিয় ব্যক্তিরা রয়েছে, যাদের তিনি বিভিন্ন কার্যভার দিয়ে বিশ্বাস করেন। যারা নিজেদেরকে বিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করেছে তারা ঈশ্বরের আস্থা অর্জন করবে, যাতে তারা তার জন্য আরও বড় এবং আরও ফলপ্রসূ কার্যভার পরিচালনা করতে পারে।

যে দুইজন দাস সফল হয়েছিল তাদের মনোভাব লক্ষ্য করুন—তারা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাদের মনিবের টাকা কাজে লাগালেন! অবিলম্বে কেন? কারণ তারা জানতেন এটি একটি *সুযোগ,* দাসত্বের ভার নয়।

তাই ঈশ্বরের অনেক লোক ঈশ্বরের সেবা করাকে একটি পরিশ্রম, একটি দায়িত্বের ভার হিসাবে দেখেন, এটি আসলে যে সুযোগ সে হিসেবে নয়।

যখন ড্রেন্ডা ও আমি নাউ সেন্টার ক্যাম্পাস তৈরি করছিলাম, তখন আমাদের একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। আমরা গির্জায় মাত্র ৩০০ জনের মত সদস্য ছিলাম, যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমাদের বিশ্বাসীদের ক্রমবর্ধমান মন্ডলীর জন্য আমাদের একটি স্থায়ী এবং বড় বাড়ি তৈরি করতে হবে।

আমরা একটি সম্ভাব্য ৬০ লক্ষ টাকার প্রকল্পের দিকে যতটা পারি অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিই। এই সময়ে আমাদের কাছে এটি একটি বিশাল অঙ্ক ছিল। পরিকল্পনাটি ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মূল অবকাঠামো তৈরি করা, তারপরে অবশিষ্ট ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের সরঞ্জাম টাকার পাওয়ার পরে তৈরি করা।

এটি ঈশ্বরের প্রকল্পগুলির প্রতি উদার হওয়ার বিষয়ে আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল না, তবে তখন পর্যন্ত এটি ছিল আমাদের অংশীদারিত্বে সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা।

কিন্তু গল্পের সেই ভৃত্যদের মতো, যারা ঈশ্বরের মঙ্গল সম্পর্কে জানত, আমরা অবিলম্বে অর্থ সংগ্রহের অংশ হতে চেয়েছিলাম, এবং আমরা এমন পর্যায়ে দিতে চেয়েছিলাম যাতে ঈশ্বর আমাদের যা বলছেন বলে বিশ্বাস করি, তার প্রতি আস্থা ও আনুগত্য প্রয়োজন হয়।

যেদিন পুরো মণ্ডলী ঘোষণা করেছিল যে তারা প্রকল্পে বপন করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে, ড্রেন্ডা ও আমি বলেছিলাম যে আমরা ২ কোটি টাকা দিচ্ছি। এখন, সেই সময়ে, আমাদের কাছে সেই পরিমাণ ছিল না, কিন্তু আমাদের কাছে প্রায় ২০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার বীজ ছিল যা আমরা অবশিষ্ট অর্থের জন্য বপন করতে যাচ্ছিলাম।

আমরা জানতাম, অতীতের মতই, ঈশ্বর আমাদের দেখাবেন যে কোথায় এবং কীভাবে এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায় এবং আমাদের জন্যও প্রচুর পরিমাণে অবশিষ্ট থাকে।

আমাদের যা ছিল তা বপন করার পরে, আমরা আত্মায় প্রার্থনা করতে লাগলাম, কোথায় এবং কীভাবে অবশিষ্ট অর্থ পেতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা ও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। যাতে আপনি বুঝতে পারেন কিভাবে ঈশ্বর এই টাকা এনেছেন তার মঞ্চ সাজাতে, আমি আপনাকে বলতে চাই যে আমরা গত ৩৯ বছর ধরে একটি আর্থিক সংস্থার মালিক। এই সংস্থাটি বিভিন্ন বিক্রেতা (ভেন্ডর) এবং পেশাদারদের সাথে কাজ করে, যেমনটি আমি আগে উল্লেখ করেছি। যে বড় বিক্রেতাদের সাথে আমরা কাজ করি তাদের বেশিরভাগের ক্লায়েন্টদের জন্য বার্ষিক সম্মেলন এবং মিলনমেলার আয়োজন রয়েছে।

এই বিশেষ বছরটিতে, আমাদের একজন ভেন্ডর ড্রেন্ডা ও আমাকে তাদের সম্মেলনের জন্য লন্ডন, ইংল্যান্ডে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমরা লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে একটি খুব সুন্দর হোটেলে ছিলাম, এবং জায়গাটি মনোহর ছিল।

তো, কোম্পানির একটি ইভেন্ট ছিল শহরের অন্য দিকে, এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্রেন্ডা এবং আমাকে তার সাথে একই ক্যাবে সেই ইভেন্টে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যা আমরা সানন্দে গ্রহণ করি। ট্যাক্সি যাত্রার সময়, ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাদের পাঠানো সমস্ত ব্যবসার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তারপরে তারা সেই বছর চালু করা একটি নতুন বোনাস প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমাদের বলতে শুরু করেন।

তিনি ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে এটি কাজ করে, এবং তারা তাদের পণ্যের সুপারিশকারী সহযোগীদের এই বোনাস কাঠামোর অধীনে কেমন অর্থ প্রদান করতে চলেছেন। আমি তার কথায় খুব উত্তেজিত ছিলাম, কারণ আমি জানতাম যে আমরা বোনাসের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য যথেষ্ট ব্যবসা করেছি।

তারপর, ঠিক যখনি আমি আরও বিশদ জানতে চাইলাম, তিনি হঠাৎ করে বললেন যে আমাদের কোম্পানি এই বোনাস প্রোগ্রামের জন্য যোগ্য নয়, তার কোম্পানির সাথে আমাদের সম্পর্কের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এত বিস্তারিত আলাপের পর, এবং আমাকে এই বিশাল পরিকল্পনায় আগ্রহী করে তুলে, কেন তিনি শেষ মুহূর্তে আমার কাছ থেকে এটা কেড়ে নিচ্ছেন? তার কোম্পানির সাথে আমাদের সম্পর্কের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে আমার কোম্পানি কিভাবে বোনাসের জন্য যোগ্য না হয় তাও আমি বুঝতে পারিনি।

আমি আরও প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু তিনি আসলে আমাকে স্পষ্ট উত্তর দেননি। আমি নিশ্চিতভাবে শুধু জানতাম যে আমি বোনাসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হব না; তিনি সেটা স্পষ্ট করেছিলেন।

এক বছর কেটে গেল এবং সেই বছরের জন্য আমাদের উতপাদন ভাল ছিল, তাই আমি তাকে কল করে বোনাস সম্পর্কে আবার খোঁজ নেয়া কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এবার যখন আমি কল করলাম, আমি তার কাছেই পৌঁছাতে পারিনি, তাই আমি তার সহকারীকে আমার প্রশ্নটি মেসেজ হিসেবে পাঠিয়েছিলাম।

পরের দিন, তার সহকারী আমাকে কল করে বেশ কঠোর কণ্ঠস্বরে বলেছিল যে ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে এক বছর আগেই বলেছিলেন যে আমি বোনাসে যোগ্যতা অর্জন করিনি, এবং এ সম্পর্কে তার কিছুই করার ছিল না।

আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ভেবেছিলাম, অন্তত আমি চেষ্টা করেছি।

দেখুন, ঈশ্বর একজন পুরস্কারদাতা! আর ঈশ্বরের কার্যভারের প্রতি উদার হলে লাভ আছে।

এখন, যখন আমি ১৮০ লক্ষ টাকা কোথায় পাব সেই বিষয়ে প্রার্থনা করছিলাম, আমি শুনলাম পবিত্র আত্মা আমাকে আবার ভাইস প্রেসিডেন্টকে কল করতে এবং সেই বোনাসটি চাইতে বলেছেন। সত্যি বলছি, আমি এটা শুনে রোমাঞ্চিত হইনি। তাকে গত দুই বছর জিজ্ঞাসা করার অভিজ্ঞতায়, আমি জানতাম তার মতামত কি। তিনি তা খুব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাই, আমি ভেবেছিলাম আমি শুধু খবর নিতে একটি ইমেইল পাঠাব।

প্রায় সাত দিন পরে আমি তার উত্তর পেলাম, এবং আনন্দের সাথে দেখলাম তিনি বলেছেন যে তিনি এ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন এবং আমার কোম্পানিকে বোনাস দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আশ্চর্যজনকভাবে, বোনাস ছিল ২ কোটি টাকা! এখন, এর সেরা অংশটা হল এই। সেই চুক্তির পরিবর্তনটি গত ১৪ বছর ধরে বলবৎ রয়ে গেছে, এবং আমরা সেই থেকে প্রতি বছর ২ কোটি টাকা বোনাস পাচ্ছি।

দেখুন, ঈশ্বর একজন পুরস্কারদাতা! আর ঈশ্বরের কার্যভারের প্রতি উদার হওয়ার মধ্যে লাভ আছে।

তাহলে ড্রেন্ডা এবং আমার ২ কোটি টাকা বপন করতে কত খরচ হয়েছে?

প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেল, এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে মন্ডলী হিসাবে আমাদের চার্চে কিছু জিনিস সম্পূর্ণ করতে এবং কিছু সরঞ্জাম কেনার জন্য আরও অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। আবারও, ড্রেন্ডা এবং আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে আমরা সেই প্রকল্পগুলির জন্য কতটা বপন করতে চাই, এবং আমরা ৫ কোটি টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, এটা অনেক টাকা ছিল। কিন্তু আমরা অনুভব করেছিলাম যে তিনি ২ কোটি টাকা দিয়ে যা করেছেন তা দেখার পরে আমরা এটির সাথে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে পারি।

আবারও, আমরা যা সম্ভব তা বপন করেছিলাম, যা আমার মনে হয় ৫০ লক্ষ টাকা ছিল, এবং পবিত্র আত্মাকে বিশ্বাস করেছিলাম যিনি আমাদের দেখাবেন কোথায় এবং কিভাবে বাকি ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পেতে হবে।

মনে হয় সম্ভবত ছয় সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল, তারপর আমি একটি নোটিশ পাই যে আমাদের কোম্পানিতে কীভাবে অর্থ প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে কিছু চুক্তিগত পরিবর্তন হতে চলেছে। যে পরিবর্তনগুলি ঘটছে তা হিসাব করে, আমরা পরবর্তী তিন বছরে প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বাড়তি লাভ করতে পারব। দারুণ না? তারপর কি হল জানেন? সেই চুক্তিগত পরিবর্তন এখন গত ১১ বছর ধরে চলছে, এবং আমরা এখনও প্রতি বছর সেই বর্ধিত চুক্তির লাভ পাই।

আবারও, ড্রেন্ডা এবং আমার বপন করতে এবং ঈশ্বরের প্রকল্পের প্রতি উদার হতে কত খরচ হয়েছিল?

তাই মনে রাখবেন ঈশ্বর লাভের ঈশ্বর। তিনি উত্তম এবং পুরস্করদাতা।.

অধ্যায় ৩

আপনি কি যোগ্য?

আমার মনে হয় সবাই বড়দিনের গল্প শুনেছেন, এবং সেই তিনজন পন্ডিতের কথা শুনেছেন যারা যীশুর জন্য স্বর্ণ, কুন্দুরু এবং গন্ধরস উপহার নিয়ে এসেছিল। আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে সেই দ্রব্যগুলির মূল্য কী ছিল? আরও ভাল প্রশ্ন হল, "কেন তারা তাঁর জন্য এগুলি নিয়ে এসেছিল?"

কিছু খোঁজ নিয়ে আমি জানতে পেরেছি যে সেই দিনগুলিতে একজন রাজকুমারকে এই ধরণের উপহার দিয়ে সম্মান করার প্রথা ছিল, কারণ তাকে ভবিষ্যতের রাজা হিসাবে দেখা হত।

সর্বোত্তম অনুমান হল যে এই উপহারগুলির মূল্য সম্ভবত ৯০ লক্ষ (১০০,০০০ ডলার) টাকার মধ্যে ছিল।

পন্ডিতেরা অবশ্যই আসন্ন মশীহ সম্পর্কে শাস্ত্র এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তারাটি দেখে উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে তিনি সেখানে এসেছেন, তারপর তার জন্য উপহার আনতে অনেক দূর ভ্রমণ করেছিলেন।

আমাদের বড়দিনের নাটকে সেভাবে চিত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তারা যে গোশালায় যীশুর সাথে দেখা করেছিল বলে ভাবা হয়, তা ঘটেনি। আমরা এটি জানি কারণ মথি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছেন।

> *পরে তাঁহারা গৃহমধ্যে গিয়া শিশুটিকে তাঁহার মাতা মরিয়মের সহিত দেখিতে পাইলেন, ও ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং আপনাদের ধনকোষ খুলিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধরস উপহার দিলেন।*
>
> ——মথি ২:১১

তারা যীশুর সাথে তাঁর বাড়িতে দেখা করেছিলেন, পশুশালায় নয়। এই অনুচ্ছেদটি নির্দেশ করে যে তিনি তখন শিশু ছিলেন, কিন্তু নবজাতক ছিলেন না। তাই বোঝা যায় পন্ডিতদের সেখানে পৌঁছাতে একটু সময় লেগেছিল।

দ্বিতীয়ত, আসলে কতজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তা কেউ জানে না। কতজন এসেছিল তা বাইবেল বলে না, তবে তারা কী নিয়ে এসেছিল তা লিপিবদ্ধ করে। সেই সময়ে, লোবান এবং গন্ধরস আসলে সোনার চেয়ে বেশি দামি ছিল, তাই তারা যে উপহারগুলি এনেছিল তা অত্যন্ত মূল্যবান ছিল।

তাহলে আমি এ কথা কেন তুলছি? আচ্ছা, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কি মনে করেন, কেন পন্ডিতেরা এই উপহারগুলি নিয়ে এসেছিলেন?"

আমি আপনাকে বলতে পারি কেন—যোষেফের উপর ন্যাস্ত কার্যভারের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল।

মনে রাখবেন...

ঈশ্বর সবসময় তার কার্যভারের জন্য অর্থ যোগান দেন – সবসময়!

সেদিন ফেইথ লাইফ চার্চ একদম ভরা ছিল। ছুটির দিনে সেখানে ভিড় থাকত, সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে আমরা যে ২০০ জনেরও বেশি বাচ্চাদের শিক্ষা দিতাম, তাদের ভিড় থাকত, ছোট ছোট দল এবং কর্মীদের ভিড় থাকত। আমাদের আরও জায়গা প্রয়োজন ছিল। আমাদের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস খোলা উচিত নাকি আমাদের বর্তমান ভবনটা বাড়ানো উচিত তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে শুরু করি। আমরা একই সাথে দুটিই করার সিদ্ধান্ত নেই।

তাই, আমরা একটি ক্যাম্পাসের জায়গা খুঁজতে শুরু করার জন্য একটি দল গঠন করি, এবং তাদের শহরের সেসব এলাকার দিকে পাঠাই যেগুলি আমাদের প্রথমে দেখা উচিত বলে মনে হয়েছিল।

তারপরে, একই সময়ে, আমরা ভবনের পরিধি আরো বারাবার প্রয়োজনে নির্মাণ নকশা, প্রকৌশলী গবেষণা ইত্যাদি প্রাথমিক ধাপগুলি শুরু করি। আমরা একজন স্থপতি এবং একজন নির্মাতাকে নিযুক্ত করি এবং চুক্তির অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করি।

আমরা আবিষ্কার করি যে ভবন বড় করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুতর সমস্যা ছিল। সবচেয়ে বড় ছিল যে আমাদের বর্তমান বিল্ডিংয়ে কোন সোয়ারেজ লাইন এবং পানির লাইন ছিল না। আমরা কূপের জল এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ব্যবহার করছিলাম।

পৌরসভা ইতিমধ্যেই আমাদের বলেছিল যে আমরা আমাদের ৩৬-একর ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত বিল্ডিং তৈরি করতে বা যুক্ত করতে পারব না, যদি না আমাদের ভবনে শহরের জল এবং নর্দমার সংযোগ থাকে, কারণ আমাদের এর বেশি ধারণ ক্ষমতা নেই। আমরা সেটা জানতাম, কিন্তু চারপাশে এত নতুন বিল্ডিং গড়ে উঠছিল যে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তারা অবশ্যই পানির লাইন এবং সোয়ারেজ লাইন যথেষ্ট কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

কিন্তু আমরা জানতে পারলাম যে পানির লাইন এবং সোয়ারেজ লাইন এখনও আমাদের রাস্তায় আসেইনি, তাই এই সেবাগুলিতে সংযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই সেবাগুলি ছিলই না।

আমাদের বিল্ডিংয়ে পানির লাইন এবং সোয়ারেজ লাইন নিয়ে আসার জন্য আমরা বিড পেতে শুরু করি, যেখানে আমাদের সব খরচ দিতে হবে, এবং পরে আমরা অনেক খরচ ফেরত পাব যখন নতুন দালানকোঠাগুলি আমাদের ফি দিয়ে আমাদের লাইনগুলি থেকে সেবা নেবে। আপনি আন্দাজ করতেই পারবেন না যে আমাদের খরচ কত বিশাল অঙ্কের হবে বলে আমরা জেনেছিলাম।

সুতরাং, আমরা আবার নগর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এই সেবাগুলি কখন পাওয়া যাবে তার জন্য তাদের পরিকল্পনা এবং টাইমলাইন পর্যালোচনা করলাম। আমাদের আশা ছিল যে এলাকাটি বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের প্রয়োজন হবে বলে তারা এই কাজের তারিখগুলিকে কিছুটা এগিয়ে আনবার বিষয়ে বিবেচনা করবে। কিন্তু তারা মানেনি। তাহলে কবে সেবাগুলি আসবে? খুব শীঘ্র আসছে না।

ঈশ্বর সবসময় তার কার্যভারের জন্য অর্থ যোগান দেন–সবসময়!

আমরা জানতাম যে আমাদের এলাকায় পানির লাইন এবং সোয়ারেজ লাইন আসার জন্য আমরা বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে পারি না, তাই আমরা আমাদের ভবন বড় করার সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে প্রথম লক্ষ্য হিসাবে একটি ক্যাম্পাস সাইট সন্ধান করতে শুরু করি। (সেই বৈঠকের পর থেকে এই অধ্যায়টি লেখার সময় পর্যন্ত চার বছর পার হয়েছে, এবং নগরসেবার পক্ষ থেকে এখনও কোন খবর নেই কখন নর্দমা লাইন পাওয়া যাবে।)

আমাদের দল ছয় মাস ধরে নিষ্কন্টক জায়গার জন্য অনুসন্ধান করছিল, কিন্তু কোনো ফল পাচ্ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল ভাড়া বা কেনার জন্য আমাদের চাহিদার সাথে মানানসই কোনো বিল্ডিং ছিল না। তাই, আমরা এই এলাকায় একটি ইভেন্ট সেন্টার ভাড়া নেওয়ার কথা ভেবেছিলাম, শুধু সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলির জন্য। এর জন্যই মাসে ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। খরচ ছাড়াও, আমাদের প্রতি সপ্তাহে সব কিছু সাজাতে এবং আবার গোটাতে হবে। আমি সত্যিই আমাদের লোকদের সেই পরিস্থিতিতে ফেলতে চাইনি। আমি একটি স্থায়ী সাইট চেয়েছিলাম যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। ইভেন্ট সেন্টার নিয়ে আমাদের শান্তি ছিল না।

আমরা তারপর একটি পরিত্যাক্ত স্ট্রিপ মলে জায়গা ভাড়া নেবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সে জায়গাটিকে নীতিমালা অনুসারে ব্যবহারযোগ্য করতে যে সমস্ত মেরামত এবং

পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে তা বিবেচনা করার পরে, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এ পথে কাজ হবে না।

একটি বিল্ডিং খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আমাদের মূল মানদন্ডগুলির মধ্যে একটি ছিল যে এটিকে অবশ্যই সপ্তাহের দিনগুলিতে শিশুদের শিক্ষা দেয়ার উপযোগী হতে হবে। আমাদের মন্ডলীতে আমাদের শত শত হোমস্কুলিং পরিবার আছে, এবং আমরা প্রতি সপ্তাহে একটি সামাজিক ক্লাস (co-op) ও পাশাপাশি শিক্ষামূলক ক্লাসের আয়োজন করি। আমরা অনেকবার বলেছি যে কোন দিন সম্ভবত একটি স্কুল চালু করব, একটি ডে কেয়ার সেন্টার, স্কুল পরবর্তি প্রোগ্রাম, এবং আমাদের স্থানীয় সমাজের পরিচর্যা করার জন্য আরও অনেক প্রোগ্রাম চালু করব। আমরা এমন একটি স্থান খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম যা আমাদের তা করতে দেয়। আমরা সেই বিল্ডিংটি পাওয়ার জন্য রোপন করেছিলাম, দাবি করেছিলাম যে আমরা আমাদের প্রয়োজনের জন্য নিষ্কন্টক বিল্ডিং খুঁজে পাব, কিন্তু তা দেখা দিচ্ছিল না।

ড্রেন্ডা এবং আমার নতুন ভিক্টোরি টেলিভিশন নেটওয়ার্কের সমর্থনে ফোর্ট ওয়ার্থ, টেক্সাসে একটি সভায় যোগ দেবার কথা ছিল। সেখানে যখন আমি সেটে বসে ছিলাম, প্রভু আমার সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, "*আমি চাই তুমি এই নেটওয়ার্কে ৯০ লক্ষ টাকা রোপন করো। তোমার মন্ডলীর বাড়িতে যাও, চেকটি পাঠাও, এবং প্রতিটি প্রার্থনায় সেটা হাতে নিয়ে সেই বীজের উপরে ঘোষণা করো যে তুমি নিষ্কন্টক বিল্ডিং পাবে। এছাড়াও, শয়তানকে ধমক দাও এবং আমার কাজে হস্তক্ষেপ করা বন্ধ করতে বলো। রোপন শেষ করে কাজটা সমাপ্ত বলে ঘোষণা দাও*।"

সুতরাং আমরা তাই করলাম। আমরা বাড়িতে ফিরলাম, এবং আমাদের কোষাধ্যক্ষকে ডেকে তাকে বললাম ভিক্টোরি টেলিভিশন নেটওয়ার্কে ৯০ লক্ষ টাকার চেক দিতে। তারপরে আমি প্রতিটি প্রার্থনায় এই চেকটি নিয়েছিলাম, এবং পুরো মন্ডলী আমার সাথে একমত হয়েছিল, যখন আমরা নিষ্কন্টক বিল্ডিংয়ের জন্য সেই বীজ রোপন করি। আমরা শয়তানকে ধমক দিয়েছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম আমাদের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা এবং বিলম্ব করা বন্ধ করতে।

পরের দিন, সোমবার সকালে, আমরা আমাদের মেয়ের কাছ থেকে একটি কল পাই। সে জানাল যে আমরা যখন টেক্সাসে মিটিং-এ ছিলাম, তখন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট তাদের একটি আকর্ষণীয় বাড়ি দেখানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। বাড়িটা ভাড়ার জন্য ছিল না এবং সত্যিই আমাদের বাজেটে ছিল না, কারণ এর বিক্রির দর ছিল ৭.৯ মিলিয়ন ডলার (৭৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা)। কিন্তু এটি ব্যাংক-মালিকানাধীন বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ছিল, তাই এর আসল মূল্য আরো অনেক বেশি ছিল। আমার মেয়ে বলেছিল যে এটি নিষ্কন্টক ক্যাম্পাস

হবে, কিন্তু, অবশ্যই, সে জানত যে এটি সত্যিই আর্থিকভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু সে জানতে চেয়েছিল আমরা এটা দেখতে চাই কিনা। আমরা রাজি হই।

তাই, মঙ্গলবার সকালে আমরা সেই বাড়িটি দেখতে গিয়েছিলাম। জমিটি সাত একরের উপর ছিল, এবং এটি একটি উচ্চমানের প্রাইভেট হাই স্কুল ক্যাম্পাস ছিল। সেখানে একটি তিনতলা হাইস্কুল বিল্ডিং এবং আরও দুটি বড় বিল্ডিং, সেইসাথে একটি বাড়ি ছিল। একটি রানিং ট্র্যাক, চারটি টেনিস কোর্ট, ওয়েট রুম, ফটো ল্যাব সহ একটি আর্ট বিল্ডিং, মৃৎপাত্র তৈরির জন্য দুটি ভাটা, সেলাইয়ের সরঞ্জাম এবং শিল্প সামগ্রীতে ভরা একটি কক্ষ, সঙ্গীত ঘরে কয়েক ডজন বাদ্যযন্ত্র এবং আরও অনেক কিছু ছিল। পুরোটা সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত এবং সবরকম সরবরাহ মজুদ ছিল।

আমরা জায়গাটি চারপাশে ঘুরে দেখে বুঝলাম, এই জায়গাটা একেবারে উপযুক্ত। তবু আমরা জানতাম যে এর জন্য আমরা ঋণের দায়ে পড়তে পারি না। আমাদের ভবন তহবিলে প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার (২৯ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা) জমা ছিল, কিন্তু তবু আমাদের প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার (৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) ধার করতে হবে।

সেই রাতে, আমরা আমাদের পরিচর্যার একজন সহযোগীর সাথে রাতের খাবারের কথা ছিল। এই নৈশভোজের পরিকল্পনা গোটা শরতকালে সম্ভবত চারবার বদলানো হয়েছিল, কারণ আমরা সবাই খুব ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু সেই রাতে আমাদের দেখা হলো।

কথা বলতে বলতে, ভদ্রলোক আমাকে বিল্ডিং প্রকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং আমি তাকে আমাদের মুখোমুখি হওয়া সব ঝামেলার কথা বলেছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার কেন যেন এটা ঠিক মনে হচ্ছে না। আমি মনে করি আপনার এর পরিবর্তে একটি ক্যাম্পাস খোলার কথা বিবেচনা করা উচিত।" আমি তাকে বলেছিলাম যে আমরাও তাই মনে করি, এবং আসলে, গত ছয় মাস ধরে আমরা একটি বিল্ডিং খুঁজছি, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। আমরা জানালাম যে আমরা সেদিনই একটা নিষ্কন্টক ক্যাম্পাস সাইট দেখেছি, কিন্তু সেটা ভাড়ার দেয়া হবে না এবং দাম আমাদের সাধ্যের বাইরে।

তিনি এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, তারপর ড্রেন্ডার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যদি এটি বিনামূল্যে পান?" ড্রেন্ডা উত্তর দেয়নি, কারণ সে ভেবেছিল তিনি মজা করছেন। তিনি তাই আবার বললেন, "ড্রেন্ডা, আমি বলছি যদি এটা বিনামূল্যে পান?"

সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি বলতে চান?"

"আমি এর জন্য চেক লিখব!" তিনি বললেন।

ড্রেন্ডা আর আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম।

সোজা কথায়, তিনি এর জন্য অর্থ প্রদান করেছিলেন। তারপরে আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহারের জন্য বিল্ডিংটি সংস্কার এবং পরিবর্তন করতে আমাদের কিছু খরচ করতে হয়েছিল। ফলাফল নিষ্কন্টক ক্যাম্পাস। আর ভবনটা বিনামূল্যে!

আমাদের প্রয়োজন মেটাতে এর চেয়ে নিষ্কন্টক ক্যাম্পাস আর হত না। এর সবকিছু ছিল ঠিকঠাক। আমাদের বীমা কোম্পানির জন্য মূল্যায়ন করে আমরা দেখলাম, সব আসবাব সহ এর দাম হয় ১১ মিলিয়ন ডলারের (১০৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা) মধ্যে।

ভেবে দেখুন: আমাদের এখন ১১ মিলিয়ন ডলারের (১০৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা) এক ক্যাম্পাস রয়েছে, যেখানে ৮৯,০০০ বর্গফুট জায়গা আছে! এমন গল্প কে না ভালোবাসে?

আমি যেমন বলেছি, ঈশ্বর সর্বদা তাঁর কার্যভার সম্পাদনের অর্থ প্রদান করেন। এটা তাঁর পরিচর্যা, আমাদের নয়। আমরা শুধু পারিবারিক ব্যবসায় তার পাশাপাশি কাজ করছি।

প্রতিবারই ঈশ্বরের রাজ্য কাজ করছে!

এখন, আমি আপনাকে বলি যে স্বামী-স্ত্রী আমাদের জন্য ভবনটির অর্থায়ন করেছিলেন তাদের কী হয়েছিল। প্রথমত, তারা এখন তাদের অনুদানের জন্য যে ভর্তুকি পান, তার ফলে তাদের ট্যাক্সের খরচ ভবনের জন্য তারা যা দিয়েছিলেন তার চেয়েও কমে গেছে। কিভাবে? ভবনটি দুই বছর তাদের নামে রাখতে হয়েছিল। তারপর তারা তৎকালীন মূল্যায়নে ভবনটি পরিচর্যাকে দান করে।

আপনি যদি একজন পালক হন এবং আপনার একটি বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন হয় তবে এমন কৌশল সম্পর্কে আপনার সচেতন হওয়া উচিত। সুতরাং, তিনি বুদ্ধির সাথে কিছু ট্যাক্স পরিকল্পনা করায় বিল্ডিংটি আমাদের উভয়ের জন্যই বিনামূল্যে চলে আসে। কিন্তু এটাও এই গল্পের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দিক ছিল না।

এই অংশীদারটি শহরে অন্য একটি ব্যবসা কেনার চেষ্টা করছিলেন, যা আমরা সম্পত্তিটি দেখার সময় বিক্রির জন্য ছিল। যদিও তিনি নগদ অফার দিচ্ছিলেন, তার বিডটি তিনি যে ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে চেয়েছিলেন তার মালিকদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া দরকার ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, তারা জানিয়েছিল যে তারা অন্য কাউকে এটি অফার করেছে। তাদের সিদ্ধান্তে তিনি খুবই হতাশ হন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি চিন্তাটা ছাড়তে পারছেন না; তাঁর আত্মায় অনুভব করছেন যে এটি শেষ হয়নি।

তাই যখন তিনি আমাদের বিল্ডিংয়ে সেই অর্থ বপন করেছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি এই বিশ্বাসে এটি বপন করেছিলেন যে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা তাদের মন পরিবর্তন করবে, কারণ অন্যান্য অফারগুলির তুলনায় তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী আর্থিক অবস্থানে ছিলেন এবং তিনি নগদ অর্থ প্রদান করছেন।

এবং সত্যি, আমাদের সম্পত্তিতে লেনদেন হয়ে যাওয়ার পরে তিনি মালিকদের কাছ থেকে একটি কল পেয়েছিলেন। তারা বলেছিল যে আগের চুক্তিটি ব্যর্থ হয়েছে, এবং যদি তিনি চান, তবে ব্যবসাটি এখন তার। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই, তিনি এটা চান।

তারপরে তিনি এই নতুন ব্যবসায় কেনার বিষয়টি মীমাংসা করার কয়েক সপ্তাহ আগে, তার হাতে একটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত চুক্তি এসে পড়ল, যেখান থেকে তার ব্যবসার জন্য নগদ অর্থ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত টাকা এসে যায়। তিনি কেনার জন্য আগে যে টাকা আলাদা করে রেখেছিলেন তা ছুঁতেও হয়নি। তিনি বলেছিলেন যে ব্যবসাটি যেন বিনামূল্যেই পেয়ে গেছেন।

শুধু তাই নয়, ব্যবসাটি কেনার পর তিনি যে দাম দিয়েছিলেন তার দ্বিগুণেরও বেশি দামে তা মূল্যায়ন হয়েছিল। তিনি যখন লেনদেন সম্পন্ন করার দিন আমাকে ফোন করেছিলেন, তখন তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন।

রাজ্য সবসময় কাজ করে!

এই অংশীদার ঈশ্বরের কার্যভারের প্রতি উদার ছিলেন, এবং তা মেনে নিয়েছিলেন, এবং ঈশ্বর আমাদের উভয়ের জন্য কী করেছেন তা দেখুন। আমরা একটি নতুন টিভি স্টেশনে বপন করেছিলাম, ঈশ্বরের আদেশের আরেকটি, এবং আমাদের জন্য কী ঘটেছে তা দেখুন।

ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের লোকেদের প্রতি উদার হলে তা এমন সব দরজা খুলে দেবে, যার অস্তিত্বের কথা আপনি এমনকি জানতেনও না।

লোকেরা আমাকে সর্বদা জিজ্ঞাসা করে, "গ্যারী, আপনি যদি আজ আমাকে রাজ্যের অর্থায়নের মূল চাবিকাঠির একটি দিতে পারেন, তবে তা কী হবে?"

আমি আপনাকে অনেক কিছুই বলতে চাই বটে। কিন্তু নিচের এই পরামর্শটুকু অমূল্য। তাই নিচে দেয়া রাজ্যের নীতিগুলো নোট করতে ভুলবেন না।

আপনি যদি এই বই থেকে অন্য কিছুই না নেন: অন্তত এটুকু নিন !

রাজ্যের এই শক্তিশালী আইনটি আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে, আমি আপনাকে লুক ৪ অধ্যায়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি জানি যে নিম্নলিখিত অংশটি আমার সচরাচর উদ্ধৃতির তুলনায় একটু দীর্ঘ, কিন্তু পুরো অনুচ্ছেদটি পড়লে আপনি এখানে কী ঘটছে এবং কেন যীশু এভাবে উত্তর দিয়েছেন তার একটি স্বাদ পাবেন।

আর তিনি যেখানে পালিত হইয়াছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হইলেন, এবং আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন, ও পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন। তখন যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল, আর তিনি পুস্তকখানি খুলিয়া সেই স্থান পাইলেন, যেখানে লেখা আছে,

''প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন,
কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন,
দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য;
তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,
বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য,
অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য,
উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য,
প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিবার জন্য''।

পরে তিনি পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া ভৃত্যের হস্তে দিয়া বসিলেন। তাহাতে সমাজ-গৃহে সকলের চক্ষু তাঁহার প্রতি স্থির হইয়া রহিল। আর তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, ''অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল।''

তাহাতে সকলে তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, ও তাঁহার মুখনির্গত মধুর বাক্যে আশ্চর্য বোধ করিল; আর কহিল, এ কি যোষেফের পুত্র নহে?

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমাকে অবশ্য এই প্রবাদ বাক্য বলিবে, চিকিৎসক, আপনাকেই সুস্থ কর; কফরনাহূমে যাহা যাহা করা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি, এখানে এই স্বদেশেও কর।

তিনি আরও কহিলেন, ''আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, কোন ভাববাদী স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না। আর আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এলিয়ের সময় যখন তিন বৎসর ছয় মাস পর্যন্ত আকাশ রুদ্ধ ছিল, ও সমুদয় দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল; <u>কিন্তু এলিয় তাহাদের কাহারও নিকটে প্রেরিত হন নাই,</u> কেবল সীদোন দেশের সারিফতে এক বিধবা স্ত্রীলোকের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন।''

— লূক ৪:১৬-২৬

এই শাস্ত্রলিপি যীশুকে মরুপ্রান্তরে পরীক্ষা করার পরে ঘটে, এবং এরপর তা তাঁর শহরে ফিরে আসে যেখানে থেকে আমরা গল্পটি লিখিত হিসাবে পাই।

যেহেতু যীশু নাসরতে বড় হয়েছিলেন, তাই তারা তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সাথে খুব পরিচিত ছিলেন এবং আমরা অনুমান করতে পারি যে তিনি স্থানীয় ধর্মধামে অনেকবার বাইবেল পড়েছেন। এখন যীশু তাদের কাছে পড়ার জন্য যে অংশটি বেছে নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আপনার কিছু জানা দরকার। তিনি যিশাইয় ৬১:১-২ পদ থেকে পড়ছিলেন যতক্ষণ না তিনি পড়েন যে, "***সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করার জন্য***" ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পড়েছিলেন, এরপর তিনি থামলেন।

তিনি কোথায় পড়া থামালেন সেই বিষয়টি মজার, কারণ তা বাক্যের মাঝখানে ছিল, আমরা জানি যে তিনি একটি বিশেষ কারণেই সেই নির্দিষ্ট স্থানে থেমেছিলেন।

প্রভুর প্রসন্নতার বৎসরটি ছিল জুবিলির বৎসর, এবং তা পৃথিবীর রাজ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের পুনরুদ্ধারের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মশীহ যখন এসেছিলেন তখন তিনি কী পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছেন তার একটি ছায়া ছিল। তাই, যীশু যখন সেই বাক্যাংশে থেমে গেলেন এবং তারপর বললেন, "***অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল***", এর মধ্য দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনিই মশীহ!

এরপর তিনি কথা বলতে বলতে ভবিষ্যদ্বানী করলেন যে, কিছুক্ষণ পর তারা তাঁকে কি বলবে, যে কথাটি ছিল "আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না। আমাদের কাছে প্রমাণ দেখাও", কারণ তারা তাকে বিশ্বাস করেনি।

> *তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা আমাকে অবশ্য এই প্রবাদ বাক্য বলিবে, চিকিৎসক, আপনাকেই সুস্থ কর; কফরনাহূমে যাহা যাহা করা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি, এখানে এই স্বদেশেও কর।"*

কফরনাহূম হল যেখানে যীশু তাঁর পরিচর্যার সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন এবং যেখানে তাঁর বেশিরভাগ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। তিনি তাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন যে তারা কফরনাহূমে ঘটে যাওয়া মহান বিস্ময়ের কথা শুনবে, এবং যখন তারা এই জিনিসগুলি শুনত, তখন তারা বলবে যে এখানে আসতে হবে এবং এখানে নাসরতের একই কাজ করতে হবে যাতে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের কঠিন হৃদয় ও অবিশ্বাসের জন্য তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তারা তাঁকে বিশ্বাস করে না এবং তিনি জানতেন যে তারা কখনও তাঁকে বিশ্বাস করবে না। আমরা এটা জানি

কারণ তিনি আরও যোগ করেছেন যে, তারা আরও বলবে, "*চিকিৎসক, আপনাকেই সুস্থ কর!*" এই কথাটি তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় কী বলা হবে সেই ভবিষ্যৎ বানী।

> *তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল! আপনাকে রক্ষা কর; যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস। আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; ও ত ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইসুক;*
>
> — মথি ২৭:৩৯-৪২

তাঁর পরিচর্যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তিনি বলেছিলেন যে তারা শুনলেও তাঁর কথা মেনে নেবে না। তারপর তিনি এলিয় এবং বিধবার গল্প বলার মাধ্যমে তাদের কাছে তাঁর কথা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যেখানে ঈশ্বরকে ইস্রায়েলের বাইরে এলিয়কে পাঠাতে হয়েছিল কারণ ইস্রায়েলের লোকদের এত কঠিন হৃদয় ছিল এবং তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাঁর কথা শাস্ত্রের শিক্ষকদের ক্রুদ্ধ করেছিল, এই কারনে তারা যীশুকে হত্যা করার জন্য বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাইবেল বলে যে তিনি সেখান থেকে সরে পরেছিলেন।

এখন আমি চাই আপনি আমার জন্য একটি শব্দ লিখুন এবং এটি এমন কোথাও রাখুন যে জায়গা আপনি মনে রাখতে পারেন, কারণ এটি আপনার আর্থিক ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। "পাঠানো" শব্দটি লিখুন। ঠিক, "পাঠানো" শব্দটি লিখুন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ!

পাঠানো

আমি ১ রাজাবলি ১৭: ৭-১৬ পদে যেতে চাই যেখানে আমরা এমন একটি রহস্য খুঁজে পাব যা এত শক্তিশালী যে এটি আপনার জীবনকে পুরোপুরি পরিবর্তন করবে।

> *কিছু কাল পরে দেশে বৃষ্টি না হওয়াতে ঐ স্রোত শুষ্ক হইয়া গেল। পরে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, "তুমি উঠ, সীদোনের অন্তঃপাতী সারিফতে গিয়া সেখানে বাস কর; দেখ, আমি তথায় এক বিধবাকে তোমার খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার আজ্ঞা দিয়াছি।" তখন তিনি উঠিয়া সারিফতে যাত্রা করিলেন; আর যখন সেই নগরের*

দ্বারে উপস্থিত হইলেন, দেখ, সেই স্থানে এক বিধবা কাষ্ঠ কুড়াইতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিনয় করি, তুমি একটি পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ জল আন, আমি পান করিব।" সেই স্ত্রীলোকটি তাহা আনিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে তিনি তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিনয় করি, আমার জন্য এক খণ্ড রুটি হাতে করিয়া আনিও।"

সে কহিল, "তোমার ঈশ্বর জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমার ঘরে একটি পিষ্টকও নাই; কেবল জালায় এক মুষ্টি ময়দা ও ভাঁড়ে কিঞ্চিৎ তৈল আছে; আর দেখ, আমি খান দুই কাষ্ঠ কুড়াইতেছি, তাহা লইয়া গিয়া আমার ও আমার ছেলেটির জন্য উহা পাক করিব; পরে আমরা তাহা খাইয়া মরিব।"

এলিয় তাহাকে কহিলেন, "ভয় করিও না; যাহা বলিলে, তাহা গিয়া কর, কিন্তু প্রথমে তাহা হইতে আমার জন্য একটি ক্ষুদ্র পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আন; পরে আপনার ও ছেলেটির জন্য প্রস্তুত করিও। কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, 'যে দিন পর্যন্ত সদাপ্রভু ভূতলে বৃষ্টি না দেন, সেই দিন পর্যন্ত তোমার ময়দার জালা শূন্য হইবে না, ও তৈলের ভাঁড় শুকাইয়া যাইবে না।'"

তাহাতে সে গিয়া এলিয়ের বাক্যানুসারে করিল; আর সে এবং এলিয়, এবং সেই স্ত্রীলোকের পরিজন অনেক দিন পর্যন্ত ভোজন করিল। সদাপ্রভু এলিয়ের দ্বারা যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ ময়দার জালা শূন্য হইল না, তৈলের ভাঁড়ও শুকাইল না।

— ১ রাজাবলি ১৭:৭-১৬

আমাকে মঞ্চ সেট করতে দাও। সেখানে একটি তীব্র খরা চলছে, এবং এলিয় যেখানে অবস্থান করছেন সেই ব্রুকটি শুকিয়ে যাচ্ছে। তাকে এখন খাবার এবং জল খুঁজে পেতে একটি নতুন স্থানে যেতে হবে। ঈশ্বর তার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যে, "***তুমি উঠ, সীদোনের অন্তঃপাতী সারিফতে গিয়া সেখানে বাস কর; দেখ, আমি তথায় এক বিধবাকে তোমার খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার আজ্ঞা দিয়াছি।***" এটা মনে রাখা উচিত যে, সারিফাত একটি কনানীয় শহর ছিল এবং সেই সময় ইস্রায়েল জাতির অংশ ছিল না।

এলিয় যখন শহরের দিকে এগিয়ে এলেন, তখন তিনি একজন বিধবাকে লাঠি জড়ো করতে দেখলেন এবং তিনি তাকে কিছু জল দেওয়ার জন্য ডাকলেন। "***সেই স্ত্রীলোকটি তাহা আনিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে তিনি তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিনয় করি, আমার জন্য এক খণ্ড রুটি হাতে করিয়া আনিও***।" তিনি উত্তর দেন যে তিনি মূলত খাবারের শেষ অবস্থায় রয়েছেন, কারণ তার ছেলে এবং নিজের জন্য আর একবার খাবারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

কিন্তু তারপর ভাববাদি অত্যন্ত অদ্ভুত কিছু করেন, এমন কিছু যা আপনি এমনকি পরিস্থিতি বিবেচনা করে অকল্পনীয় বলে মনে করতে পারেন। তিনি তাকে বাড়িতে যেতে এবং তাকে একটি রুটি তৈরি করতে বলেন এবং তার নিজের পরিবারের জন্য তৈরি করার আগে তার জন্য একটি রুটি নিয়ে আসতে বলেন। শুনতে একটু অন্যরকম লাগে, তিনি এই কথাগুলির সাথে নির্দেশাবলীর সূচনা করেন, "*ভয় করিও না।*" অতঃপর তিনি তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ঘোষণা করেন:

> *কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, "যে দিন পর্যন্ত সদাপ্রভু ভূতলে বৃষ্টি না দেন, সেই দিন পর্যন্ত তোমার ময়দার জালা শূন্য হইবে না, ও তৈলের ভাঁড় শুকাইয়া যাইবে না।"*

কি ভয়ানক, সে এখন কি করবে? সে কি তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে তার ছেলের জন্য রাখা শেষ খাবার টুকু দেবে?

> *তাহাতে সে গিয়া এলিয়ের বাক্যানুসারে করিল; আর সে এবং এলিয়, এবং সেই স্ত্রীলোকের পরিজন অনেক দিন পর্যন্ত ভোজন করিল। সদাপ্রভু এলিয়ের দ্বারা যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ ময়দার জালা শূন্য হইল না, তৈলের ভাঁড়ও শুকাইল না।*

তিনি তাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং ফলাফলের প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন—এলিয় এবং সেই মহিলা ও তার পরিবারের জন্য প্রতিদিন খাবার ছিল। আমাকে একটি শব্দ পরিবর্তন করতে দিন এবং আবারও বলতে দিন, "ঈশ্বরের কার্যভারের জন্য প্রতিদিন খাদ্য ছিল, আর মহিলা ও তার পরিবারের জন্যও খাদ্য ছিল।"

আমরা শেষ অধ্যায়ে এই ভয় সম্বন্ধে কথা বলেছিলাম যে, আপনি যদি ঈশ্বরের কার্যভারগুলো গ্রহণ করেন, তা হলে আপনার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট কিছু থাকবে না। আপনি সবসময় দেখতে পাবেন, তা ঘটে না!

তাই, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, "বিধবাকে কি সেই শেষ খাবারটি দেওয়ার জন্য কোন কিছু খরচ করতে হয়েছিল?" না, করতে হয়নি। বরং তার জীবন বাঁচিয়েছে।

এবার চলুন, পাঠানো শব্দ নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে, আমি আরেকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। কেন ভাববাদি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, বিধবা তার নিজের রুটি তৈরি করার আগে *প্রথমে* যেন তারটা তৈরী করে দেয়? বিধবার রুটির সঙ্গে না, *আলাদা* ভাবে তৈরী। এমনকি তার নিজের রুটি বানানোর *আগে* তার জন্য আনতে বলেছিলেন। (মনে রাখবেন, আপনি একজন আত্মিক বিজ্ঞানী হতে চান এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান।)

এই সব গল্পগুলি আপনাকে রাজ্যের আইন এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দেখাচ্ছে। এলিয় কি এতটাই ক্ষুধার্ত ছিলেন যে তিনি পুরো পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করার সময় অপেক্ষা করতে চাননি? না, তিনি কেন এটি করেছিলেন তার একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ভাববাদি জানতেন যে, যখন বিধবা তাকে প্রথমে রুটি দিয়েছিলেন তারটা তৈরি করার আগে, তখন তার কার্যকলাপ তার সমস্ত ময়দা এবং তেলকে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর কার্যভারের আইনী ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে এসেছিল। বিষয়টি আবারও বলছি।

যখন বিধবা ভাববাদিকে (ঈশ্বরের কার্যভার) প্রথম রুটি দিয়েছিলেন, তখন তার তেল এবং ময়দা রাজ্যকে পরিবর্তন করেছিল। তারা এখন ঈশ্বরের রাজ্যের এখতিয়ারের অধীনে এসেছিল। কেবল তখনই ঈশ্বর বৈধভাবে ময়দা এবং তেল বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

পনি দেখতে পাবেন যে এই একই নীতিমালাটি যীশুর পরিচর্যার শেষের দিকে কাজ করছে, যখন তিনি পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ দিয়ে ৫০০০ জনকে খাইয়েছিলেন।

আপনার নিশ্চয় এই গল্পটি মনে আছে, যীশু শিষ্যদের তাদের কাছে কী আছে তা দেখতে বলেছিলেন। তারা ফিরে এসে বলল যে তাদের কাছে কেবল পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ রয়েছে। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, রুটি ও মাছ তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। বাইবেল বলে যে তিনি সেগুলো নিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন, আর তারপর সেগুলো সরাসরি শিষ্যদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আমি জানি যে যীশু কোন ধর্মীয় রীতিনীতির কোন কিছুই করেননি, তবে কেন তিনি তা করেছিলেন?

তাঁকে তা করতে হয়েছিল, নচেৎ রুটি এবং মাছ বহুগুণ করা যেত না। একটু লক্ষ্য করুণ, পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ সেই মূহুর্তে আইনত মানুষের আধিপত্যের অধীনে ছিল। ঈশ্বর তাদের সাথে আইনগতভাবে কিছু করতে পারেন নি। কিন্তু যখন তারা যীশুর কাছে বিনামূল্যে তুলে দিয়েছিল তিনি তা আশীর্বাদ করেছিলেন, তখন তারা ঈশ্বরের রাজ্যের আইনী এখতিয়ারের অধীনে এসেছিল। এরপরই কেবল রুটি এবং মাছ বহুগুণ হয়েছিল।

লূক ৫ অধ্যায়ে একই নীতিমালা দেখা যায়, যেখানে পিতর, যাকোব এবং যোহন সারা রাত ধরে জাল ফেলেও কিছুই ধরতে পারেনি। পিতরের নৌকা ধার করে, যীশু তীর থেকে

কিছুটা দূরে ঠেলে নিয়ে জনতার কাছে প্রচার করেন, এরপরে তিনি পিতরকে মাছ ধরার জন্য গভীর জলে তার জাল ফেলতে বলেন।

আপনার মনে আছে, এর ফলে তাদের দুটি নৌকা এতো মাছে পূর্ণ হয়েছিল যে নৌকা ডুবে যেতে শুরু করেছিল। প্রভু যীশু যখন নৌকা ধার করেছিলেন, তখন আসলেই তিনি সেই দিন থেকে প্রচার করার জন্য মাছ ধরার ব্যবসা ধার করেছিলেন। যে মুহূর্তে তিনি তা তাঁর অধীনে নিয়েছিলেন, পুরো ব্যবসাটি ঈশ্বরের রাজ্যের আইনী এখতিয়ারের অধীনে এসেছিল। এর ফলে স্বর্গের পক্ষে যীশুর কাছে জ্ঞানের বাক্য পাঠানো আইনত বৈধ হয়ে উঠেছিল যে মাছ কোথায় ছিল, এতে বিশাল মাছের ঝাঁক ধরা পড়ে। (আমি সবসময় বলি যে যেকেউ মাছ ধরতে পারবে যদি যীশু তাদের বলেন যে মাছ কোথায় আছে এবং কীভাবে তা ধরতে হয়। এই একই নীতিমালা যা ঈশ্বরের কার্যভারে দান করার সময় আপনিও ব্যবহার করবেন।)

এলিয়কে নিয়ে আমাদের গল্পে ফিরে গেলে দেখব যে, এই বিধবা মূলত এলিয় ও তাঁর কার্যভারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করেছিল এবং এই কারণে এলিয় যে-পুরস্কার পেয়েছিলেন, সেই বিধবাও একই পুরস্কার পেয়েছিল। ফলে এলিয়, বিধবা ও তার পরিবারের খাদ্য ছিল। আপনি কি বিষয়টি বুঝতে পাচ্ছেন?

আমি এই বইয়ে একটু পরে এই নীতিমালা সম্পর্কে আরও কথা বলব, তবে আমি এই গল্পের মূল চাবিকাঠির দিকে এগিয়ে যেতে চাই, আর সেই চাবিকাঠি হল, পাঠানো।

চলুন আমরা একটু পর্যালোচনা করি। ঈশ্বর এলিয়কে একটি দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কার্যভার সম্পাদন করবার জন্য তাঁর সংস্থান দরকার ছিল। আমরা জানি যে এলিয় একজন ভাববাদি ছিলেন, ঈশ্বর যেখানেই তাকে পাঠাতেন সেখানেই এলিয় প্রভুর বাক্য নিয়ে যেত। কিন্তু ঈশ্বরের তাঁর কার্যভারে অর্থায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং এই কারণে কার্যভার সম্পাদনের জন্য সবসময় *মানুষ* জড়িত থাকে ।

এই ক্ষেত্রে, ঈশ্বর ইস্রায়েলে এমন একজন বিধবা খুঁজে পাননি যার তাঁর প্রতি অনুগত হবার বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বর জানতেন যে তিনি কী করতে চলেছেন, কিন্তু তাঁর প্রয়োজন ছিল এমন কাউকে যে স্বর্গের সাথে একমত হবে যোগান আনার জন্য যা এলিয় ভাববাদির প্রয়োজন ছিল।

মনে রাখবেন, কোথাও কোন খাবার ছিল না। সবখানেই মানুষ মারা যাচ্ছিল। এটি কেবল কিছু খাবার খুঁজে বের করার বা বাজারে যাওয়ার বিষয় ছিল না, কারণ সেখানেও কোন খাবার ছিল না। এলিয়ের যোগান ঈশ্বরের আত্মার কাছ থেকে আসতে হয়েছিল।

যেহেতু ইস্রায়েলে এমন কেউ ছিল না যার তাঁকে বিশ্বাস করার বিশ্বাস ছিল, তাই ঈশ্বরকে ইস্রায়েলের বাইরে অন্য একটি জাতির কাছে যেতে হয়েছিল যেখানে তিনি একজন বিধবাকে

খুঁজে পেয়েছিলেন যার বিশ্বাসের হৃদয় ছিল। আর আমরা আগেই বলেছি, এলিয়কে এই নির্দিষ্ট বিধবার কাছে পাঠানো হয়েছিল কারণ ঈশ্বর জানতেন যে তিনি তাঁকে বিশ্বাস করবেন।

ঈশ্বরকে প্রথমে রেখে এবং তাঁর কাছে আগত প্রভুর বাক্য মেনে চলার মাধ্যমে, ঈশ্বরের কার্যভারে এলিয় ভাববাদি সহ বিধবার পরিবার গোটা দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের যোগান পেয়েছিল।

সুতরাং গল্পের মূল বিষয়টি হল ...

যখন ঈশ্বরের কিছু করার থাকে, তখন তিনি এমন কাউকে খুঁজে বের করার জন্য পৃথিবীর দিকে তাকান যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, এমন কেউ যিনি তাঁর অনুগত হবেন এবং তাঁর পরিকল্পনাগুলি সম্পাদন করবেন। তাঁর এমন লোকদেরও প্রয়োজন যারা তাঁর এজেন্ডাকে অর্থায়ন করবে।

সুতরাং, আমাকে আরো স্পষ্ট করে বলতে দিন: যদি আপনি বড় কোন ধারণা পেতে চান, যদি আপনি ঈশ্বর প্রদত্ত দুর্দান্ত ব্যবসায়িক ধারণা ডাউনলোড করতে চান, তবে আপনাকে সেই জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে! ঈশ্বর আপনার হৃদয় জানেন, এবং তিনি পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন তাদের জন্য যাদেরকে তাঁর কার্যভারের দ্বায়িত্বে বিশ্বাস করতে পারেন। তিনি দেখতে চাইছেন যে তিনি কাকে বিশ্বাস করতে পারেন তাঁর কার্যভারগুলিতে অর্থ যোগান দেবার জন্য। এরপরে তিনি তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তার যে পরিকল্পনা রয়েছে তা পাঠাবেন। আপনি কি বিষয়টি বুঝতে পারছেন?

মনে রাখবেন, প্রভুর বাক্য এই বিধবার কাছে প্রেরিত হয়েছিল, এবং এটি তার জীবন বাঁচিয়েছিল!

আমার মনে আছে প্রভুর বাক্য আমার কাছে এসেছিল যেন আমি সামনে এগিয়ে যাই এবং নতুন ভাবে এবং নতুন পরিকল্পনায় আমার ব্যবসা শুরু করি। আমি তাই করেছি, আর তা আমার জীবন বাঁচিয়েছে।

ঈশ্বর তাদের সন্ধান করেন যাদের আনুগত্যের হৃদয় রয়েছে তাঁর কার্যভারগুলি অর্থায়নের জন্য!

চলুন আমরা এই গল্পে যে নীতিমালাগুলি দেখি তা পর্যালোচনা করি।

১. পৃথিবীর রাজ্যে ঈশ্বরের কার্যভার যা তিনি পরিপূর্ণ করতে চান।

২. তাঁর প্রতিটি কার্যভারে মানুষ প্রয়োজন।

৩. তাঁর প্রতিটি কার্যভারে অর্থ প্রয়োজন।

৪. ঈশ্বর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন সেই সব লোকদের খুঁজে বের করার জন্য যারা তাঁর কার্যভার পালন করবে।

৫. আর ঈশ্বর তাদের জন্য পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন, যারা তাঁর কার্যভারের জন্য অর্থায়ন করবে।

৬. আমরা যখন ঈশ্বরের কার্যভারগুলোর জন্য অর্থায়ন করি, তখন আমরা স্বর্গকে আইনী বিচার ব্যবস্থা দেই, শুধু ঈশ্বরের কার্যভারের জন্যই নয়, বরং উপচে পড়ে আমাদের নিজেদের জীবনকেও অর্থ যোগান দেয়।

উদার হতে আপনাকে কখনই খরচ করতে হবে না! আমি আমার মন্ডলীকে বলি, "সবসময় হ্যাঁ বলুন।"

অধ্যায় ৪

অর্থের মালিক কে?

আপনি কি কখনও উপলব্ধি করেছেন যে এই মুহূর্তে আপনার কাছে থাকা কিছু অর্থ আপনার নয়?

আমি জানি যে এটি বোকামী কথার মত শোনাচ্ছে, কিন্তু আপনি কি কখনও বুঝতে পেরেছেন যে ঈশ্বর অন্য কারও জন্য আপনার হাতে সেই অর্থ রেখেছেন?

আমি জানি, আপনি সম্ভবত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন সম্পর্কে সত্যিই চিন্তা করেননি, তবে আপনার চিন্তা করা উচিত, কারণ এটি আপনার জীবনে বৃদ্ধি করার আরেকটি চাবিকাঠি।

আমি কী বলছি তা নিয়ে ভাবুন। আমরা ঈশ্বরের কার্যভারগুলোর জন্য অর্থায়নের কথা বলে আসছি, তাই না? আর আমরা বলেছিলাম যে, ঈশ্বর এমন লোকদের খুঁজে বের করার জন্য পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন যাদের রাজ্যের জন্য হৃদয় রয়েছে এবং তিনি তাঁর কার্যভারগুলি অর্থায়ন করবেন। আমরা জানি যে অর্থ মানুষের হাতে রয়েছে, এবং যদি ঈশ্বর তাঁর কার্যভারগুলি তহবিল করতে চান, তবে তাঁকে এমন লোকদের হাতে অর্থ দিতে হবে, যারা তা দিতে ইচ্ছুক, আর তাঁর এবং তাঁর লোকদের প্রতি উদার হতে ইচ্ছুক।

তাহলে আপনার হাতে কী আছে? যখন আপনি আপনার কাছে যা আছে তা দেখেন, তখন আপনি কি বুঝতে পারেন যে ঈশ্বর অন্য কারও জন্য এটি সেখানে রেখেছিলেন? অথবা তিনি হয়তো এটি আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন এমন একটি প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য যা তিনি সম্পন্ন করতে চান?

অবশ্যই, আইনগতভাবে, আপনার কাছে যা আছে তা আপনার এবং আপনার সিদ্ধান্ত আপনি তা দিয়ে কী করতে চান। কিন্তু ঈশ্বর যদি মানুষের হাতে টাকা তুলে দেন, তাহলে আমি তাঁর অনুমোদিত তালিকায় থাকতে চাই। তাই না?

আর যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারের জন্য খাদ্য যোগাইয়া থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজ যোগাইবেন এবং প্রচুর করিবেন, আর তোমাদের ধার্মিকতার ফল বৃদ্ধি করিবেন; এইরূপে তোমরা সর্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ববিষয়ে ধনবান হইবে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সমপন্ন করে।

— ২ করিন্থীয় ৯: ১০-১১

আমরা ইতিমধ্যে ঐ পদটি দেখেছি, তবে এখানে এমন কিছু রয়েছে যা আপনি মিস করতে পারেন। ১০ পদ বলছে যে, ঈশ্বর বীজ বপনকারীকে বীজ এবং খাওয়ার জন্য রুটি *সরবরাহ* করেন।

এই পদটি কি বলছে তা নিয়ে চিন্তা করুন: ঈশ্বর বীজ বপনকারীকে বীজ দান করেন এবং খাওয়ার জন্য রুটি দেন। খাওয়ার জন্য রুটি আপনার নিজ পরিবারিক জীবন যাপনে আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর ঈশ্বর প্রদত্ত প্রচুর যোগানের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু তিনি বীজ *বপনকারীকে বীজ* দান করেন।

আপনি কি কখনও আপনার উঠোনে একটি বাগান বা ঘাসের বীজ বপন করেছেন? আপনি মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দিতে শুরু করলেন, এবং আপনি যখন বীজ বপন করছেন, তখন আপনি আপনার হাতে ইতিমধ্যে যা আছে তা বপন করার সাথে সাথে আপনি আরও একটি মুষ্টিমেয় বীজ হাতে রেখেছেন, যেন নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ থাকে। আপনি যখন আপনার হাতে থাকা বীজ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন, তখন আপনার হাতটি নতুন সরবরাহে পূর্ণ হয় যা আপনি তখন বপনও করেন। *ঈশ্বর বীজ বপনকারীকে বীজ দেন* এই বাক্যাংশটির একই অর্থ রয়েছে, ঈশ্বর এমন কাউকে বীজ দিচ্ছেন যিনি বীজ বপনের প্রক্রিয়ায় রয়েছেন।

যে বীজ বপন করে ঈশ্বর তাকে বীজ দান করেন!

পৌল আরও বলেন যে, ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় রুটিও দেন অবশ্যই, কিন্তু এই অনুচ্ছেদে জোর দেওয়া হয় বীজ বপনের উপর এবং আমাদের জীবনের উপর এবং সেইসাথে যাদের প্রতি আমরা উদার তাদের উপর এর প্রভাব রয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, এটা মানুষের হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়।

এটি মনে রেখে, আমি মনে করি আমরা সবাই একমত হতে পারি যে ঈশ্বর যতটা সম্ভব বীজ বপন করতে চান যেন তিনি প্রচুর ফসল কাটতে পারেন। সুতরাং আপনি যদি ঈশ্বর হতেন, তবে কাকে আপনি বীজ দিতেন? যে অলস এবং কখনও বপনের জন্য বা যে সক্রিয়ভাবে বীজ বপন করছে তার কাছাকাছি আসে না? আমি মনে করি উত্তরটি সুস্পষ্ট।

যেহেতু আমরা আমাদের যা কিছু আছে তার সাথে বিশ্বস্ত, ঈশ্বর বলেছেন যে তিনি আমাদের বীজের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করবেন যাতে আমরা আরও বীজ বপন করতে পারি এবং তাঁর রাজ্যের জন্য পৃথিবীতে আরও বড় প্রভাব ফেলতে পারি।

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, পৌল বলেছেন যে, আপনি যখন বীজ বপন ও ফসল কাটছেন, তখন আপনার বীজের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে উদার হতে

সাহায্য করবে? যদি এটি সত্য হয় (আর এটি অবশ্যই হয়), তবে আপনার বীজের ভান্ডরটি হল সেই অর্থ যা আপনি আপনার কাছে ধরে রেখেছেন উদারতা দেখাবার সেই সুযোগের জন্য। আপনি উদার হওয়ার আগে আপনার বীজের ভান্ডারটি জায়গায় থাকতে হবে।

আবারও বলি, আপনি যে অর্থটি ধরে রেখেছেন তা সমস্তই কিন্তু আপনার নয়। এর কিছু অংশ ঈশ্বর বীজ হওয়ার জন্য আপনাকে দিয়েছেন । বীজ বপন এবং ফসল কাটার এই চক্রটি একটি প্রবাহ। আমরা বীজ বপন করি, তারপর ফসল কাটাই। আর আমরা তা চালিয়ে যেতে পারি যদি কিনা আমরা আমাদের বীজ না খেয়ে ফেলি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ফসল বাড়তে থাকবে, এবং এতে আমাদের আরও উদার হওয়ার ক্ষমতা থাকবে।

অবশ্যই, যখন আপনি ক্ষুধার্ত হন এবং রুটির প্রয়োজন হয়, তখন আপনি আপনার বীজ ব্যবসা থেকে আপনার যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করেন। আপনার বীজের ব্যবসা বাড়ার সাথে সাথে তা থেকে রুটি নেওয়ার ক্ষমতাও বদ্ধি পায়।

তবে আমি এই মানসিকতার আরও একটু গভীরে যেতে চাই।

আমাকে এই বিষয়টি বলতে দিন যে, ঈশ্বর তাঁর বীজ এমন একজনকে দেন যার বীজ বপন করার জন্য হৃদয় রয়েছে, এমন কাউকে দেন না যে কোন এক দিন বিবেচনা করতে পারে। তিনি কেবল বীজ বপনকারীকে দেন।

সুতরাং এখানে প্রশ্ন হল: আপনি কি আপনার জন্যই কেবল *আপনার* অর্থ ব্যবহার করতে চান, অথবা আপনার এবং ঈশ্বরের অর্থ ব্যবহার করে আপনার জীবন যাপন করতে চান?

জেমস এবং এলা আমাদের গির্জায় এসেছিলেন কারণ তারা এমন কিছু শুনেছিলেন যা তারা আমিশ সম্প্রদায়ের (Amish community)

আপনি কি আপনার জন্যই কেবল আপনার অর্থ ব্যবহার করতে চান, অথবা আপনার এবং ঈশ্বরের অর্থ ব্যবহার করে আপনার জীবন যাপন করতে চান?

মধ্যে কখনও শোনেনি যেখানে তারা দুজনেই বড় হয়েছিলেন। রাজ্যের ধারণাগুলি তাদের কাছে নতুন ছিল এবং তারা রাজ্যের উত্তম ছাত্র ছিল। তারা ফেইথ লাইফ চার্চে রাজ্যের বিষয়ে আমরা যে শিক্ষাগুলো শিখিয়েছি, সেগুলো তারা বার বার শুনতেন।

একদিন, জেমস সদাপ্রভুকে বলেছিলেন যে, তিনি অন্যদের কাছ থেকে এই সমস্ত গল্প শুনছেন যে কীভাবে রাজ্য তাদের জীবনে মহান কাজ করেছে এবং তিনি সেই একই সাক্ষ্য পেতে চেয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি যে-রাজ্যের আইনগুলি শুনছিলেন তা পরীক্ষা করবেন। তারা ছুটিতে গিয়েছিল এবং

সেই সময়ের বেশিরভাগ সময় দ্বিগুণ অংশের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষাগুলি শোনার জন্য সময় ব্যয় করেছিল, যা আমি সেই সময় শিখিয়েছিলাম। আমার বই *আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিশ্রামের ক্ষমতা* বইটি সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং আমি তা থেকে শিক্ষা নিচ্ছিলাম। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা বীজ বপন করার আগে তারা কেবল বাক্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করবেন।

তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তারা ১০ লক্ষ টাকার ফসলের জন্য বীজ বপন করবেন, যে অর্থ তাদের কিছু মেরামতের কাজ করাবার জন্য এবং ছোট বাচ্চাদের এবং সমস্ত পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রয়োজন ছিল। তারা জানত না যে, এই অর্থ কোথা থেকে আসবে, কিন্তু ততদিনে তারা রাজ্য সম্বন্ধে এত দিন ধরে শিক্ষা নিয়েছিলেন তারা অনুভব করেছিলেন যে, এর প্রতি তাদের বিশ্বাস রয়েছে।

সেই সময়, জেমসের নিজস্ব গাড়ি মেরামতের ব্যবসা ছিল। যেহেতু তিনি কাজের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছিলেন, সেই ১০ লক্ষ টাকার ফসল উৎপন্যের জন্য বীজ বপনের খুব বেশি দিন হয়নি, তিনি এলার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে দ্বিগুণ পাবার শিক্ষা নেবার পরে, তিনি সত্যিই অনুভব করেছিলেন যে তাদের বীজের দ্বিগুণ ফসলের জন্য তাদের বিশ্বাস করা উচিত। তিনি বলেছিলেন যে তিনি ২০ লক্ষ টাকার ফসল পাবার জন্য বিশ্বাস করছেন। এলা বলেছিলেন যে তিনি কিছুটা হতবাক হয়েছিলেন, তবে তিনি তার স্বামীর সাথে গিয়েছিলেন। দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় তিনি বললেন, "ঠিক আছে, ২০,০০০ লক্ষ টাকা"।

সেদিন ছিল দোকানের আর একটা দিন। জেমসের নিয়মিত গ্রাহকদের মধ্যে একজন একটি মেরামতের কাজ নিয়ে এসেছিলেন, এবং যখন তিনি অর্ডারটি লেখা শেষ করেছিলেন, তখন তার গ্রাহক জেমসের অফিসে বসেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি সম্প্রতি তার গরুগুলি নিয়ে কতটা হতাশ হয়েছিলেন। তারা তার সমস্ত বেড়া ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার জমি জাতীয় বনের সীমানায় ছিল, তাই এই গরুগুলি যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম হয়েছিল। জেমসের গ্রাহক একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি তখন বলেছিলেন যে তিনি সেই গরুগুলিকে চারপাশে তাড়া করার জন্য খুব বৃদ্ধ হয়ে উঠছেন, এবং তিনি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী কথাগুলি জেমসকে এতটাই হতবাক করেছিল যে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল যে তিনি তার বন্ধুর কথা ঠিকমত শুনেছেন কিনা।

তার বন্ধু বলল, "আমি এই গরুগুলি ছেড়ে দিয়েছি, এবং সেই কারণেই আমি আজ ঐ সমস্ত গরুগুলি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আজ থেকে তারা আপনার হবে"। জেমস বুঝতে পারছিলেন না কী বলতে হবে। তার কোনো জমি ছিল না। তিনি এক চতুর্থাংশ একর জমির

উপর শহরে বসবাস করতেন, এবং তিনি একজন অটো মেকানিক ছিলেন। হ্যাঁ, তিনি আমিশ হিসেবে বড় হয়েছিলেন এবং গরুর চারপাশে বড় হয়েছিলেন, তবে এটি বেশ কয়েক বছর আগে ছিল। বীজের কথা স্মরণ করে জেমস তাকে না বলতে যাচ্ছিলেন। সম্ভবত এখানে এমন কিছু ছিল যা তার পরীক্ষা করা দরকার ছিল।

তার বন্ধুকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে চুক্তিতে ২৩ টি কালো অ্যাঙ্গাস গরু এবং তিনটি ঘোড়া ছিল। জেমসের মনে পড়ে যে কেউ কিছুদিন আগে তাকে বলেছিল যে তারা কেনার জন্য গবাদি পশুর একটি পাল খুঁজছে। তারা একবারে কয়েকটি কিনতে চাইছিল না তবে অন্যদের পাল কিনতে আগ্রহী ছিল। জেমস তাদের একটি কল দিয়েছিল এবং হ্যাঁ, লোকটি বলেছিল যে সে আগ্রহী হবে। তারপর জেমস তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি গবাদি পশুর জন্য কী দিতে ইচ্ছুক, এবং লোকটি এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে এবং তারপর বলল, "ওহ, সম্ভবত ২০ লক্ষ টাকা"।

জেমস যা শুনছিলেন তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সেদিন তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে এবং এলাকে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে দ্বিগুণ অংশের রহস্যটি সম্পর্কে বলার পরে এই সমস্ত কিছু ঘটেছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে গরুগুলিকে একত্রিত করা এবং তারপরে তাদের নতুন খামারে নিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন কাজ ছিল, তবে তিনি এটি করতে পেরেছিলেন। তখন জেমস আমাকে বলেছিলেন যে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্য যে কোনও কিছু করতে পারে এবং তিনি আর তার নিজের তালন্তে সীমাবদ্ধ ছিলেন না।

যখন তিনি প্রথম দিন বাড়িতে গিয়ে এলাকে গরুগুলির কথা বলেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি কেবল হতবাক হয়েছিলেন। আপনি যদি জেমস এবং এলাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আপনাকে কয়েক ঘন্টা সময় দিতে হবে, কারণ তাদের অনেক কিছু বলার আছে।

এটি পবিত্র আত্মার একটি দুর্দান্ত উদাহরণ যা একজন ব্যক্তিকে দেখায় যেখানে ঈশ্বরের প্রতি তাদের উদারতার উপর ফসল কাটা যায়। বীজ বপন করলে পর, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র আত্মা আমাদের যা দেখায় তা *পাগলী* শব্দের চেয়ে ভাল শব্দ আর নাই! আমি বলতে চাইছি, বিষয়টি জেমস তার পেন্সিল এবং কাগজ নিয়ে তার চায়ের দোকানে কাজ করতে করেতে বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন ধারণা পেতে চলেছে তেমনি কোন উপায় ছিল না।

উদাহরণ হিসেবে পিতরের কথাই ধরা যাক। আমি নিশ্চিত যে তার বিবেচনাহীন চিন্তাভাবনায় তিনি তার কর পরিশোধের জন্য মুদ্রাটি খুঁজে বের করার জন্য মাছের মুখের দিকে তাকানোর কথা কখনও ভাবেননি, বা সমুদ্রের তীরে হেঁটে যাওয়া একজন রাব্বি তাকে

বলতে সক্ষম হবেন যে সারা জীবনের সবচেয়ে বেশী মাছ ধরবার জন্য জালটি ঠিক কোথায় নিক্ষেপ করতে হবে।

ড্রেন্ডা এবং আমি এই নয় বছরের চাপ এবং অশান্তির সময় ঋণের মধ্যে রয়েছি তা দেখুন। এই চিন্তা যে আমরা একদিন এমন একটি কোম্পানির মালিক হব যা মানুষকে ঋণ থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে বা আরও বেশি চমকপ্রদ যে, এমন একটি টেলিভিশন সম্প্রচার রয়েছে যা বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলে সম্প্রচারিত হচ্ছে, যার শিরোনাম ছিল *Fixing the Money Thing*। যা করা অসম্ভব ছিল।

আপনারা কখনো ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করতে চাইবেন না।

সুতরাং, আসুন আমরা পর্যালোচনা করি এবং মনে রাখি যে, ঈশ্বর বীজ বপনকারীকে বীজ দেন—যিনি বীজ বপন করছেন এবং বীজ বপন করতে ইচ্ছুক!

চলুন, এগিয়ে যাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই উপমাটি সবচেয়ে গভীরতম উপমাগুলির মধ্যে একটি যা যীশু ঈশ্বরের লোকদের নিয়ে কাজ করার বিষয়ে শিখিয়েছিলেন এবং কীভাবে তা ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যা আমি এখন দেখাতে চাই। এটি অবশ্যই আপনাকে থমকে যেতে এবং চিন্তা করতে বাধ্য করবে।

আর তিনি শিষ্যদিগকেও কহিলেন, "একজন ধনবান লোক ছিল, তাহার এক দেওয়ান ছিল; সে মালিকের ধন অপচয় করিতেছে বলিয়া তাহার নিকটে অপবাদিত হইল। পরে সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনিতেছি? তোমার দেওয়ানী-পদের হিসাব দেও, কেননা তুমি আর দেওয়ান থাকিতে পারিবে না।"

তখন সেই দেওয়ান মনে মনে কহিল, "কি করিব? আমার প্রভু ত আমার নিকট হইতে দেওয়ানী-পদ লইতেছেন; মাটি কাটিবার বল আমার নাই, ভিক্ষা করিতে আমার লজ্জা হয়। আমার দেওয়ানী-পদ গেলে লোকে যেন আপন আপন গৃহে আমাকে গ্রহণ করে, এই জন্য যাহা করিব, তাহা বুঝিলাম।"

পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণীকে ডাকিয়া প্রথম জনকে কহিল, "তুমি আমার প্রভুর কত ধার?"

সে বলিল, "একশত মণ তৈল।"

তখন সে তাহাকে কহিল, "তোমার ঋণপত্র লও, এবং শীঘ্র বসিয়া পঞ্চাশ লেখ।"

পরে সে আর একজনকে বলিল, "তুমি কত ধার?"

সে বলিল, একশত বিশি গম।"

তখন সে কহিল, "তোমার ঋণপত্র লইয়া আটশত লেখ।"

তাহাতে সেই প্রভু সেই অধার্মিক দেওয়ানের প্রশংসা করিল, কারণ সে বুদ্ধিমানের কর্ম করিয়াছিল। বাস্তবিক এই যুগের সন্তানেরা নিজ জাতির সম্বন্ধে দীপ্তির সন্তানগণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান। আর আমিই তোমাদিগকে বলিতেছি, আপনাদের জন্যে অধার্মিকতার ধন দ্বারা মিত্র লাভ কর, যেন উহা শেষ হইলে তাহারা তোমাদিগকে সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে।

যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক। অতএব তোমরা যদি অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখিবে? আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে তোমাদের নিজ বিষয় তোমাদিগকে দিবে?

কোন ভৃত্য দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না, কেননা সে হয় একজনকে ঘৃণা করিবে, অন্যকে প্রেম করিবে, নয় ত একজনে অনুরক্ত হইবে, অন্যকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না।

তখন ফরীশীরা, যাহারা টাকা ভালবাসিত, এই সকল কথা শুনিতেছিল, আর তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরাই ত মনুষ্যদের সাক্ষাতে আপনাদিগকে ধার্মিক দেখাইয়া থাক, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণ জানেন; কেননা মনুষ্যদের মধ্যে যাহা উচ্চ, তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ঘৃণিত।"

— লূক ১৬: ১-১৫

এই উপমাটিতে লক্ষ্য করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। প্রথমত, আমরা দেখতে পাই যে একজন ধনী মালিক একজন দেওয়ানকে তার কার্যভারের দায়িত্বে রেখেছিলেন, এবং দৃশ্যত, দেওয়ান মালিকের সম্পত্তি নষ্ট করছিল এবং কার্যভার পরিচালনা করার জন্য নিজেকে অযোগ্য ঘোষণা করেছিল। সে জানত যে সে তার চাকরি হারাচ্ছে, তাই সে দ্রুত যারা তার মালিকের কাছে ঋণীগ্রস্থ তাদের সবাইকে এক জায়গায় ডেকে আনল এবং তাদের বলেছিল যে তারা একটি বিশাল ছাড়ের বিনিময়ে ঋণ নিষ্পত্তি করতে পারে, যদি তারা এটি দ্রুত নিষ্পত্তি করে তবে অর্ধেক ছাড় পাবে।

অবশ্যই, মালিক দেওয়ান কী করছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন না। কিন্তু অসাধু দেওয়ান ভেবেছিল যে যদি সে এই অন্যান্য লোকদের অনেক ছাড় দেয়, তবে সে মালিককে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে তারা তার দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকাবে এবং সে আশা

করেছিল যে তারা তাদের কাজে তাকে চাকরি দিতে পারে। যখন মালিক অসৎ দেওয়ান কী করেছে তা শুনেছিলেন, তখন তিনি তাকে ডেকেছিলেন এবং:

ক্ষেত্রের প্রভু অসাধু দেওয়ানকে প্রশংসা করেছিলেন কারণ সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল।

বুদ্ধিমানের সংজ্ঞা হল: একটি চতুর সচেতনতা বা সম্পদ, বিশেষ করে ব্যবহারিক বিষয়গুলিতে। শৈল্পিক এবং বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা নিষ্পত্তি বা চিহ্নিত করা; চতুর।[১১]

মালিক দেখলেন যে দেওয়ান এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি এবং সম্পাদন করার ক্ষমতা রয়েছে যা তার লাভজনক হবে, এই ক্ষেত্রে মালিকের জন্য নয় বরং নিজের জন্য - এমন কিছু যা তিনি তার পক্ষে এই দেওয়ানের কাছ থেকে দেখেননি। যাইহোক, যখন নিজের যত্ন নেওয়ার কথা আসে, তখন সে এটিতে ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে খুব বুদ্ধিমান ছিল এবং সম্পূর্ণ ছিল। সে তার নিজের বিষয় এবং তার নিজের মঙ্গলের বিষয়ে উদ্যোগ দেখিয়েছিল কিন্তু তার প্রভুর পক্ষ নিয়ে এর কোনওটিই দেখায়নি। বিষয়টি আমাকে এখানে হতভম্ভ করে দেয় – কারণ সে ছিল কেবলই ঠিকা মজুর!

আপনি কি ঈশ্বরের ব্যবসার চেয়ে আপনার মঙ্গলের বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন? আপনি কি ঈশ্বরের যত্ন এবং উদ্বেগের চেয়ে আপনার নিজের যত্ন এবং উদ্বেগ সম্পর্কে বেশি উদ্বিগ্ন? আপনি কি ঈশ্বরের ধন-সম্পদ অপচয় করছেন?

আমি জানি যে এগুলি কঠিন প্রশ্ন। এই কারণেই আমি বলেছিলাম যে এই উপমাটি এত গভীর, কারণ এটি হৃদয়কে ভেদ করে যায় এবং লুকানো ভুল মনোভাবযুক্ত গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করে।

যীশু আমাদের কাছে একটি চিত্র তুলে ধরেছেন এবং যোহন ১০: ১১-১৩ পদে ঠিকা মজুর কী তা সংজ্ঞায়িত করেছেন।

> *আমিই উত্তম মেষপালক; উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করে। যে বেতনজীবী, মেষপালক নয়, মেষ সকল যাহার নিজের নয়, সে কেন্দুয়া আসিতে দেখিলে মেষগুলি ফেলিয়া পলায়ন করে; তাহাতে কেন্দুয়া তাহাদিগকে ধরিয়া*

[১১] *The American Heritage® Dictionary of the English Language, (৫ম সংস্করণ)।*

লইয়া যায়, ও ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে; সে পলায়ন করে, কারণ সে বেতনজীবী, মেষদের জন্য চিন্তা করে না।

— যোহন ১০:১১-১৩

যোহন ১০:১১-১৩ পদটি (১৩ পদ) অন্য অনুবাদে এইভাবে বলে:

মেষপালের জন্য বেতনভোগীর কোন দরদ থাকে না, তাই সে পালায়।

অসাধু দেওয়ানের ক্ষেত্রে, তাকে মালিকের অর্থ পরিচালনা করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল কারণ সে সত্যিই মালিকের মঙ্গলের যত্ন নেয়নি; সে শুধু নিজের যত্ন নিত। তার বাইরে যাবার এবং তার নিজের অর্থ উপার্জন করার ক্ষমতা ছিল অবশ্যই, কিন্তু তার আর তার মালিকের অর্থ পরিচালনা করার সুযোগ ছিল না।

আমি বিশ্বাস করি আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন ঠিকা মজুরের মানসিকতা নিয়ে আমেরিকা এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমি নিশ্চিত যে আপনি রেস্টুরেন্ট খেয়েছেন এবং নোংরা টেবিল এবং নোংরা মেঝে দেখেছেন, এবং পিছনের দিকে কয়েকজন কর্মচারীকে একটি বন্ধ দরজা দিয়ে যেতে দেখেছেন। অথবা মনে করুণ আপনি সম্ভবত বন্ধ হওয়ার ৩০ মিনিট আগে একটি ফাস্ট ফুড রেস্তোঁরায় ডুকেছেন, এবং আপনি সমস্ত চেয়ারগুলিকে টেবিলের উপরে দেখে অবাক হয়েছেন এবং কর্মচারীদের চলে যাবার জন্য ঘড়ির সময়ের জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে দেখে হতবাক হয়ে যান। জিজ্ঞাসা না করেই আপনি বুঝলেন যে, এরা ভোড়াটে মজুর। তারা ব্যবসার লাভ পরোয়া করে না। তারা কেবলই একটি paycheck পেতে অপেক্ষা করছে।

তাই অনেক নিয়োগকর্তা আমাকে বলেন যে বিষয়টা দিন দিন এতোটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে যদি কোনও কর্মচারী সময়মতো কাজের জন্য উপস্থিত হন তবে তিনি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিয়োগকর্তারা মালিক মনোভাবের মজুরিদের জন্য আকূল হয়ে আছেন, গ্রহীতাদের জন্য নয়। তারা এমন কর্মীদের চায় যারা এটি তাদের নিজস্ব ব্যবসা মনে করে কাজ করবে এবং যত্ন নেবে।

তারা আমাকে বলে যে একজন কর্মচারী যে নিজেকে এই ধরনের মনোভাব নিয়ে থাকে, তাকে পদোন্নতি দেওয়া হবে এবং সন্ধান করা হবে।

ঈশ্বর আলাদা কিছু নন। তিনি এমন লোকদের সন্ধান করছেন যারা তিনি যা যত্ন করেন তারাও তা যত্ন নেয়, এবং তিনি যা ঘৃণা করেন তারাও তা ঘৃণা করে।

১ শমূয়েল ১৫ অধ্যায়ে ঈশ্বর রাজা শৌলকে মিসর থেকে বের হওয়ার পথে ইস্রায়েলের প্রতি তারা যা করেছিল তার জন্য অমালেকীয়দের আক্রমণ করতে বলেছিলেন। রাজা শৌলকে বলা হয়েছিল যে, তিনি যেন রাজা ও লোকদের জীবিত না রাখেন। তারা তাদের সাথে কোন প্রাণীকে ফিরিয়ে আনবে না, কিন্তু শৌল এটাই করেছিল:

কিন্তু শৌল ও লোকেরা অগাগের প্রতি এবং উত্তম উত্তম মেষ ও গরুর প্রতি ও পুষ্ট গোবৎসের এবং মেষশাবকগুলির প্রতি ও সমস্ত উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করিলেন, সেই সকলকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে চাহিলেন না; কিন্তু যাহা কিছু তুচ্ছণীয় ও রোগা, তাহাই নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন।

— ১ শমূয়েল ১৫:৯

১০-১১ পদে ঈশ্বর কী বলেছেন তা দেখুন:

পরে শমূয়েলের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, আমি শৌলকে রাজা করিয়াছি বলিয়া আমার অনুশোচনা হইতেছে, যেহেতু সে আমার অনুগমন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার বাক্য পালন করে নাই। তখন শমূয়েল ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সমস্ত রাত্রি সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলেন।

তারপর আমরা ১ শমূয়েল ১৬:১ পদে ঈশ্বরকে শৌল সম্পর্কে কথা বলতে দেখি।

পরে সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, "তুমি কতকাল শৌলের জন্য শোক করিবে? আমি ত তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ইস্রায়েলের রাজ্যচ্যুত করিয়াছি। তুমি তোমার শৃঙ্গ তৈলে পূর্ণ কর, যাও, আমি তোমাকে বৈৎলেহমীয় যিশয়ের নিকটে প্রেরণ করি, কেননা তাহার পুত্রগণের মধ্যে আমি আপনার জন্য এক রাজাকে দেখিয়া রাখিয়াছি।"

অসাধু দেওয়ানকে যেমন মালিকের কাজ করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল, তেমনি শৌলকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর কি ঘটতে পারে? আপনি এবং আমিও অযোগ্য হতে পারি।

ঈশ্বর কি খুঁজছেন? তিনি কাকে বিশ্বাস করবেন?

পরে তিনি তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া তাহাদের রাজা হইবার জন্য দায়ূদকে উৎপন্ন করিলেন, যাঁহার পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, "আমি যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইয়াছি, সে আমার মনের মত লোক, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করিবে।"

— প্রেরিত ১৩:২২

আমরা যদি অযোগ্য হতে পারি, তাহলে আমরা যোগ্যও হতে পারি। আপনি বলতে পারেন, "ঠিক আছে, গ্যারী, আমি কীভাবে এটি করব?" এই উপমাটি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে।

যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক। অতএব তোমরা যদি অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখিবে? আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে তোমাদের নিজ বিষয় তোমাদিগকে দিবে?

কোন ভৃত্য দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না, কেননা সে হয় একজনকে ঘৃণা করিবে, অন্যকে প্রেম করিবে, নয় ত একজনে অনুরক্ত হইবে, অন্যকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না।

— লূক ১৬:১০-১৩

আমাকে স্পষ্ট করে বলতে দিন: আপনাকে অবশ্যই আনুগত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আপনাকে যদি খুব অল্প বিষয়ে বিশ্বাস করা যায়, তবে আপনাকে অনেক বিষয়েই বিশ্বাস করা যেতে পারে। পরীক্ষা সবসময় সাধারণ জাগতিক বিষয় দিয়ে শুরু হয় এবং তা আত্মিক বিষয় পরিচালিত হয়। ঈশ্বর তাঁর ধন-সম্পদ দ্বারা আপনাকে বিশ্বাস করার পূর্বে আপনাকে পার্থিব ধন-সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে, যদি অন্য কারও সম্পত্তিতে আপনি বিশ্বাসযোগ্য না হন তবে কে আপনাকে আপনার নিজের জন্য সম্পত্তি দেবে? নিশ্চয় ঈশ্বর দেবেন না।

ঠিক আছে, এরপরই আসে আমাদের নিজের জীবনের জন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োগ।

বেশীরভাগ খ্রীষ্টানুসারীরা ঈশ্বরকে অবশিষ্ঠাংশ দেয়।

বেশিরভাগ খ্রীষ্টানুসারীরা তাদের বাজেটের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, "আমি এতোটুকুই দিতে পারি।" কিন্তু সেইদিনই তাদের নতুন নৌকা কিনতে কোনও সমস্যা হয় না।

এখন, আমি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করছি না, এবং আপনার একটি সুন্দর নৌকা থাকুক সেই বিষয়ে ঈশ্বর পরোয়া করেন না। আমি কেবলমাত্র আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি: আপনি কি কেবলমাত্র আপনার ক্ষেত্রেই অর্থ ব্যবহার করতে চান, বা আপনার এবং ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবহার করতে চান?

আপনি যদি গুগল সার্চ করেন, তবে অবাক হবেন জেনে যে, খ্রীষ্টিয়ানরা গড়পড়তা কত দেয়। আমি একটি পরিসংখ্যানে দেখেছি যেখানে বলেছিল যে আমেরিকার খ্রীষ্টানরা গির্জায় সপ্তাহে মাত্র গড়পড়তা ১৩০০ টাকার একটু বেশি দেয়।[১২]

আমি উপহার দেওয়া সম্পর্কে অনেক পরিসংখ্যান দেখেছি, এবং সেগুলি বেশ হতাশাজনক ছিল। যেমনটি আমি বলেছিলাম, বেশিরভাগ খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরকে তাদের অবশিষ্টাংশ দেয়। আবারও বলছি, দয়া করে মনে করবেন না যে আমি নিন্দা বা দোষী সাব্যস্ত করাবার চেষ্টা করছি। আমি শুধু একটি চিন্তা জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করছি, আর আমি মনে করি ঈশ্বরের বাক্য আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে, যে, ঈশ্বর ভাড়াটে মজুরদের সন্ধান করছেন না; তিনি মালিকদের খুঁজছেন।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর এমন লোকদের খুঁজছেন না যারা অপরাধবোধ থেকে অর্থ দিতে বাধ্য হয়। ২ করিন্থিয় ৯:৭ পদ অনুসারে, ঈশ্বর একজন উৎফুল্ল বা হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালবাসেন।

ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন তা না করার জন্য শৌলকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু দায়ূদকে বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি অনুগত ছিলেন এবং ঈশ্বরের যা প্রয়োজন তা করেছেন।

আমি একটি নতুন দৃষ্টিকোণ প্রস্তাব করি, চলুন। যদি আমরা আমাদের জগৎকে উল্টে দেই, এবং প্রথমে ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত নিই আর আমরা অবশিষ্টাংশ নিয়ে জীবন যাপন করি, তা হলে কী হবে? আমি কেবল অনুমান করতে পারি যে আপনার অবশিষ্টাংশ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি একটি আশীর্বাদময় জীবন যাপন করবেন।

---

[১২] https://www.pastorrickypowell.com/life_matters_with_pastor_/2009/10/startling-statistics

আর.জি. লীটুরনিউয়ের জীবনে এভাবে কাজ করেছিল। যিনি খুবই সাধারণভাবে শুরু করে, মাত্র সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষা নিয়ে, নিজে নিজে শিখেছিলেন এবং অবশেষে, একটি উতপাদন শিল্প সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তার মাটি বহনকারী মেশিনগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয় করতে এবং আধুনিক আমেরিকার মহাসড়ক অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করেছিল। তার জীবনের শেষে এসে তিনি ৩০০টি বিশেষ অধিকার (পেটেন্ট) অর্জন করেন।[১৩]

তার রহস্য জানতে চান? তিনি যা কিছু করেছেন তার ৯০% তিনি ঈশ্বরকে দিয়েছেন।[১৪]

এখন, আমি আপনাকে একই কাজ করতে বলছি না। এটি একটি চুক্তি ছিল যা তিনি এবং ঈশ্বর ৩০ বছর বয়সে করেছিলেন এবং তিনি তখন প্রচন্ড ঋণের মধ্যে ছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে তার ব্যবসায়িক অংশীদার বানিয়েছিলেন (এভাবেই তিনি বলতেন), এবং তিনি ঋণ থেকে বেরিয়ে আসেন।

ঈশ্বর আমাকে যখন স্ক্র্যাচ থেকে একটি মন্ডলী শুরু করার জন্য আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি ইতিমধ্যে আমার কোম্পানি *ফরওয়ার্ড ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ* চালাচ্ছিলাম। এটি খুব সফল হয়ে উঠেছিল এবং আমাদের প্রাথমিক বিক্রেতার সাথে দেশব্যাপী ৫,০০০ টি অফিসের মধ্যে এক নম্বরে পরিণত হয়েছিল। ঈশ্বর যখন আমাকে পালকীয় কাজে আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ফরওয়ার্ড ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের কী হবে? আমার কি এটি বন্ধ করা উচিত এবং আমার গির্জার পালকীয় কাজে মনোনিবেশ করা উচিত?"

সদাপ্রভু আমাকে উত্তর দিলেন এবং বললেন, "*না, এটি চালিয়ে যাও কারণ এটি অনেক লোককে সাহায্য করে।*" তাই আমি করেছি।

আমি স্বীকার করি যে কখনও কখনও একই সঙ্গে দুটি কাজ করা কঠিন ছিল, কিন্তু এটি বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার মানুষকে সাহায্য করেছে। যেহেতু আমি আমাদের গির্জার পালক, তাই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে আমার কোম্পানির উতপাদন হ্রাস হবে এবং আমার সম্পৃক্ততা ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে হবে। কিন্তু ড্রেন্ডা এবং আমি যখন ঈশ্বরের আদেশগুলো পালন করার জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলাম, তখন আমি ঠিক তার বিপরীতটাই খুঁজে পেয়েছিলাম। যদিও আমি কোম্পানিতে শুধুমাত্র আমার অবসর সময় দিচ্ছিলাম, তথাপি কোম্পানি দুর্দান্ত হারে কাজ করছিল।

---

[১৩] http://centerforfaithandwork.com/article/who-was-rg-letourneau

[১৪] https://centerforfaithandwork.com/article/why-rg-letourneau-gave-90-percent

শত শত অফিসের মধ্যে, আমরা দেশব্যাপী শীর্ষ পাঁচ থেকে দশটি অফিসের মধ্যে থাকব এবং স্বীকৃত হব। তবুও আমাকে হাসতে হয়েছিল, এটা জেনে যে আমি এই কাজটি পার্ট টাইম করেছি এবং আমি পুরো সময়ের বেশিভাগ সময় পালকীয় কাজ করেছি। ঈশ্বর আমাকে অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন যেন পৃথিবীতে যারা তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে অর্থের পিছনে ছুটছিল তাদের থামতে হয়েছিল এবং ভাবতে হয়েছিল যে আমি কীভাবে এটি করেছি।

আমি মনে করতে পারি একটি কনভেনশনে একটি টেবিলে বসে থাকা লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমি কতটা মার্কেটিং করেছি। আমি হাসতে হাসতে বললাম, "একটাও না"। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে আপনি এত ব্যবসা করেন কীভাবে?" আমি তাকে বলেছিলাম যে, আমরা কেবল মুখে কথা বলি এবং ঈশ্বর আমাদের সেভাবেই আশীর্বাদ করেছেন। তিনি কেবল মাথা নাড়লেন, কারণ তিনি আমাকে বুঝতে পারছিলেন না।

একবার, আমাদের এক বিক্রেতার সভাপতি ফোন করেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন যে আমি কীভাবে এত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি সে সম্পর্কে আমি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কাছে শেয়ার করব কিনা।

প্রতিটি কার্যভারে, আপনি পরবর্তী কার্যভারের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, তাই ছোট শুরুর দিনটিকে কখনও অবজ্ঞা করবেন না।

আমি বললাম, আমি খুশি হব। তারপরে তিনি আমাকে আমাদের কার্যক্রম কীভাবে কাজ করে এবং আমরা কীভাবে ব্যবসা করেছি সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন। অবশ্যই, আমাকে তাকে বলতে হয়েছিল যে আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি এবং কীভাবে তিনি আমাদের অনুগ্রহের সাথে আশীর্বাদ করেছিলেন। যখন আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘন্টা কাজ করি এবং একজন পূর্ণ-সময়ের যাজক ছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, "ঠিক আছে, আমি ভেবেছিলাম আপনার অবশ্যই একটি সূক্ষ্মভাবে বিস্তারিত বিপণন কৌশল থাকতে হবে এবং আপনি কীভাবে তা কাজ করে তা শেয়ার করবেন। আমার মনে হয় না আমি এভাবে ভেবেছিলাম, তবে আমি শেয়ার করার জন্য আপনার ইচ্ছার প্রশংসা করি।" হায়রে! তারা সুযোগ হারিয়ে ছিল। আমি সেখানে অনেককে সাহায্য করতে পারতাম।"

আমি এই বই জুড়ে বলেছি যে, আপনি যদি ঈশ্বরের ব্যবসায়ের যত্ন নেন তবে তিনি আপনার যত্ন নেবেন!

সুতরাং, আমি আপনাকে যে প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করেছিলাম তা আবারও জিজ্ঞাসা করি, "এই অর্থ কার?"

আপনি কি কেবল আপনার নিজের অর্থ নিয়েই চিন্তা করবেন, যেমন অসৎ দেওয়ান করেছিল, অথবা আপনি ঈশ্বরের অর্থও ব্যবহার করতে চাইবেন? আপনি যখন ঈশ্বরের অর্থ ব্যবহার করেন, তখন আপনার বীজ ব্যবসা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং অনুগ্রহের দ্বারা উদ্দীপিত হয়, যা আপনার ব্যক্তিগত রুটির ফসলকেও সেই বৃদ্ধির সাথে সাথে টেনে আনে।

আমি নিশ্চিত যে ঈশ্বর আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা আছে কিনা তা নিয়ে চিন্তা করেন না বরং ঈশ্বর, আপনার হৃদয়ে তিনি আছেন কিনা তা নিয়ে চিন্তা করেন!

মনে রাখবেন, এটি ছোট ছোট অ্যাসাইনমেন্টগুলি দিয়ে শুরু হয় যেখানে কেউ আপনার নাম জানে না। যদিও আপনি মনে করতে পারেন যে এই পার্ট-টাইম চাকরিতে আপনি কী করছেন তা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না, ঈশ্বর এটি দেখেন। প্রতিটি কার্যভারে, আপনি পরবর্তী সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, তাই ছোট শুরুর দিনটিকে কখনও অবজ্ঞা করবেন না। ঈশ্বর তা দেখেন। প্রতিটি কার্যভারে, আপনি পরবর্তী সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, তাই ছোট শুরুর দিনটিকে কখনও অবজ্ঞা করবেন না।

ছোট শুরুকে মেনে নিন, যেন মনে হয় আপনি এটির মালিক, এবং আপনার সেরাটি দিন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনি রাতের তারার মতো উজ্জ্বল হবেন, এবং পদোন্নতি এবং বিশেষ দৃষ্টি লাভ করবেন।

অধ্যায় ৫

আপনার একজন ব্যবসায়ী পার্টনার প্রয়োজন!

আপনারা জানেন, আমি প্রায় ৪০ বছর ধরে আর্থিক ব্যবসা করছি। বছরের পর বছর ধরে, আমি অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করেছি যে কীভাবে ব্যবসা শুরু করতে হয় এবং কী করলে কোন ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে পারে।

অবশ্যই, এমন অনেক কিছু আছে যা লোকদের জানা দরকার, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমি তাদের বলতে পারি যে, তাদের একজন ব্যবসায়ী *পার্টনার* প্রয়োজন।

তবে বহু বছর ধরে একজন পালক হিসাবে আমি দেখেছি যে যারা ভেবেছিল যে তাদের অংশীদার হিসেবে মন্ডলীর কোন বন্ধুর সাথে ব্যবসায়ে যাওয়া দুর্দান্ত হবে, এবং পরে দেখেছি পুরো বিষয়টি দ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছে। বন্ধুরা একে অপরের দ্বারা অপমানিত হয়, এবং অনেক সময় এমনকি কথা বলা বন্ধ করে দেয়, এবং সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু আমি এটি অনেকবার দেখেছি, তাই আমি খুব কমই পরামর্শ দিই যে আপনি আপনার বন্ধুর সাথে ব্যবসায়ে যান যদি না আপনার সীমানাগুলি পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করা হয় এবং লিখিত হয়।

যাইহোক, এমন একজন পার্টনার রয়েছে যা আমি সর্বদা আপনাকে গ্রহণ করার জন্য জোর দিই, আর তিনি হলেন, ঈশ্বর।

এর আগের একটা অধ্যায়ে, আমরা সেই মহিলার কথা বলেছিলাম, যে ভাববাদী এলিয়কে গ্রহণ করেছিল এবং তাকে তার খাবারের শেষ অংশ দিয়েছিল। আমরা দেখেছি যে, এই বিশ্বাসের কাজ কীভাবে ভাববাদিকে, সেই মহিলার পরিবারকে এবং ঈশ্বরের কার্যভারের জন্য প্রতিদিন খাদ্য উৎপন্ন করেছিল। সেই নারী তার কার্যভারে তার সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছিল এবং তা করতে গিয়ে তার কার্যভারে যে-অভিষিক্তকরণ ও ব্যবস্থা ছিল, তা তার হয়ে উঠেছিল. তারা ছিল পার্টনার।

এই বই জুড়ে, আমরা ঈশ্বরের প্রতি উদার হওয়া এবং তাঁর কার্যভারগুলিতে বীজ বপন করার বিষয়ে কথা বলে আসছি। আমি আপনাকে এও বলেছি যে, কীভাবে উদার হলে পর মানুষের হৃদয় আপনার প্রতি যেমন, তেমনি ঈশ্বরের প্রতিও খুলে যায়।

এই অধ্যায়ে, আমি ঈশ্বরের রাজ্যের আরেকটি শক্তিশালী নীতিমালা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে চাই, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ এক নতুন স্তরে নিয়ে যাবে — অংশীদারিত্বের নীতিমালা।

একদা যখন লোকসমূহ তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতেছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তিনি দেখিলেন, হ্রদের ধারে দুইখানি নৌকা রহিয়াছে, কিন্তু ধীবরেরা নৌকা হইতে নামিয়া গিয়া জাল ধুইতেছিল। তাহাতে তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে একখানিতে, শিমোনের নৌকাতে, উঠিয়া স্থল হইতে একটু দূরে যাইতে তাঁহাকে বিনতি করিলেন; আর তিনি নৌকায় বসিয়া লোকসমূহকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পরে কথা শেষ করিয়া তিনি শিমোনকে কহিলেন, তুমি গভীর জলে নৌকা লইয়া চল, আর তোমরা মাছ ধরিবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।

শিমোন উত্তর করিলেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব।

তাঁহারা সেইরূপ করিলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়িল, ও তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল; তাহাতে তাঁহাদের যে অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা সঙ্কেত করিলেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা আসিয়া দুইখানি নৌকা এমন পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা দুইখানি ডুবিতে লাগিল।

— লূক ৫:১-৭

আমি জানি যে এই গল্পটি আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, যখন আমি নৌকা এবং মাছ ধরার ব্যবসা কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য পরিবর্তন করছে (বা বিচার বিভাগ), যখন পিতর (সাইমন) যীশুকে প্রচার করার জন্য তার নৌকা ধার দিয়েছিল। আমি অবিশ্বাস্য পরিমান মাছ ধরার কথাও উল্লেখ করেছি যা প্রায় দুটি নৌকাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। মনে রাখবেন, পিতর বলেছিল যে সে সারা রাত ধরে মাছ ধরেছিল এবং কিছুই ধরতে পারেনি। এখন, মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে, তার কাছে এত বেশি মাছ জালে ধরা পরেছিল যে সে টেনে তুলতে পারছিল না। পার্থক্যটা কী ছিল?, অবশ্যই ঈশ্বরের রাজ্য, কিন্তু *অংশীদারিত্বও*। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন।

আর তিনি দেখিলেন, হ্রদের ধারে দুইখানি নৌকা রহিয়াছে, কিন্তু ধীবরেরা নৌকা হইতে নামিয়া গিয়া জাল ধুইতেছিল। তাহাতে তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে একখানিতে, শিমোনের নৌকাতে, উঠিয়া স্থল হইতে একটু দূরে যাইতে তাঁহাকে বিনতি করিলেন।

আসুন ঘটনাটি আমাদের মনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে সাজিয়ে নেই। তারা কোথায় ছিল, এবং যীশু যখন এসেছিলেন তখন তারা কী করছিল? তারা কিন্তু মাছ ধরছিল না। তারা তীরে তাদের জাল ধুচ্ছিল, কারণ সারা রাত ধরে জাল ফেলেও তারা কিছুই ধরতে পারেনি।

প্রভু যীশু লক্ষ্য করেছিলেন যে নৌকাগুলি খালি ছিল, তিনি পিতরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সে তাঁকে নৌকায় করে তীর থেকে কিছুটা দূরে নিতে পারবে কিনা যেন তিনি নৌকা থেকে তীরে ভীর করা মানুষের কাছে প্রচার করতে পারেন। পিতরের সঙ্গী যাকোব এবং যোহন তখন কোথায় ছিল যখন সে যীশুকে নৌকায় করে নিয়ে গিয়েছিল? আসলে তারা তখন অন্য নৌকায় তীরে ছিল, তাদের সঙ্গেও জাল ছিল।

প্রচার শেষ করার পর, যীশু পিতরকে গভীর জলে জাল ফেলতে বলেছিলেন। আপনি গল্পটা জানেন। পিতর এত মাছ ধরতে শুরু করল যে তার জাল প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তাই সে তার পার্টনারদের ডেকেছিলেন তাকে জাল টেনে নৌকায় উঠাতে সহায়তা করার জন্য। আর বাইবেল বলে যে দুটি নৌকাই প্রায় ডুবে যাচ্ছিল, কারণ নৌকা মাছে পরিপূর্ণ ছিল।

তাঁহারা সেইরূপ করিলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়িল, ও তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল; তাহাতে তাঁহাদের যে অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা সঙ্কেত করিলেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা আসিয়া দুইখানি নৌকা এমন পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা দুইখানি ডুবিতে লাগিল।

এখন আমি লক্ষ টাকা মূল্যের প্রশ্ন করব: যকোব এবং যোহন কতটা বিশ্বাস ধারণ করেছিল যে তাদের নৌকা এত মাছে ভরে গিয়েছিল, যে তা প্রায় ডুবেই যাচ্ছিল?

একটু চিন্তা করুন - তারা তখনও তাদের নৌকায় জাল নিয়ে তীরে ছিল। পিতরই যীশুকে নৌকায় আনতে রাজি হয়েছিল। সেই বলেছিল, "*কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব।*" সুতরাং সঠিক উত্তর কোনটিই না! তাদের বিশ্বাসের কারণে যকোব এবং যোহন তাদের নৌকায় মাছ সংগ্রহ করতে পারেনি; কিন্তু পিতরের বিশ্বাস ছিল। পিতর কেবল তার পার্টনারদের ডেকেছিল যারা তীরে ছিল, যেন মাছ তুলতে সাহায্য করতে পারে। আশ্চর্যজনকভাবে, তাদের নৌকাও ঠিক পিতরের মতই মাছে উপচে পরছিল।

শিমোন উত্তর করিলেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব।

সুতরাং, যদি পিতরের বিশ্বাসই মাছ তুলে নিয়ে আসে এবং তার নৌকাটি পূর্ণ করে, তাহলে যাকোব ও যোহনের নৌকা কেন পিতরের নৌকার মতো একই পরিমাণ মাছ দিয়ে পূর্ণ হয়েছিল?

বাক্যটি ঐ প্রশ্নের উত্তর দেয় - কারণ তারা *পার্টনার* ছিল।

কলিন্স ইংলিশ ডিকশনারিতে অংশীদারের (partner) সংজ্ঞা হল:

এমন একজন ব্যক্তি যিনি কিছু কর্ম বা প্রচেষ্টায় অন্যের সাথে ভাগ করে নেন বা তার সাথে যুক্ত হন; সাধারণত তার ঝুঁকি এবং লাভ ভাগ করে নেন।

অংশীদারিত্ব একটি আইনি সত্তা এবং ঝুঁকি, খরচ, এবং ব্যবসার লাভ শেয়ার। তাই, পিতর যখন যীশুকে নৌকাটি ব্যবহার করার জন্য দিয়েছিলেন, তখন তিনি সত্যিই যীশুকে আইনী অর্থে *ব্যবসাটি* ধার দিয়েছিলেন, কেবল নৌকা নয়। টেকনিক্যালি, যাকোব এবং যোহনও সেই নৌকার একটি অংশের মালিক ছিলেন যা পিতর যীশুকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন এবং তাদের অংশীদারিত্বের কারণে, উভয় নৌকাই সমানভাবে পূর্ণ হয়েছিল।

যাকোব ও যোহন পিতরের মতো ঠিক একই ফসল তুলেছিল, যদিও তারা সেই পরিস্থিতিতে বিশ্বাস করত না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে তারা আনন্দিত ছিল যে পিতর সেদিন তাদের সঙ্গী ছিল। আপনি কি ভাবছেন? আমার এরকম মনে হয়। আমি আপনাকে এই নীতিমালার আরও একটি ব্যক্তিগত উদাহরণ দিই।

ড্রেন্ডা এবং আমি কাঠ, জলাভূমি, এবং তৃণভূমি সহ ৬০ একর সুন্দর জমির মালিক। জায়গাটি হরিণ শিকারের জন্য একেবারে নিখুঁত। আমাদের সম্পত্তির চারপাশে বহু রকম ফসল রোপণ করা হয়, আর বন এবং জলাভূমি হরিণের জন্য প্রাকৃতিক চুম্বক।

আমি আমাদের গ্যারেজের উপর আমার অফিস তৈরি করেছি, এবং এতে কাঠের বইয়ের তাক এবং একটি বিল্ট-ইন গ্যাস ফায়ারপ্লেস রয়েছে। কামরাটি শান্ত, আরামদায়ক, মানুষের তৈরী গুহার মত অফিস, যেখানে বসে কাজ করতে আমি পছন্দ করি। একমাত্র জিনিস যা অনুপস্থিত ছিল তা হ'ল আমার ডেস্কের উপরে একটি সুন্দর হরিণের মাথার কঙ্কাল। সত্যি কথা বলতে কি, আমি কখনোই বড় হরিণ শিকারে আগ্রহী ছিলাম না, কারণ আমি একজন

মাংসাশী প্রাণি শিকারী ছিলাম। আর আমি কখনও এমন কোনও হরিণকে তীরবিদ্ধ করিনি যার মাথা সাজিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট বড় ছিল।

আমরা পাঁচ বছর ধরে এই জমিতে বাস করছিলাম, আর ড্রেন্ডা জোর দিয়েছিল যেন আমি আমার অফিসে সাজাবার জন্য একটি বড় হরিণ শ্যুট করি। সেই সময় থেকে আমি আমাদের জমিতে একটিও বড় হরিণ দেখিনি। আমি প্রতি হরিণ শিকারের মৌসুমে বের হয়েছিলাম এবং কয়েকটি আট ডাল শিং বিশিষ্ঠ হরিণ শিকার করেছিলাম, কিন্তু আমি অফিসে সাজাবার মত কোন হরিণ পাইনি।

কিন্তু সেই বছর, আমি এটি সম্পর্কে যত বেশি ভেবেছিলাম, আমি ড্রেন্ডার সাথে একমত হয়েছিলাম। আমি ড্রেন্ডাকে বলেছিলাম যে আমি ভেবেছিলাম আমি দেওয়ালে টাংগানোর জন্য বড় হরিণ শিকার করব। এবারো আমি বনের মধ্যে একটিও বড় হরিণ পেলাম না। আমাদের রান্নাঘরের জানালাটি বন এবং মাঠের দিকে মুখ করে আছে, তবুও আমি কখনও সেই রকম বড় হরিণ দেখিনি।

সুতরাং ড্রেন্ডা এবং আমি বড় হরিণের জন্য বীজ বপন করেছি। আমি আমার বীজের চেকে লিখেছিলাম যে আমি দশ ডাল শিং বিশিষ্ঠ হরিণ বা তার চেয়ে বড় হরিণের জন্য বীজ বপন করছি। আমরা সেই বীজের উপর প্রার্থনা করেছিলাম, এবং আমি এটি মেইল করার জন্য আমার ডেস্কে রেখেছিলাম। সেই খামটি সেখানে তিন দিন ধরে পরে ছিল, এবং আমি কেবল এটি মেল করতে পারিনি। আমি জানতাম যে এই দশ ডাল শিং বিশিষ্ঠ হরিণের জন্য আমার বিশ্বাস নেই। আমি সারা দিন ধরে আট, ছয় বা চার- ডাল শিং বিশিষ্ঠ হরিণের জন্য বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাসের সেই আশ্বাসের সাথে সেই বড় হরিণটি দেখতে আমার সমস্যা হচ্ছিল, বিশ্বাসটি ছিল, "আমি জানি যে আমি যখন বাইরে যাব তখন আমি দশ ডাল শিং বিশিষ্ঠ হরিণের বা আরও বড় হরিণকে তীর বিদ্ধ করব।"

আমি বিশ্বাসে ততটা শক্তিশালী ছিলাম না, ঈশ্বরের রাজ্যে থাকাকালীন আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সুতরাং, আমি সেই চেকটি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম এবং নতুন আরেকটি চেক লিখলাম, লিখলাম "চার ডাল শিং বিশিষ্ঠ হরিণের বা তার চেয়ে বড়টির জন্য", এরপর পোষ্ট করে পাঠিয়ে দিলাম।

সেই রাতে বাইরে যাওয়ার আগে আমি ড্রেন্ডাকে বলেছিলাম আমি কী করেছি। "আমার বড় হারিণের জন্য বিশ্বাস নেই", আমি তাকে বলেছিলাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হরিণের জন্য *তোমার* বিশ্বাস রাখ, এবং বড় হরিণের জন্য আমি বিশ্বাস রাখি। তুমি যা চাও বা চিন্তা কর, তার চেয়েও অপরিমেয়ভাবে বেশি কিছু ঈশ্বর করতে সক্ষম!"

বনের কাঠবিড়ালি এবং পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ, গাছের পাতা ঝরে পরছে, শুকনো পাতার গন্ধ, এভাবেই আমার সেই সকালটা শুরু হল, আর হরিণ শিকারের চিন্তা মনের মধ্যে চলে এল। আমি আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলাম না, ২০ মিনিট হয়েছে মাত্র, বনের মধ্য থেকে হরিণের শব্দ ভেসে আসছে শুনতে পেলাম। যখন দেখলাম হরিণ সরাসরি যে গাছটিতে আমি বসে ছিলাম সেই দিকে ধেয়ে আসছে, আমিও তীর ছুড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম।

হরিণ কাছাকাছি আসার সাথে সাথে আমি দেখেছি যে হরিণ চার ডাল শিং বিশিষ্ঠ, যেগুলির জন্য আমি সাধারণত যাই, কারণ ওগুলি খেতে বেশ ভাল। হরিণ প্রায় ২৫ গজ দূরে খোলামেলা জায়গায় চলে এসেছিল, এবং আমিও গুলি ছুড়লাম। গুলি উঁচু দিয়ে গিয়ে ওটির পিছনে আঘাত করল, ওটিকে খুঁজে বের করতে হবে, বুঝতে পারলাম।

হরিণটি বনের মধ্য দিয়ে চলে গেল এবং তারপরে ভূট্টার ক্ষেতে লাফিয়ে পড়ল, ক্ষেতটি বনের সীমানায় ছিল এবং ক্ষত হরিণটি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। আমি তখনও ভুট্টার ক্ষেত দিয়ে ওটির দৌড়াবার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম এবং এতটা দ্রুত দৌড়াচ্ছে যে বুঝতে পারলাম আমাকে অনেক লম্বা সময় ধরে ওটিকে ধাওয়া করতে হবে। আমি প্রায় ২০ মিনিট ধরে গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করলাম এবং তারপর তীরটি পরীক্ষা করার জন্য গাছ থেকে নেমে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি বলতে পারি যে আমি অবশ্যই হরিণটিকে আঘাত করেছি, এবং আমি রক্তের ছাপ দেখেছি।

আমি যখন রক্তের ছাপ অনুসরণ করছিলাম, আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, কারণ রক্তের স্পষ্ট ছাপ ছিল। কিন্তু প্রায় ১০০ গজ পরে, রক্তের ছাপ শুকিয়ে যায়। আমি খুঁজলাম এবং এদিক ওদিক দেখলাম, কিন্তু কোন রক্তের ফোঁটা খুঁজে পেলাম না। দুই ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর, আমি বুঝতে পারি যে হরিণটি পালিয়ে গেছে। আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। প্রথমত, আমি কখনও কোন হরিণকে আহত করতে এবং হারিয়ে ফেলতে চাই না, এবং দ্বিতীয়ত, আমি আমার শট নিয়েও হতাশ হয়েছিলাম।

আমি যখন ভূট্টার ক্ষেতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একটু চিন্তা করলাম, তারপর আমি বাড়ির দিকে যেতে শুরু করলাম। *যেতে যেতে ভাবলাম এখনও সুযোগ আছে, আমি ভূট্টার ক্ষেতে এবং তারপর জলাভূমির মধ্য দিয়ে হরিণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারি।*

যদি প্রয়োজন হয় এই ভেবে আমি ধণুকে তীর লাগিয়ে রাখলাম, এবং যখন আমি ধীরে ধীরে আগাছা সরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলাম, হঠাৎ হরিণটি লাফ দিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। আমি বুঝতেই পারিনি একটুও, কিছু দূর গিয়ে হরিণটি থামল এবং পিছনে ফিরে তাকাল। যেহেতু আমি ছদ্মবেশে ছিলাম, হরিণটিকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, ওটি

পাহাড়ী হরিণ, আমাকে চিনতে পারছিল না। সবকিছুই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটেছিল, তবে আমি শিং দেখতে পাচ্ছিলাম, যদিও আমি বলতে পারছিলাম না ওটি আসলে কয়টি ডাল বিশিষ্ট শিং ছিল।

আমি বুঝতে পারি যে ওটি হরিণ, তবে কয়েক সেকেন্ডের জন্য মনে হল ওটি একটি পাহাড়ী হরিণ। ওটি প্রায় ৫৫ গজ দূরে আমার স্বাভাবিক ধনুকের সীমারেখার বাইরে ছিল, এবং আমার কাছ থেকে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে ছিল। আমি দ্রুত তীর টেনে নিলাম, আর ওটির পিঠের উপরের দিকে লক্ষ্য করলাম, তারপর তীর ছুঁড়ে দিলাম।

তীরটি আঘাত করার সাথে সাথে হরিণটি তাতক্ষনাৎ পড়ে যায় এবং ওভাবেই পরে থাকে। আমি হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকলাম। ভাবলাম, আসলেই কি ঘটনাটি ঘটেছে?

আমি যখন হরিণটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি প্রথম যে কথাটি বলেছিলাম, তা হ'ল, "এটা ড্রেন্ডার বিশ্বাস!" হরিণটি আকারে বিশাল বড়! আমি শিংয়ে ২৬টি ডাল গণনা করেছিলাম, এবং পাশাপাশি ওটির অতিরিক্ত আরেকটি শিং ছিল। আমি এতো বড় হরিণ এর আগে কখনও দেখিনি! আমার ঐ সময়কার অনুভূতি কয়েকটি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না।

আপনি কি বলতে পারেন এরপর কি হল, ঐ হরিণের মাথা এখন আমার অফিসে আমার ডেস্কের উপরে সাজানো রয়েছে।

তবে আমি এই হরিণটি সম্পর্কে এক মিনিটের জন্য কিছু কথা বলতে চাই। কীভাবে বা কেন হরিণটি আমার সামনে এসে দেখা দিয়েছিল?

আমি প্রথমবার শর্ট জায়গা মত না হলেও, চার শিং বিশিষ্ট হরিণ ঠিক সময় হাজির হয়েছিল। তবে ড্রেন্ডা বলেছিল যে সে বিশাল আকারের হরিণের জন্য বিশ্বাস করছে।

এবার ডেন্ড্রা আমার দূর্বলতার সুবিধা নিয়েছিল। সে হরিণ শিকার করেন না, তাই তার কাছে বহু শিং বিশিষ্ট হরিণ বা চার শিং বিশিষ্ট হরিণের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, তার কাছে সবই হরিণ। যেহেতু সে শিকার করে না, তাই তার সঙ্গে এই বিষয়ে যুক্তি তর্কের কথা বলা অসম্ভব ছিল। আমি কখনো আমাদের জমিতে এতটা বড় চার শিং বিশিষ্ট হরিণ দেখিনি, তবে তার বিশ্বাস জমিতে কী ছিল বা কী ছিল না তার উপর ভিত্তি করে ছিল না। সে বিশ্বাস করেছিল যে, ঈশ্বর তা আনতে পারেন।

এই শিকারটি হরিণ প্রজনন মৌসুমে ঘটেছিল, দৈহিক মিলনের মৌসুম, আর এই কারণেই হরিণ মাইলের পর মাইল দূরে যায় প্রজননের প্রয়োজনে। সুতরাং এই মৌসুম

শিকারের জন্য উত্তম সময়, আপনি এই মৌসুমে হরিণ দেখলেও সাধারণত আপনার জমিতে দেখতে পাবেন না।

ড্রেন্ডার বিশ্বাস সেই হরিণটি নিয়ে এসেছিল, যদিও আমার সেই বিশেষ হরিণের প্রতি কোনও বিশ্বাস ছিল না।

আমি চাই আপনি এটা আবার পড়েন- বিশেষ হরিণের প্রতি কোনও বিশ্বাস ছিল না!

আমি জানি আপনি কি ভাবছেন- শক্ত থাকো, গ্যারী। আমি আসলে বুঝতে পারছি না। যদি আপনার এই হরিণের জন্য কোন বিশ্বাস না থাকে, তাহলে হরিণটি কেন দেখা দিয়েছিল?

ঠিক যেভাবে যাকোব ও যোহনের নৌকা পিতরের বিশ্বাসের কারণে পূর্ণ হয়েছিল। এই হল অংশীদারিত্বের (partnership) ক্ষমতা।

আমি আপনাকে আরও একটি উদাহরণ দিই, এবং এরপর আমরা এ সম্পর্কে আরও কথা বলতে পারি।

যখনই তোমাদিগকে স্মরণ হয়, সর্বদাই আমি আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া, আমার সমস্ত বিনতিতে তোমাদের সকলের জন্য আনন্দ সহকারে প্রার্থনা করিয়া থাকি; কারণ প্রথম দিবসাবধি অদ্য পর্যন্ত সুসমাচারের পক্ষে তোমাদের সহভাগিতা আছে। ইহাতেই আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন।

আর তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই ভাব রাখা ন্যায্য; কেননা আমি তোমাদিগকে হৃদয়ের মধ্যে রাখি; যেহেতু আমার বন্ধন সম্বন্ধে এবং সুসমাচারের পক্ষসমর্থনে ও প্রতিপাদন সম্বন্ধে তোমরা সকলে আমার সহিত অনুগ্রহের সহভাগী হইয়াছ।

— ফিলিপীয় ১:৩-৭

পৌল বলেছেন যে, ফিলিপীর মন্ডলীকে তিনি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করেন কারণ তার পরিচর্যার সঙ্গে তাদের ক্রমাগত অংশীদারিত্ব রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, তাদের অংশীদারিত্বের কারণে তারা এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে অংশ নিয়েছিল, যার প্রভাব তার পরিচর্যায় ছিল।

মনে রাখবেন, আমরা বলেছিলাম যে, অনুগ্রহ হল ঈশ্বরের ক্ষমতায়ন বা ঈশ্বরের ক্ষমতা যা পৌলের ওপর তাঁর কার্যভার সম্পাদন করার জন্য ছিল? ফিলিপীর মন্ডলী এই কার্যভারের ব্যয়ভার শেয়ার করে নিচ্ছিল এবং যাকোব ও যোহনের মতো তারাও সেই কার্যভারের ওপর থাকা অভিষেক ও অনুগ্রহে অংশ নিয়েছিল।

চলুন আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে ফিরে যাই, এবং আপনি অংশীদারিত্বের আশ্চর্য ফল দেখতে পাবেন।

> *তথাপি তোমরা আমার ক্লেশের সহভাগী হইয়া ভালই করিয়াছ। আর, হে ফিলিপীয়েরা, তোমরাও জান, সুসমাচারের আদিতে, যখন আমি মাকিদনিয়া হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম, তখন কোন মণ্ডলী দেনা-পাওনা বিষয়ে আমার সহভাগী হয় নাই, কেবল তোমরাই হইয়াছিলে। বাস্তবিক থিষলনীকীতেও তোমরা একবার, বরং দুই বার আমার প্রয়োজনীয় উপকার পাঠাইয়াছিলে। আমি দানপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছি না, কিন্তু সেই ফলের চেষ্টা করিতেছি, যাহা তোমাদের হিসাবে বহু লাভজনক হইবে। আমার সকলই আছে, বরঞ্চ উপচিয়া পড়িতেছে; আমি তোমাদের হইতে ইপাফ্রদীতের হাতে যাহা যাহা পাইয়াছি তাহাতে পরিপূর্ণ হইয়াছি, তাহা সৌরভস্বরূপ ঈশ্বরের প্রীতিজনক গ্রাহ্য বলি। আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন।*
>
> — ফিলিপীয় ৪:১৪-১৯

পৌল সবেমাত্র ফিলিপীয় মন্ডলী থেকে আরেকটি দান পেয়েছিলেন। এই কারণে তিনি তাদেরকে কী বলেন তা শুনুন। "*আমার* ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন।"

লক্ষ্য করুন যে পৌল বলেননি, "*আপনার* ঈশ্বর আপনার চাহিদা পূরণ করবেন, কারণ আপনি আমার প্রতি উদার হয়েছেন।" না! বরং তিনি বলেছিলেন, "*আমার* ঈশ্বর আপনাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন।"

আসলে, ফিলিপীয়রা পৌলের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ছিল এবং অংশীদার হিসেবে তারা পৌলের কার্যভারের ওপর সেই অনুগ্রহে অংশ নিয়েছিল। এদিকে, যাকোব এবং যোহন যেমন পিতরের বিশ্বাসের কারণে প্রচুর মাছ পেয়েছিল, একইভাবে পৌল বলছেন যে, *তার* বিশ্বাসের কারণে তাদের চাহিদা পূরণ হবে!

আমি আশা করি আপনি এই নীতিমালার সুফল দেখতে পাবেন।

ধরুণ আপনার একটি গাড়ী প্রয়োজন, এবং আপনি একটি পরিচর্যা হিসাবে আমাদের সাথে পার্টনার হলেন। ধরা যাক গাড়িটির দাম ৩০ লক্ষ টাকা। এখন, আপনি যখন GaryKeesee.com-এর মধ্য দিয়ে বীজ বপন করবেন, তখন অংশীদারিত্বের অর্থ কী তা আপনার বোধগম্য হবে—আপনি আমাদের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে অভিষেক ও অনুগ্রহের অংশীদার হলেন।

একটি পরিচর্যা হিসেবে, আমরা সহজেই ৩০ লক্ষ টাকায় একমত হতে পারি, কারণ আমরা অনেক আগেই ৩০ লক্ষ টাকার প্রয়োজনীয়তা পেরিয়ে এসেছি। আমরা সহজেই ৩০ লক্ষ টাকার জন্য বিশ্বাস করতে পারি, কারণ বর্তমানে আমরা বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করি। কিন্তু সেই সময়, আমি মনে করতে পারি যে ৩০ লক্ষ টাকার জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস

সুতরাং, আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি ৩০ লক্ষ টাকার জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারতাম কিনা, তবে উত্তরটি হত, অবশ্যই পারতাম। সুতরাং পৌলের মতো, যখন আমরা একমত হই এবং আমরা পার্টনার হই, তখন আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে আপনার প্রয়োজন পূরণ হয়েছে, *আপনার* বিশ্বাসের কারণে নয়, বরং *আমার* বিশ্বাসের কারণে।

এটা ঠিক যে আপনি যখন ৩০ লক্ষ টাকার বিশ্বাসের বীজ বপন করেন তখন আপনাকে অবশ্যই শুধু ঈশ্বরের বাক্যের উপরই নয়, আমাদের ওপরও আস্থা রাখতে হবে। আমার ওপর আপনার বিশ্বাস রাখা উচিত, আর এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে আমি অভিষিক্ত এবং ঈশ্বর কর্তৃক আহবান প্রাপ্ত, আর আমি সততা নিয়ে কাজ করি, এবং আমার জীবনে ও আমার পরিচর্যার কাজে ভাল ফলে উৎপন্ন হচ্ছে তা দেখতে পাওয়া উচিৎ। আপনি যদি দেখেন যে আমরা কী করছি এবং আমরা কোথা থেকে এসেছি, তখন আপনি জানতে পারবেন যে আমার ৩০ লক্ষ টাকার জন্য বিশ্বাস রয়েছে!

আপনার ৩০ লক্ষ টাকার বিশ্বাস নাও থাকতে পারে, তবে আমরা অংশীদারিত্বে একসাথে কাজ করতে পারি এবং আশ্চর্যজনক জিনিসগুলি দেখতে পারি। সেই বিশাল হরিণটির মত। সেই রাতে, আমি বাইরে যাওয়ার আগে ড্রেন্ডা বলেছিলেন, "তুমি হরিণের জন্য বিশ্বাস কর, এবং আমি বিশাল হরিণের জন্য বিশ্বাস করব।" এভাবেই অংশীদারিত্ব কাজ করে থাকে।

সুতরাং আপনাকে একটি প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে আমি এখানে কিছু মৌলিক নীতিমালা তুলে ধরব: আপনি যদি একটি কম্পিউটার কোম্পানী শুরু করতে চান, তাহলে আপনি কি এমন পার্টনার চাইবেন যার কোন অর্থ নেই এবং যে কিনা কম্পিউটার সাইন্স ক্লাসের প্রথম

সেমিস্টারে আছে? বা এমন পার্টনার চাইবেন যারা কোটি টাকার কম্পিউটার ব্যবসা গড়ে তুলেছে এবং যাদের আপনার কোম্পানী শুরু করার জন্য আর্থিক সংস্থান রয়েছে?

অবশ্যই এক্ষেত্রে অনেক মতপার্থক্য থাকতে পারে, আমি শুধুমাত্র উদাহরণ দেখাচ্ছি। কিন্তু আমি মনে করি, প্রাথমিকভাবে এটাই পরিষ্কার যে, আপনি তাকেই অংশীদার করবেন যার অভিজ্ঞতা রয়েছে, যার প্রমানসিদ্ধ পূর্ব ভাল রেকর্ড রয়েছে, এবং ভবিষ্যতে ভেঙে পরবে না, এবং তাকেই বেছে নেবেন! ঠিক একইভাবে আপনি যখন কোন পরিচর্যাকে অংশীদারিত্বে বীজ বপন করতে চান, তখনও একই কথা প্রযোজ্য।

দয়া করে কাউকে পার্টনার করার জন্য ঈশ্বরের সরাসরি নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে আমি যা বলছি তাতে বিভ্রান্ত হবেন না। এই ধরণের নেতৃত্ব আমি যা নিয়ে কথা বলছি তাকে ছাড়িয়ে যায়। অনেক সময়, ঈশ্বর আপনাকে তাঁর কার্যভারগুলিতে পার্টনার বেছে নিতে পরিচালনা দেন, তবে কখনও কখনও আপনি বেছে নিতে পারেন। আমি বিশেষভাবে আপনার *পছন্দসই* বীজ বপনের বিষয়ে কথা বলছি, যখন আপনার ফসলের প্রয়োজন হয় এবং পরবর্তী স্তরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তখন বীজ বপন করবেন।

আমার নিজের জীবনে তেমন কার্যভারে (assignment) বিশ্বাসের বীজ বপন করেছি যেন খুব দ্রুত আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়। যে নীতিমালা আমি ভাঙি না তা হ'ল, আমি সর্বদা এমন একটি কার্যভারে বীজ বপন করেছি যা বিশ্বাস এবং চুক্তিকে সময়োয়ালীতে রাখে, যদি আমি দ্রুত ফসল তুলতে চাই। এই ধরনের দানকে *লক্ষ্যযুক্ত* দান বলা যায় এবং গরীবদের দান করার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

অভাবগ্রস্তকে দান করা হল ঈশ্বরের হৃদয়, এবং এর প্রতিদান রয়েছে, কিন্তু আমি এমন একটি কার্যভারের সাথে অংশীদারিত্ব খুঁজছি যার বিশ্বাসের প্রমাণ রয়েছে, যে বিশ্বাস আমার সাথে একমত হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

এইভাবে চিন্তা করুন: যদি আমি এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করি যিনি প্রতি ঘন্টায় ৩০০ টাকা আয় করে, এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং আমার সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকায় সম্মত হওয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে ভগ্নচূর্ণ থাকে, তবে প্রকৃত চুক্তির সম্ভাবনা আছে কী?

এখন আমি যে কাউকে সেবাদান করতে পারি, এবং আমাকে তাই করতে আহ্বান করা হয়েছে , কিন্তু যখন চুক্তির কথা আসে, তখন চুক্তির দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। একজন কৃষক তার বীজ কখনো ময়লা ভর্তি জমিতে রোপন করে না। কাঙ্ক্ষিত ফসল পাবার জন্য সে সঠিক মাটি খুঁজে। আমি এই জাগতিক রাজ্যের অংশীদারের কথা বলছি, যেখানে অন্য একজনের বিশ্বাস এবং অভিষেকের সঙ্গে অংশীদারিত্বের চুক্তি হবে।

আমি যখন বীজ বপন করি তখন আমি আরেকটি জিনিস সন্ধান করি, তা হ'ল, ঈশ্বরের এই কার্যভারে (assignment) ফল পাবার জন্য আমি যেভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, সেভাবেই একজনের সন্ধান করি।

উদাহরণস্বরূপ, আমার কোম্পানীর দুটি বিমান রয়েছে। আমি প্রতিটি বিমান কেনার আগে, আমি ঈশ্বরের কার্যভারে বীজ বপন করেছিলাম, এমন একটি পরিচর্যা ক্ষেত্র খুঁজছিলাম যারা আমি জানতাম যে অতীতে কোটি কোটি টাকার বহু বিমানের জন্য অর্থ প্রদান করেছিল। যখন আমি বহু বলেছি, তখন আসলেই *বহু;* এবং সব বিমানগুলি নগদ অর্থে ক্রয় করা হয়েছিল। প্লেন ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তব ফল ছিল। আমি জানতাম যে তারা সহজেই একটি বিমানের জন্য আমার সাথে বিশ্বাসে একমত হতে পারে। আমি এমন কোন কারও সাথে পার্টনার হতে যাচ্ছিলাম না যারা বলবে যে বিমান ভীষণ ব্যয়বহুল, বা থাকাটা অপ্রয়োজন, বা বিমানের মালিকানা শয়তানের কৌশল। এটা যেনোতেন কোনো চুক্তি না। আমি এমন এক পরিচর্যার সঙ্গে একমত হতে চেয়েছিলাম, যারা আমার বুঝতে পারে, বিমানের জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাসে আমার সাথে একমত হতে পারে। আর যাদের প্রমাণ করার জন্য উত্তম সাক্ষ্য ছিল।

আমি ১৯ বছর বয়স থেকে একজন পাইলট এবং ৩০০০ ফুট লম্বা একটি নুড়ি পাথরের কঠিণ রানওয়ে থেকে গ্রামের বাইরে উড়ে যেতে শিখেছি। আমি সারা জীবন প্লেন ভাড়া করেছি যতদিন না আমি ভাবলাম, আর নিজেকে বললাম, *তুমি কি ভাবছো? আমাকে কেবল একটি বীজ* রোপন *করতে হবে এবং আমার নিজের* একটি *বিমানের জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হবে।*

আমি ঠিক সেটাই করেছি। আমি জানতাম যে আমি নিদৃষ্ট একটি বিমানের জন্য বীজ রোপন করতে যাচ্ছি, তাই আমি আমার চেকের উপর সেই বিমানটির নাম লিখেছিলাম, আর ড্রেন্ডা এবং আমি একমত হয়েছিলাম। তারপরে আমরা সেই চেকটি সেই পরিচর্যার ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যাদের বিষয়ে এতোক্ষণ উল্লেখ করেছি।

প্রায় এক মাস অতিবাহিত হলে পর, এবং আমি আমার নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার জন্য ডাক্তারকে দেখাতে গিয়েছিলাম। আমি যখন সেদিন ডাক্তারের সাথে কথা বলছিলাম, তখন তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন, "আপনি কি এমন কাউকে চেনেন যে বিমান কিনতে চায়?"

আমি এই প্রশ্নে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম, কারণ আমি আমার সারা জীবনে কেউ কখনও আমাকে জিজ্ঞাসা করিনি যে আমি এমন কাউকে চিনি কিনা যে একটি বিমান কিনতে চায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওটা কী ধরনের বিমান, আর ঠিক ঐ বিমানটির জন্যই আমি আমার বীজ রোপন করেছিলাম।

বুঝতেই পারছেন, ওনার বিমানটি কেনার জন্য আমার সমস্ত মনোযোগ ওদিকে ছিল। আমি গিয়ে বিমানটি দেখলাম, মালিকের সাথে যোগাযোগ করলাম, এবং তিনি আমাকে ঐ বিমানে চড়িয়ে ঘুরালেন। একেবার নিখুঁত একটি বিমান। ঐ মূহুর্তে মাত্র একটাই সমস্যা ছিল— কেনার জন্য আমার কাছে কোন টাকা ছিল না।

কিন্তু ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা ছিল। গত শরৎকালে, (তখন মার্চ মাস), আমি আমার বাবার কাছ থেকে এই বাড়িটি পেয়েছিলাম, যে বাড়িটি আমি এই বসন্তে অফিস বিল্ডিংয়ে পুনর্বাসন করতে যাচ্ছিলাম। আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন যে তিনি শীতের আগে পানি সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাই আমি আর পরীক্ষা করিনি।

আমি প্লেনটি দেখার কয়েক দিন পরে, আমার ভাই ফোন করে বলেছিল যে আমার বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন যে বাড়ির সমস্ত ড্রাইওয়াল নষ্ট হয়ে গেছে, এবং এর বেশিরভাগ দেয়ালই ধসে পড়ে গেছে।

যেহেতু পানি সাপ্লাই বন্ধ করা হয়নি এবং এতে পাইপগুলি শীতকালে হিমায়িত হয়ে গিয়েছিল। মার্চ মাস এলে পর, আবহাওয়া গরম হচ্ছিল, এতে বাড়িতে পানি সাপ্লাই সারা ঘর জুড়ে চলতে থাকে, কে জানে কতদিন, কমপক্ষে কয়েক সপ্তাহ ধরে হয়ত।

আমার ভাই জানতেন না আমি ইতিমধ্যে একটি বিল্ডিং কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি যেন বাড়িটিকে আমার নতুন অফিস কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত করার জন্য পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে তার ড্রাইওয়াল সহ পুরো বাড়িটি এবং বাইরের সাইডিং ভেঙ্গে ফেলতে পারি।

এবার এখানে একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছে: বীমা কোম্পানি পানি নষ্টের জন্য দাবি করা অর্থ প্রদান করেছে, এবং এই সেই টাকা যা থেকে আমি আমার বিমান কেনার অর্থ দিতাম।

বিমানটি নগদ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম!

সুতরাং মনে রাখবেন, অংশীদারিত্ব একটি শক্তিশালী আত্মিক নীতিমালা যা থেকে আপনি সচেতন হতে এবং সুবিধা নিতে পারেন।

অধ্যায় ৬

দশমাংশের রহস্য

অনেকে আমাকে প্রায়ই ই-মেইল করে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, রাজ্যের এই দশমাংশের আইন বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এখন আর বৈধ নয়।

যাইহোক, আমি এই রাজ্যের নীতিকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি যে, আমি এর জন্য একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় উৎসর্গ করেছি।

আমি জানি যে আপনি, যদি আপনি মান্ডলীক সহভাগিতার সঙ্গে থাকেন, তবে দশমাংশের কথা শুনেছেন। কিন্তু আমি এটাও জানি যে আপনি যা শুনেছেন তা সম্ভবত পুরোপুরি সঠিক নয়, এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগে দশমাংশ সম্পর্কে কিছু পুরোনো ধর্মীয় মানসিকতা সম্পর্কে সরাসরি কিছু কথা তুলে ধরি।

প্রথমত, আপনি যদি না জানেন, দশমাংশ শব্দটির অর্থ আসলে শতকরা দশ ভাগ। এই শব্দটি ঈশ্বরের লোকদের কাছে তাদের আয়ের পরিমাণ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, যে তাদের তাঁর কাজের জন্য আয়ের শতকরা দশ ভাগ বা দশমাংশ দিতে হত।

তবে দশমাংশের এই ব্যাখ্যাটি খুবই সহজ সরল শব্দ, এবং আমি এই অধ্যায়ে এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে চাই। কিন্তু এখন, যদি এই ধারণাটি আপনার কাছে নতুন হয়, তবে এই হল মূলত দশমাংশ, ঈশ্বরকে দশমাংশ প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, যখন অধিকাংশ লোক দশমাংশের কথা চিন্তা করে, তখন তারা পুরাতন নিয়ম এবং মোশির আইন সম্পর্কেও চিন্তা করে, যেখানে ইস্রায়েল জাতিতে সমস্ত লোকদের জন্য দশমাংশের প্রয়োজন ছিল।

বর্তমানে, দশমাংশ নিয়ে খ্রীষ্টের দেহে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে, সেগুলি কী, এবং এখনও কি কার্যকর, নাকি যীশুর আগমনের সাথে সাথে দশমাংশের বিষয়টিও শেষ হয়ে গেছে।

আপনি সম্ভবত আমাকে বলতে শুনেছেন, যখন ঈশ্বর আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর রাজ্য কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমি যা করতে পারি তা শিখতে, তখন আমি সত্যিই একজন আত্মিক বিজ্ঞানী হয়ে উঠি। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে সবকিছু কীভাবে কাজ করে, এবং দশমাংশ নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন ছিল, যার উত্তর আমাকে দিতে হয়েছিল।

সুতরাং আসুন দশমাংশ নিয়ে চিন্তা করা যাক, এটি কোথা থেকে এসেছে, এটি কী করে এবং কেন এটি আজকের জন্যও প্রযোজ্য।

যদিও আমরা আসলে মোশির ব্যবস্থায় দশমাংশকে খুব স্পষ্টভাবে একটি লিখিত প্রয়োজন হিসেবে দেখি, কিন্তু দশমাংশ মোশির ব্যবস্থা দিয়ে শুরু হয়নি। এর উৎপত্তি খুঁজে বের করার জন্য, আমাদের শুরতে এবং আদম ও হবার জীবনে ফিরে যেতে হবে।

আগে যেমন উল্লেখ করেছি, আদমকে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রয়েজনে পৃথিবীর শাসক হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং রাখা হয়েছিল।

তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, প্রতাপ ও সমাদর-মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ; এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে স্থাপন করিয়াছ; সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।

— ইব্রীয় ২:৭-৮

আদমকে গৌরব ও সম্মানের মুকুট পরানো হয়েছিল, এবং পৃথিবীতে এমন কিছুই ছিল না যা তাঁর অধীন ছিল না। মুকুট পরানো শব্দটি তা কিভাবে কাজ করে তার একটি দুর্দান্ত চিত্র তুলে ধরে।

আপনি যদি কোনও জগতের রাজার দিকে তাকান, তবে তিনি একটি মুকুট পরেন, এবং যদিও তিনি কেবল একজন মানুষ, মুকুটটি ইঙ্গিত দেয় যে পুরো দেশ তার কথাগুলিকে সমর্থন করে। আদমের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তিনি সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের সাথে পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন, তিনি যা কিছু করেছিলেন তার সমস্ত কিছুকে স্বর্গ সমর্থন করেছিল। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তিনি নিজের মধ্যে কেবল একজন মানুষ ছিলেন এবং কেবলমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃত্বের মাধ্যমে শাসন করেছিলেন। তাকে ঈশ্বরের রাজ্যের মহিমা (ক্ষমতা) এবং সম্মান (অবস্থান এবং কর্তৃত্ব) সমর্থন দিয়েছিল।

মজার ব্যাপার হল, আদমকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন আমরা শয়তানকে ইতিমধ্যে পৃথিবীতে দেখতে পাই, কারণ মানুষ সৃষ্টির আগে তাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। শয়তান এই নিকৃষ্টতম প্রাণীকে (প্রাকৃতিকভাবে) ঘৃণা করেছিল, যে মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে তার উপর শাসন করেছিল। সে আদমের কাছ থেকে সেই কর্তৃত্ব গ্রহণ করার উপায় খুঁজে পেতে চেয়েছিল, মূলত আদমের শাসন করার কর্তৃত্বকে বাতিল করার জন্য।

অবশ্যই শয়তানের আদমের অবস্থানকে দুর্বল বা উৎখাত করার কোনও ক্ষমতা ছিল না, তাই তাকে হবাকে প্রতারিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়েছিল যে, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা যায় না, তার এবং আদমের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত এবং তাকে (শয়তানকে) অনুসরণ করা উচিত।

শয়তানের পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। আদম ও হবা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তাদের কর্তৃত্বের জায়গা হারিয়েছিল। সেই মুহূর্তে, যেহেতু পুরো পৃথিবী আদমের কর্তৃত্বের অধীনে ছিল, তাই আদম মূলত ঈশ্বরের আত্মিক কর্তৃত্বের বিষয়ে ঈশ্বরকে পৃথিবী থেকে বের করে দিয়েছিল, এবং মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছিল।

সেই মুহূর্তে আত্মিকভাবে অনেক কিছু ঘটেছিল, তবে আমার পক্ষে এই বইতে সবকিছু বর্ণনা করার সময় নেই, কারণ আমি দশমাংশের দিকে মনোনিবেশ করতে চাই। সুতরাং আসুন ঐ মুহূর্তে ফিরে যাই যখন আদম এবং হবা পাপে পতিত হয় এবং এতে কী ঘটেছিল তা খুঁজে বের করি।

> *আর তিনি আদমকে কহিলেন, "যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, 'তুমি তাহা ভোজন করিও না,' তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি তো তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।"*
>
> — আদিপুস্তক ৩:১৭-১৯

এক ঝলকে, আমরা দেখতে পাই যে মানুষ তার সংস্থান হারিয়ে ফেলেছিল (বাগান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল), মানুষের উদ্দেশ্য তখন কেবল বেঁচে থাকা হয়ে ওঠে, এবং তারপর সে তার নিজের বেদনাদায়ক পরিশ্রম এবং ঘাম দ্বারা বেঁচে ছিল। ঈশ্বর তাকে আরও বলেছিলেন যে সে মাটিতে ফিরে যাবে, আর একদিন *মারা* যাবে। মৃত্যু এবং বেদনাদায়ক বেঁচে থাকার ধারণা আদমের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা ছিল, আর ভয় এবং হতাশা পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আদমও বুঝতে পেরেছিল যে এতে পৃথিবীটাও ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল।

এখন লুক ৪ অধ্যায়ে যেতে চাই, যেখানে আমরা আরও একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন খুঁজে পাব, যা ঘটেছিল।

পরে সে তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। আর দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, "তোমাকেই আমি এই সমস্ত কর্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দিব; কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করি; 7অতএব তুমি যদি আমার সম্মুখে পড়িয়া প্রণাম কর, তবে এই সকলই তোমার হইবে।"

— লূক ৪:৫-৭

এই অনুচ্ছেদে, শয়তান দাবি করে যে, পৃথিবীর (জাতিসমূহ) রাজ্যগুলোর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অর্থ তার এখতিয়ারের অধীনে, আরও বলে যে, এই কর্তৃত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল। তার বিবৃতিতে সে সঠিক, কারণ আদমই তার বিদ্রোহে তাকে এই কর্তৃত্ব দিয়েছিল।

লক্ষ্য করুন এই পদটি বলে যে বিশ্বের জাতি বা রাজ্যগুলির সমস্ত মহিমা এখন তার এখতিয়ারের অধীনে ছিল। একটি জাতির ঐশ্বর্য কি? তার *সম্পদ।*

পৃথিবীর সমস্ত অর্থের একটি রাজ্য আছে, একটি জাতি রয়েছে, যার উপর মুদ্রাঙ্ক করা আছে, তাই সমস্ত অর্থ একটি পার্থিব রাজ্যের অংশ বা এখতিয়ারের অধীনে। শয়তান এখন দাবি করে যে, জাতিসমূহের অর্থ বা সম্পদ তার এখতিয়ারের অধীন, এবং সে দাবি করে যে, সে যাকে ইচ্ছা তা দিতে পারে। সহজভাবে বলতে গেলে, শয়তান সমস্ত জাতির সম্পদ ও সমৃদ্ধির ওপর এখতিয়ার দাবি করে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা খুঁজে বের করব যে দশমাংশের একটি খুব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা এই সত্যের সাথে যুক্ত।

পরে আদম আপন স্ত্রী হবার পরিচয় লইলে তিনি গর্ভবতী হইয়া কয়িনকে প্রসব করিয়া কহিলেন, "সদাপ্রভুর সহায়তায় আমি নরলাভ করিলাম।" পরে তিনি হেবল নামে তাহার সহোদরকে প্রসব করিলেন।

হেবল মেষপালক ছিল, ও কয়িন ভূমিকর্ষক ছিল। পরে কালানুক্রমে কয়িন উপহার রূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির কিছু ফল উৎসর্গ করিল। আর হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কয়েকটি পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু কয়িনকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না; এই নিমিত্ত কয়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিষণ্ন হইল।

তাহাতে সদাপ্রভু কয়িনকে কহিলেন, "তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন বিষণ্ন হইয়াছে? যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।"

— আদিপুস্তক ৪:১-৭

ঠিক আছে, ঘটনাটি কি? এটাই ছিল ছেলে মেয়েদের প্রথম প্রজন্ম। কেন তারা উপহার দান দিচ্ছিল? সে সময় এমন কোনো লিখিত আইন ছিল না, যেখানে বলা হয়েছিল যে, তারা এটা করছে কেন?

আমরা অনুমান করতে পারি যে, আদম ও হবা, ছেলে-মেয়েদের বাবা-মা, তাদেরকে উৎসর্গদান দিতে *শিখিয়েছিল।* আমরা এটাও অনুমান করতে পারি যে, ঈশ্বর সেগুলো আনুষ্টিকতার জন্য কোন কিছু করেন না, আদম ও হবাকে কেন উৎসর্গদান দেবার জন্য শেখানো হয়েছিল, তার একটি *আইনি* কারণ থাকতে হবে।

আপনি যদি কথাগুলি লক্ষ্য করেন, তবে আপনি দেখতে পাবেন যে, দুটি ছেলে উৎসর্গদান হিসেবে যা নিয়ে এসেছিল তার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য ছিল। এখন, তাদের যা উৎসর্গদান করতে হয়েছিল সেখানেই থেমে থাকবেন না, একজন পশু উৎসর্গ করে এবং অন্যজন শস্য উৎসর্গ করে, কারণ সেটা কোন সমস্যা ছিল না। সমস্যাটি হ'ল তারা কীভাবে তাদের কাছে যা ছিল তা উৎসর্গ করেছিল, এবং প্রথমত কেন তারা উৎসর্গ করেছিল।

লক্ষ্য করুন যে, কয়িন জমির শষ্যের "কিছু" দিয়েছে। কিন্তু, হেবল তার "পালের প্রথমজাত কয়েকটি পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল"। আপনি কি পার্থক্যটি দেখতে পাচ্ছেন? প্রথমত উৎসর্গটা ছিল "কিছু", "সেরা অংশ" ছিল না। অন্যটি পশুপালের প্রথমজাতের মেদ অংশ ছিল।

হেবল কেন চর্বির অংশ নিয়ে আসবে, এবং কেনইবা প্রথমজাতের মধ্য থেকে?

ঈশ্বর নিশ্চয়ই আদমকে এই নৈবেদ্যের প্রয়োজনীয়তাগুলি বলেছিলেন।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? এই প্রথম দশমাংশ প্রকাশিত হল।

আপনি যদি মোশির ব্যবস্থার দশমাংশ অধ্যয়ন করেন, তবে এটি সর্বদা **সেরাটি** থেকে দেওয়া **প্রথম** ১০% ছিল। এই গল্পে, আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে হেবল দশমাংশ দিয়েছিল, প্রথম এবং সেরাটি দিয়েছিল।

কিন্তু, কয়িন ঈশ্বরকে সম্মান জানাতে তার শষ্যের *কিছুটা* অংশ ছেড়ে দিতে খুশি ছিল না, তার ফসল থেকে মাত্র "কিছু' আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু প্রথম বা সেরাটি না।

অন্যদিকে কয়িন জানত যে, দশমাংশ কী এবং কীভাবে সদপ্রভুর উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করতে হয়, ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, " যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।"

কিন্তু, কয়িন যা শিখেছিল তা করার জন্য ঈশ্বরের উৎসাহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, বরং তার ভাই হেবলকে হত্যা করেছিল। সম্ভবত, সে হয়তো ভেবেছিল যে, হেবলকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ফলে সে মাঠ ও গবাদি পশু উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, অথবা তার লোভ তাকে কেবল কিছু ফসল আনতে প্রলুব্ধ করেছিল, ঈশ্বরের প্রতি তার হৃদয়ে আনুগত্যের অনুভূতি তৈরী না করে, বরং ঈশ্বর থেকে তার হৃদয় অনেক দূরে ছিল। আমি শুধু অনুমান করছি। একটা জিনিস আমরা জানি যে, কয়িনকে যেভাবে শেখানো হয়েছিল, সেভাবে দশমাংশ দিতে চায়নি।

এই মুহূর্তে, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "প্রথমত, কেন দশমাংশের প্রয়োজন ছিল? কেন ঈশ্বর তাদের দশমাংশ দিতে বলেছিলেন?" আমি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেব, তবে প্রথমে, আসুন আমরা সেই প্রশ্নগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে দশমাংশ সম্পর্কে আর কী শিখতে পারি তা দেখি।

এরপরে আমরা দেখব যে, দশমাংশ শব্দটি প্রথমবারের মতো কখন আসলে ব্যবহৃত হয়।

> *অব্রাম কদর্লায়োমরকে ও তাঁহার সঙ্গী রাজগণকে জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, সদোমের রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শাবী তলভূমিতে অর্থাৎ রাজার তলভূমিতে গমন করিলেন। আর শালেমের রাজা মল্কীষেদক রুটি ও দ্রাক্ষারস বাহির করিয়া আনিলেন; তিনি ছিলেন পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক। তিনি অব্রামকে আশীর্বাদ করিলেন, বলিলেন, "অব্রাম স্বর্গমর্ত্যের অধিকারী পরাৎপর ঈশ্বরের আশীর্বাদপাত্র হউন, আর পরাৎপর ঈশ্বর ধন্য হউন, যিনি আপনার বিপক্ষগণকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" তখন অব্রাম সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাঁহাকে দিলেন।*
>
> — আদিপুস্তক ১৪:১৭-২০

এখানে আমাদের যে প্রশ্নটি করা দরকার তা হল: অব্রাহাম দশমাংশ দিতে জানতেন কীভাবে এবং কেন দিতেন?

এটা ঠিক যে, দশমাংশ আদমের সময় থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে এসেছিল। আর আমরা জানি যে, বিরুদ্ধাচরণের পরে দশমাংশ সম্পর্কে স্বয়ং ঈশ্বর আদমকে শিখিয়েছিলেন। এখানেই আমরা এই প্রথম এই শব্দের ব্যবহার হতে দেখি; এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দশমাংশ দেওয়া হত।

অনেকে বলবে যে দশমাংশ মোশির ব্যবস্থার অংশ ছিল, অর্থ্যাৎ নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের দশমাংশ দেবার অধীনে নয়। আমি যে দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি, কয়িন, হেবল এবং তারপর অব্রাহাম, ঐ উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, দশমাংশ মোশির আইন-কানুন লেখার *আগে* দেওয়া হয়েছিল। আমি একমত যে দশমাংশ মোশির ব্যবস্থায় লেখা হয়েছিল এবং ইস্রায়েল জাতিকে দশমাংশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দশমাংশ এমন কিছু ছিল যা তারা ইতিমধ্যে দিত যখন মোশির আবির্ভাব হয়েছিল।

তাহলে কেন দশমাংশ মোশির ব্যবস্থায় লেখা হয়েছিল? যখন মোশির আইন-কানুন লেখা হয়েছিল, তখন তা ছিল মিসর থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা ইস্রায়েলের নতুন জাতির সমগ্র জীবনকে শাসন করা। সমস্ত আইনী এবং গভর্নিং প্রয়োজনীয়তাগুলি তার লিখিত আচরণবিধিতে যুক্ত করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে লোকেরা বেঁচে থাকবে। সুতরাং, দশমাংশ মোশির ব্যবস্থায় লেখা হয়েছিল যেন তা জাতির জীবনের অংশ হিসাবে করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করা যায়। দশমাংশ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ঈশ্বর তা জাতির আইনে লিখে রেখেছিলেন। আমরা খুঁজে বের করব কেন ঈশ্বর নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে তা এক মিনিটের মধ্যে করা হচ্ছে, তবে দশমাংশের আরও কয়েকটি উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করা যাক।

এই জন্য এখন বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, "তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা কর। তোমরা অনেক বীজ বপন করিয়াও অল্প সঞ্চয় করিতেছ, আহার করিয়াও তৃপ্ত হইতেছ না, পান করিয়াও আপ্যায়িত হইতেছ না, পরিচ্ছদ পরিয়াও উষ্ণ হইতেছ না, এবং বেতনজীবী লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে।"

বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, "তোমরা আপন আপন পথ আলোচনা কর। পর্বতে উঠিয়া গিয়া কাষ্ঠ আন, এই গৃহ নির্মাণ কর, তাহাতে আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হইব, এবং গৌরবান্বিত হইব," ইহা সদাপ্রভু কহেন। "তোমরা বাহুল্যের অপেক্ষা করিয়াছিলে, আর দেখ, অল্প পাইলে; এবং যাহা গৃহে আনিয়াছিলে, তাহার উপরে আমি ফুঁ দিলাম। ইহার কারণ কি?" বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। "কারণ এই যে, আমার গৃহ উৎসন্ন রহিয়াছে, তথাপি তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন গৃহে দৌড়াইয়া যাইতেছ। এই জন্য তোমাদেরই কারণ আকাশ রুদ্ধ হইয়াছে, শিশির বর্ষায় না, ও ভূমি

রুদ্ধ হইয়াছে, ফল দেয় না। আর আমি দেশের ও পর্বতগণের উপরে, শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈল প্রভৃতি ভূমির উৎপন্ন বস্তুর উপরে, এবং মনুষ্য, পশু ও তোমাদের হস্তের সমস্ত শ্রমের উপরে অনাবৃষ্টিকে আহ্বান করিলাম।"

— হগয় ১:৫-১১

এই অনুচ্ছেদে, ভাববাদী হগয় ইস্রায়েল জাতিকে তিরস্কার করছেন যে তারা বাবিলে নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পরে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ না করার জন্য। তারা উন্নতি করছে না, তাদের অভাব রয়েছে, ফসল ভাল নয়, এবং পুরো জাতি ভুগছে। ঈশ্বর জাতিকে তাদের **আপন আপন পথ** নিয়ে সাবধানে চিন্তা করতে বলেন, এর অর্থ হল, তারা যা করছে বা করছে না সেগুলিই তাদের অভাবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঈশ্বর বলেন, "***তোমাদেরই কারণ*** *আকাশ রুদ্ধ হইয়াছে, শিশির বর্ষায় না।*" তিনি বলেছেন যে **তারা** যা করছিল সেই কারণে তাঁকে অনাবৃষ্টিকে আহ্বান করতে হয়েছিল। তারা সবাই তাদের নিজ নিজ বাড়ি তৈরি করছিল, কিন্তু ঈশ্বরের মন্দিরকে ধ্বংসস্তূপে ফেলে রেখেছিল। এটাই ইঙ্গিত করে যে তারা দশমাংশ দিছিল না।

দেখুন, দশমাংশ লেবীয়দের—যাজকদের—কাছে নিয়ে আসার কথা, এবং মন্দিরের পরিচর্যার জন্য ব্যবহার করার কথা। যেহেতু দশমাংশ লেবীয়দের কাছে আনা হচ্ছিল না, এবং মন্দিরটি নির্মাণ করা হচ্ছিল না, তাই তারা যা করছিল সেই কারণে ঈশ্বরকে তাঁর আশীর্বাদের হাত প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।

নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না যে তিনি ইস্রায়েল জাতির কাছ থেকে তাঁর আশীর্বাদ প্রত্যাহার করে নেন। এছাড়া তাঁর কাছে কোন বিকল্প পথ ছিল না, কারণ বিষয়টি দশমাংশের সঙ্গে আইনী সমস্যা জড়িত ছিল।

আমরা যখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়তে থাকি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, দৃশ্যত, লোকেরা ভাববাদির কথায় মনোযোগ দিতে শুরু করেছিল।

"এখন, বিনতি করি, অদ্যকার দিনের পূর্বে যত দিন সদাপ্রভুর মন্দিরে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর স্থাপিত ছিল না, সেই সকল দিন আলোচনা কর। সেই সকল দিনে তোমাদের মধ্যে কেহ বিংশতি কাঠা শস্যরাশির নিকটে আসিলে কেবল দশ কাঠা হইত, এবং দ্রাক্ষাকুণ্ড হইতে পঞ্চাশ পাত্র পরিমাণ দ্রাক্ষারস লইতে আসিলে কেবল বিংশতি পাত্র হইত। আমি শস্যের ক্ষয়রোগ, ছাতারোগ, ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা তোমাদের হস্তের সমস্ত কার্যে তোমাদিগকে আঘাত করিতাম, তবুও তোমরা আমার প্রতি ফিরিতে না," ইহা

সদাপ্রভু বলেন। বিনতি করি, "অদ্যকার দিন অবধি, এবং ইহার পরেও আলোচনা কর, নবম মাসের চতুর্বিংশ দিন অবধি, সদাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিন অবধি, আলোচনা কর। গোলায় কি কিছু বীজ অবশিষ্ট আছে? আর দ্রাক্ষালতা, ডুমুর, দাড়িম্ব এবং জলপাইবৃক্ষও ফলে নাই। অদ্যাবধি আমি আশীর্বাদ করিব।"

— হগয় ২:১৫-১৯

যেহেতু তারা আবার মন্দিরকে প্রথমে রেখেছিল, তাই ঈশ্বর তাদের দিন এবং ঘন্টাকে চিহ্নিত করতে বলেছিলেন, কারণ তারা তাদের সমৃদ্ধিতে একটি নাটকীয় বৃদ্ধি দেখতে যাচ্ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে তারা পরিবর্তনটি মনে রাখার জন্য তাদের উতসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করার জন্য সেই ক্ষণটি চিহ্নিত করুক যেন তারা আবার দশমাংশ দেওয়া বন্ধ না করে, তাঁর সুবিধার জন্য নয়, বরং তাদের নিজের জন্য।

এখানে কয়েকটি বাস্তব চাবিকাঠি রয়েছে যা এক মিনিটের মধ্যে অর্থবহ হয়ে উঠবে। তবে আমি আপনাকে প্রথম যে জিনিসটি উপলব্ধি করতে বলতে চাই তা হ'ল, দশমাংশ একটি *আইনী* সমস্যা। ঈশ্বরকে তাঁর হাত প্রত্যাহার *করতে হয়েছিল* যখন তারা দশমাংশ দিচ্ছিল না, তিনি যে তা করতে *চাইছিলেন* তা না, বরং তাঁকে *করতে হয়েছিল*।

"কারণ আমি সদাপ্রভু, আমার পরিবর্তন নাই; তাই তোমরা, হে যাকোব-সন্তানগণ, বিনষ্ট হইতেছ না। তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময়াবধি তোমরা আমার বিধি-কলাপ হইতে সরিয়া পড়িয়াছ, সেই সকল পালন কর নাই। আমার কাছে ফিরিয়া আইস, আমিও তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব," ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

"কিন্তু তোমরা বলিতেছ, 'আমরা কিসে ফিরিব?'

"মনুষ্য কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে? তোমরা ত আমাকে ঠকাইয়া থাক।"

কিন্তু তোমরা বলিতেছ, 'কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি?'

দশমাংশে ও উপহারে। তোমরা অভিশাপে শাপগ্রস্ত; হাঁ, তোমরা, এই সমস্ত জাতি, আমাকেই ঠকাইতেছ। তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে; আর তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা কর," ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, "আমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না। আর আমি তোমাদের নিমিত্ত গ্রাসককে ভর্ৎসনা করিব, সে তোমাদের ভূমির ফল বিনষ্ট করিবে না, এবং ক্ষেত্রে তোমাদের দ্রাক্ষালতার ফল অকালে ঝরিবে না,"

ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। "আর সর্ব জাতি তোমাদিগকে ধন্য বলিবে, কেননা তোমরা প্রীতিজনক দেশ হইবে," ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

— মালাখী ৩:৬-১২

এখানে আমরা ভিন্ন একজন ভাববাদিকে জাতিকে তিরস্কার করতে দেখছি, তিনি বলেন যে তারা ঈশ্বরকে তাঁর লোকদের আশীর্বাদ করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করছে। তিনি বলেন, তারা যা *করছে না* সেই কারণে তারা অর্থ্যাৎ সমগ্র জাতি অভিশাপের মধ্যে রয়েছে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে তারা যেন পুরো দশমাংশ ভাণ্ডারে নিয়ে আসে, যেন ঈশ্বরের গৃহে খাদ্য থাকে।

এবারও দশমাংশ লেবীয়দের অর্থ্যাৎ যাজকদের কাছে নিয়ে আসার কথা ছিল। লোকেরা কিছু নিয়ে এসেছিল কিন্তু পুরো দশমাংশ আনেনি (কয়িনের পাপের কথা মনে আছে নিশ্চয়)। সদাপ্রভু তাদের বলেছিলেন যে, যদি তারা সমগ্র দশমাংশ নিয়ে আসে তবে স্বর্গের আশীর্বাদ আবার তাদের হবে। স্বর্গের আইনী এখতিয়ার থাকবে তাদের মধ্যে কাজ করার জন্য। ঈশ্বর তাদের বলেন যে, যদি তারা দশমাংশ নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসে, তবে তারা এমন অনুগ্রহ পাবে যে তারা তা ধারণ করতে সক্ষম হবে না।

ঠিক আছে, চলুন এখানে থামি, এবং আমি সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগে এক মিনিট এই বিষয়ে কথা বলি।

এখন পর্যন্ত, আমরা পরিষ্কার ভাবে দেখেছি যে দশমাংশ আদি থেকেই শুরু হয়েছিল, এবং এখন আমরা বুঝতে পারছি কেন তা হয়েছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই যে দশমাংশ ঈশ্বরকে আইনী এখতিয়ার দিচ্ছে যেন ভক্ষক শয়তান এবং ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং শয়তানকে তিরস্কার করতে।

মূলত, ঈশ্বর বলেছিলেন, "তোর হস্তক্ষেপ সরিয়ে নে, শয়তান! তুই তাদের কোনকিছু স্পর্শ করতে পারবি না!"

দেখুন, আদম যখন পাপে পতিত হল, শয়তান খুশি হত যদি পৃথিবী থেকে পুরোপুরি আদমকে দূর করে দেওয়া হত। কিন্তু, তৎক্ষণাৎ, ঈশ্বর আদম ও হবাকে রক্ষা করার জন্য তা না করে দশমাংশের ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন। আদম ও হবা যখন দশমাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন তারা ঈশ্বরকে প্রথমে রেখেছিল। তারা ঈশ্বরকে বেছে নেয়।

আসুন আমরা মনে রাখি যে, শয়তান একই ভাবে পৃথিবীর রাজ্যে প্রবেশ করেছিল। আদম ও হবাকে ঈশ্বরের পরিবর্তে তাকে বিশ্বাস করার জন্য রাজি করিয়ে সে আইনী প্রবেশদ্বারের অধিকার লাভ করেছিল। তাই দশমাংশের মাধ্যমে

দশমাংশকে সেই সময় আদম ও হবার চারপাশে একটি আইনী বেড়া হিসাবে কাজ করার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল, এবং যা আজও আমাদের চারপাশে একটি আইনী ঢাল হিসাবে কাজ করে।

তাদের যা কিছু ছিল তার ১০% ঈশ্বরকে দেওয়া—এটা ঈশ্বরকে আদম ও হবার ব্যবস্থা রক্ষা করার আইনি অধিকার দিয়েছিল।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে দশমাংশ এমন একটি আইনী ব্যবস্থা ছিল যা কেবল শয়তানের রাজ্যে মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে একটি যোগান ছিল।

আত্মিক পুনরুদ্ধার আনার ক্ষেত্রে তা তাদের অবস্থানের পরিবর্তন করেনি। না, তা ঘটার আগে প্রথমে পাপের জন্য একটি বলিদান করতে হত। কিন্তু শয়তানকে তাদের কাছ থেকে জীবিকা চুরি করা থেকে বিরত রাখতে ঈশ্বরকে দশমাংশের ব্যবস্থা নিয়ে আসতে হয়েছিল, এবং এতে তাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সুযোগ দেবে।

অনেকে বলে যে দশমাংশ একটি পুরাতন নিয়মের আইন ছিল এবং তার কার্যকারীতা শেষ হয়ে গেছে, যীশুর বলিদানের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, মোশির আইন-কানুন লেখার আগে মানুষের পতনের সময় দশমাংশের নিয়ম-কানুন সুস্পষ্টভাবে কার্যকর হয়েছিল।

দশমাংশকে সেই সময় আদম ও হবার চারপাশে একটি আইনী বেড়া হিসাবে কাজ করার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল, এবং যা আজও আমাদের চারপাশে একটি আইনী ঢাল হিসাবে কাজ করে।

দশমাংশ পৃথিবীর রাজ্যের একটি আইন এবং যতদিন শয়তান পৃথিবীতে মুক্ত থাকে, ততদিন পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে, তিনি যেমন বর্তমানে আছেন। যতদিন শয়তান এখানে আছে, দশমাংশের আইনও কার্যকর থাকবে।

আরেকটি জিনিস যা আপনি মন্ডলীতে দেখতে পারেন, তা হ'ল কিছু লোক যারা দশমাংশ দিচ্ছে, তথাপি সমৃদ্ধ হচ্ছে না। হচ্ছে না কারণ দশমাংশ সম্পর্কে ভুল শিক্ষা। লোকেরা মনে করে যে যদি তারা কেবল দশমাংশ দেয় তবে প্রভুর আশীর্বাদ তাদের উপচে পরবে এবং সমৃদ্ধি উপভোগ করতে বাধ্য করবে, যা তারা ধারণ করতে পারে তার চেয়ে বেশি। যখন তারা দশমাংশ দিতে শুরু করে এবং তাদের সমৃদ্ধি উপচে পড়তে দেখে না, তখন তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে দশমাংশ কাজ করে না। কিন্তু তাদের অনুমান সঠিক নয়, এবং কেন তা খুঁজে বের করার জন্য আমাদের পাঠ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

ঈশ্বর লোকদের বলেছিলেন যে, যদি তারা দশমাংশ দেয়, "তবে আমি তোমাদের নিমিত্ত গ্রাসককে ভর্ৎসনা করিব, সে **তোমাদের ভূমির ফল** বিনষ্ট করিবে না, এবং **ক্ষেত্রে তোমাদের দ্রাক্ষালতার ফল** অকালে ঝরিবে না।"

আপনি কি তা লক্ষ্য করছেন? এটি বলে যে স্বর্গের জানালাগুলি খোলা হবে এবং ঈশ্বর *তাদের* ফসলকে আশীর্বাদ করবেন। আমি যে পয়েন্টটি তৈরি করছি তা হ'ল *আপনাকে* এখনও দশমাংশের বেড়ার মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করতে হবে।

দশমাংশ নিজেই আপনাকে সমৃদ্ধ করে না। এটি কেবল দশমাংশের বেড়ার ভিতরে আপনি যা করেন তা রক্ষা করে।

সুতরাং আপনার যদি তিনটি টমেটো গাছ থাকে তবে তারা সমৃদ্ধ হতে চলেছে। কিন্তু যদি আপনার কাছে কেবল তিনটি টমেটো গাছ থাকে, এতে আপনি তিনটি দুর্দান্ত ফলদায়ী টমেটো গাছ পাবেন, তবে আপনি খুব বেশি সমৃদ্ধ হবেন না।

আপনি বেড়ার অভ্যন্তরে যা তৈরি করেন বা বৃদ্ধি করেন তা আপনাকে প্রাচুর্যের ভান্ডার এনে দেবে।

দুর্ভাগ্যবশত, ভুল শিক্ষা পেয়ে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে অনেকেই দশমাংশ দেয় এবং তারপর এক কাপ আইস টি নিয়ে বসে থাকে, এবং প্রচুর পরিমাণে উপচে পড়া শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। আমরা যখন প্রক্রিয়াটিতে আমাদের অংশটি বুঝতে পারি তখন উপচিয়ে পড়া শুরু হবে।

চলুন আমরা বিষয়টি আবার পর্যালোচনা করি।

১. দশমাংশ পৃথিবীতে শুরুতেই এসেছিল, মানুষের পতনের সময়।

২. এটা মোশির ব্যবস্থায় লেখা হয়েছিল কারণ মোশির আইন-কানুন নির্দেশ করেছিল যে ইস্রায়েল জাতি কীভাবে বাস করত। ঈশ্বর, নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে তিনি তাদের আশীর্বাদ করতে পারেন, এটি অব্যাহত রাখার জন্য এটি সেই আইনে লিখেছিলেন। দশমাংশের আইন চলে যায়নি। তবে দশমাংশ দেওয়ার জন্য আইনী বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এখন আমরা দশমাংশ দিতে সিদ্ধান্তে নেই, এবং এর সুবিধা ভোগ করি।

৩. দশমাংশের আইন পৃথিবীর রাজ্যের একটি আইন এবং যতদিন শয়তান মুক্ত থাকবে ততদিন তা থাকবে।

৪. দশমাংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকে সমৃদ্ধ করে না, কিন্তু এটি ঈশ্বরকে শয়তানকে আপনি যা বৃদ্ধি করছেন বা দশমাংশের বেড়ার ভিতরে তৈরী করছেন তাতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার অনুমতি দেয়।

৫. তোমরা স্বর্গে যাও কি না, তার ওপর দশমাংশের কোনো প্রভাব নেই। আপনি স্বর্গে যাবেন যদি আপনি যীশুর নাম ধরে ডাকেন। কিন্তু দশমাংশ এখানে পৃথিবীতে আপনার সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করবে।

৬. দশমাংশ ঈশ্বরের ভাণ্ডারের অন্তর্গত। পুরাতন নিয়মে এটি পরিচর্যার কাজে এবং যাজকদের খাওয়ানো এবং যত্ন নিতে ব্যবহৃত হত। বর্তমানেও এর কোন পার্থক্য নেই। দশমাংশ আপনার গৃহ মন্ডলীতে দেওয়া উচিত। পরিচর্যাকে যত্ন নেওয়ার জন্য ঈশ্বর দশমাংশ নির্ধারণ করেছেন।

অনেকে আমাকে বলে যে তারা তাদের মন্ডলী পছন্দ করে না, এবং জিজ্ঞাসা করে যে তাদের সেখানে দশমাংশ দিতে হবে কিনা। আমার উত্তর? একটি নতুন মন্ডলী খুঁজুন, যে মন্ডলী বিশ্বাস এবং রাজ্যের বিষয় শিক্ষা দেয়।

আপনি যদি মন্ডলীর মধ্যে থাকেন তবে আপনি এমন একটি পরিচর্যায় দশমাংশ দিতে পারেন যারা বাক্যের খাদ্য দেয়, তবে ঈশ্বরের ভাল গৃহ মন্ডলী থাকা দরকার। যদি আপনার এলাকায় কোন মন্ডলী না থাকে, তবে আপনি আবার দশমাংশ দিতে পারেন, যেখানে আপনি বাক্যের খাদ্য পাচ্ছেন।

৭. আপনি আপনার দশমাংশের অন্য কোন নামকরণ করতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন আপনার দশমাংশ রোপন করবেন, তখন আপনি বলতে পারবেন না যে, "আমি _____ জন্য বীজ হিসেবে দশমাংশ রোপন করছি।" দশমাংশের স্বত্তাধীকার আদি থেকেই বহাল আছে। আপনি অন্য যেকোন নৈবেদ্যের নামকরণ করতে পারেন, তবে দশমাংশের নামকরণ করতে পারেন না।

৮. দশমাংশ হল, আপনি যা আয় করেন তার ১০%। যেকোন কর বা ট্যাক্স দেবার পূর্বেই তা দিতে হবে। মনে রাখবেন, ঈশ্বর মালাখির মাধ্যমে বলেছিলেন, "সমস্ত দশমাংশ ভান্ডারে নিয়ে আসো। শতকরা ৯ ভাগ কিন্তু দশমাংশ না। ছয় শতকরা ৬ ভাগ কিন্তু দশমাংশ না। দশমাংশ হল শতকরা ১০ ভাগ। আপনি যদি বলেন, "১০% অর্থ প্রদান করার সামর্থ্য আমার নাই", তবে ঈশ্বর

ইস্রায়েলকে যা করতে বলেছিলেন তা করুন, যখন তারা পুরো দশমাংশ নিয়ে আসছে না, তিনি বলেছিলেন: "এতে আমাকে পরীক্ষা করে দেখ"। বিশ্বাসে আপনার দশমাংশ দিন, জেনে রাখুন যে ঈশ্বর এটিকে সম্মান করবেন।

৯. আমি কিভাবে জানবো যে কোথায় দশমাংশ দিতে হবে? আমার প্রথম সূত্র হল: আপনার আয় কি কর যোগ্য?

১০. যদি করযোগ্য আয় হয়, তবে আমি ঐ আয়ের উপর দশমাংশ দিই। আমার ব্যবসা কি দশমাংশ দেয়? আবার, এটি কি করযোগ্য? আমি আমার ব্যবসায়ের মোট আয়ের থেকে কোন দশমাংশ প্রদান করি না। আমি আমার ব্যবসা থেকে বীজ রোপন করি যেমনটি আমি চাই, কিন্তু তা দশমাংশ না। যদি আমি আমার ব্যবসা থেকে অর্থ উত্তোলন করি, তবে আমি যখন এটি ব্যবসা থেকে বের করে নিই তখন আমি ব্যবসা থেকে কী নিয়ে যাই তার উপর দশমাংশ দিই।

১১. এই মুহূর্তে যদি আমার কোন মন্ডলী না থাকে তাহলে কি হবে? আপনি কোন মন্ডলী খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত যে আপনাকে আত্মিক খাদ্য দেয় তাকে দশমাংশ দিতে পারেন। হ্যাঁ, অনেক লোক আধুনিক লাইভস্ট্রিম এবং ফেসবুক লাইভ সম্প্রচারের মাধ্যমে একটি দূরের মন্ডলীকে তাদের প্রাথমিক মন্ডলী হিসাবে বিবেচনা করে। যদি আপনার শহরে কোন ভাল বাইবেল বিশ্বাসী মন্ডলী না থাকে, তবে আপনি দূরের কোন মন্ডলীকে দশমাংশ দিতে পারেন। এই কারণে গ্রামাঞ্চলের অনেক লোক Faithlifechurch.org-কে তাদের গৃহ মন্ডলী হিসেবে বিবেচনা করছে।

ঠিক আছে, চলুন এগিয়ে যাই।

সদাপ্রভু আমাকে দেখিয়েছিলেন যে, অধিকাংশ খ্রীষ্টানুসারীরা তাদের দশমাংশ ঋণী হিসাবে দেয় (যদি তারা দশমাংশ দেয়, যদিও অধিকাংশই দশমাংশ দেয় না)। এর মানে হল যে, তারা যা করছে তাতে তারা কোনও বিশ্বাস রাখে না, তবে কেবল জানে যে তারা দশমাংশে ঋণী এবং কেবল তারা একটি বিল হিসাবে তা প্রদান করে।

দশমাংশ দেওয়া ভাল, আপনি সবসময় বিশ্বাসে আপনার দশমাংশ পরিশোধ করতে চাইবেন। অন্যথায়, আপনার দশমাংশ বিশ্বাস-ভিত্তিক দৃষ্টিকোণের পরিবর্তে একটি আইনি দৃষ্টিকোণে বিবেচিত হবে।

ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্য আপনার প্রতি ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি সেই সম্পর্কে আপনার কাছে প্রকাশিত হোক। দশমাংশ কোন ভারী ওজন বহন করা না, এবং তা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেওয়া উচিত নয়। ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে কিছু *নেওয়ার* চেষ্টা করছেন না, বরং তিনি আপনাকে কিছু *দিতে* চেষ্টা করছেন। আমাদের দশমাংশের উপকারিতায় বিশ্বাস করতে হবে ও বুঝতে হবে, এবং তা আনন্দ সহ দিতে হবে। দশমাংশ হল আরাধনার একটি অংশ যা ঘোষণা করে যে ঈশ্বর আমাদের উতস। এর সুসংজ্ঞায়িত সুফল রয়েছে যে, যখন আমরা দশমাংশ দেই, আমাদের এর সুফল পাবার জন্য বিশ্বাস রাখতে হবে।

আমি সবসময় পরামর্শ দিই যে একটি পরিবার যখন মন্ডলীতে আসে তখন তাদের ইতিমধ্যেই দশমাংশের বিষয় নিশ্চিত হতে হবে। আমি এও পরামর্শ দিচ্ছি যে, তারা মন্ডলীতে আসার আগে, সেই দশমাংশের উপর হাত রাখে, এর উপকারিতা ঘোষণা করে এবং ঘোষণা করে যে স্বর্গের জানালাগুলি খোলা আছে, এবং শয়তানকে তাদের ফসল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। তাদের এও ঘোষণা করা উচিত যে শয়তান তাদের কাছ থেকে চুরি করতে পারে না এবং তারা যা তাদের হাত রাখে তা যীশুর নামে সমৃদ্ধ হবে।

পরিশেষে, আমাকে দশমাংশের বিষয়ে আমাদের আলোচনাটি নতুন নিয়মে লিপিবদ্ধ দশমাংশের দিকে নজর দিয়ে শেষ করতে দিন। ওহ, হ্যাঁ, দশমাংশ ওখানেও উল্লেখিত হয়েছে! নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি আমরা আগেও পড়েছি।

> *অব্রাম কদর্লায়োমরকে ও তাঁহার সঙ্গী রাজগণকে জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, সদোমের রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শাবী তলভূমিতে অর্থাৎ রাজার তলভূমিতে গমন করিলেন। এবং শালেমের রাজা মল্কীষেদক রুটি ও দ্রাক্ষারস বাহির করিয়া আনিলেন; তিনি ছিলেন পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক। তিনি অব্রামকে আশীর্বাদ করিলেন, বলিলেন, "অব্রাম স্বর্গমর্ত্যের অধিকারী পরাৎপর ঈশ্বরের আশীর্বাদপাত্র হউন, আর পরাৎপর ঈশ্বর ধন্য হউন, যিনি আপনার বিপক্ষগণকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" তখন অব্রাম সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাঁহাকে দিলেন।*
>
> — আদিপুস্তক ১৪:১৭-২০

এখন দেখা যাক, ইব্রীয় পত্রের লেখক দশমাংশ সম্পর্কে কী বলেন।

> *সেই যে মল্কীষেদক, যিনি শালেমের রাজা ও পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক ছিলেন, অব্রাহাম যখন রাজাদের সংহার হইতে ফিরিয়া আইসেন, তিনি তখন তাঁহার সহিত*

সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, এবং অব্রাহাম তাঁহাকে সমস্তের দশমাংশ দিলেন। প্রথমে তাঁহার নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে তিনি 'ধার্মিকতার রাজা', পরে 'শালেমের রাজা', অর্থাৎ শান্তিরাজ; তাঁহার পিতা না, মাতা নাই, পূর্বপুরুষাবলি নাই, আয়ুর আদি কি জীবনের অন্ত নাই; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত; তিনি নিত্যই যাজক থাকেন।

বিবেচনা করিয়া দেখ, তিনি কেমন মহান, যাঁহাকে সেই পিতৃকুলপতি অব্রাহাম উত্তম উত্তম লুটদ্রব্য লইয়া দশমাংশ দান করিয়াছিলেন। আর লেবীর সন্তানদের মধ্যে যাহারা যাজকত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ব্যবস্থানুসারে প্রজাবৃন্দের অর্থাৎ নিজ ভ্রাতৃগণের কাছে দশমাংশ গ্রহণ করিবার বিধি পাইয়াছে, যদিও তাহারা অব্রাহামের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ঐ যে ব্যক্তি তাহাদের বংশজাত বলিয়া নির্দিষ্ট নহেন, তিনি অব্রাহাম হইতে দশমাংশ লইয়াছিলেন, এবং প্রতিজ্ঞাকলাপের সেই অধিকারীকেই আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্রতর পাত্র গুরুতর পাত্রকর্তৃক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, এই কথা ত সমস্ত প্রতিবাদের বহির্ভূত। আবার এই স্থলে মরণশীল মনুষ্যেরাই দশমাংশ পায়, কিন্তু ঐ স্থলে তিনি পান, যাঁহার বিষয়ে এমন সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি জীবনবিশিষ্ট।

— ইব্রীয় ৭:১-৮

দয়া করে মনে রাখবেন যে এই পদগুলি বলে যে, "*এই স্থলে মরণশীল মনুষ্যেরাই দশমাংশ পায়*', যা পুরাতন নিয়মের লেবীয়দের কথা বলছে। আরও বলা হয় যে, "*ঐ স্থলে তিনি পান, যাঁহার বিষয়ে এমন **সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি জীবনবিশিষ্ট**।*"

মল্কীষেদক ধার্মিকতার রাজা ছিলেন, শান্তির রাজা ছিলেন, মাতৃ পিতৃহীন, যার আদি নাই বা শেষ নাই, যিনি ঈশ্বরের পুত্রের অনুরূপ, অনন্তকালীন একজন যাজক। মল্কীষেদক ছিলেন যীশু খ্রীষ্ট, যেদিন অব্রাহামের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সে মূহুর্তে তিনি যীশু নামে পরিচিত ছিলেন না।

মনে রাখবেন, যোষেফকে স্বর্গদূত বলেছিলেন যেন তিনি জন্মগ্রহণ করলে শিশু যীশুর নাম রাখেন। যীশু নামের অর্থ পরিত্রাতা, এইভাবে তাঁর নাম দ্বারা নির্দেশ করে যে তিনি আমাদের কাছে কে হবেন। খ্রীষ্ট, যীশুর নামের পদবি না। আমরা যখন যীশু খ্রীষ্ট বলি, তখন আমরা আক্ষরিক অর্থেই অভিষিক্ত পরিত্রাতা বলি। যীশু যখন অব্রাহামের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি যীশু নামে পরিচিত ছিলেন না, কারণ সেই পরিকল্পনাটি তখনও শয়তানের কাছ থেকে লুকানো ছিল।

সুতরাং, মল্কীষেদক নামটি এমন একটি নাম ছিল যা কেবল প্রতিফলিত করেছিল যে তিনি কে ছিলেন, ধার্মিকতার রাজা এবং শান্তির রাজপুত্র। যাইহোক, ভাববানী হিসেবে মল্কীষেদক অব্রাহামের ভবিষ্যত ঘোষণা করছিলেন রুটি এবং দ্রাক্ষারস পরিবেশন করে, যা নতুন চুক্তির কথা বলেছিল (রুটি, তাঁর শরীর আমাদের জন্য ভগ্নচূর্ণ হয়েছিল, এবং দ্রাক্ষারস, তাঁর রক্ত যা আমাদের জন্য পাতিত হয়েছিল), যা পরে অব্রাহামের উত্তরাধিকারীদের সাথে তৈরি হবে এবং আদিপুস্তক ১২ অধ্যায়ে তার উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে ঈশ্বর অব্রাহামকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করবে।

দশমাংশের বিষয়ে ইব্রীয় পুস্তক বলে যে, দশমাংশ এখন সংগ্রহ হয় "যিনি জীবনবিশিষ্ট" তাঁর মধ্য দিয়ে। যীশু যিনি এখন দশমাংশ সংগ্রহ করেন, যাঁকে জীবিত বলে ঘোষণা করা হয়! তিনি রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু।

সুতরাং, মনে রাখবেন, দশমাংশের নিয়মটি আজও কার্যকর রয়েছে। একমাত্র যে জিনিসটি পরিবর্তিত হয়েছে তা হ'ল যাজকত্ব। পুরাতন নিয়মে লেবীর গোত্র ঈশ্বরের কাজের জন্য দশমাংশ সংগ্রহ করেছিল।

দশমাংশ আপনার জীবনের চারপাশে একটি আইনী বেড়া যা শয়তানকে আপনার সংস্থান চুরি করার সুযোগ থেকে বিরত রাখে।

এখন, যীশু (যিনি যিহূদার গোত্র থেকে এসেছিলেন, লেবীয় গোত্র থেকে আসেননি, যাজকত্বের একটি নতুন আদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ইঙ্গিত করে) পরিচর্যার কাজের জন্য তাঁর মন্ডলী থেকে দশমাংশ সংগ্রহ করেন।

অবশ্যই, আমি বুঝতে পারি যে যীশু, ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে দশমাংশ সংগ্রহ করছেন না। কিন্তু মনে রাখবেন যে বাইবেল বলে যে মন্ডলী খ্রীষ্টের দেহ, যেখানে তাঁর প্রকৃত অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক যেমন আমাদের দেহ আমাদের প্রকৃত অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। আমরা যখন তাঁর মন্ডলীকে, অর্থ্যাৎ তাঁর দেহকে দিই, আমরা আসলে যীশুকে দিচ্ছি। প্রাচীন চুক্তির অধীনে লেবীয়রা তখন ঈশ্বরের পরিচর্যার জন্য দশমাংশ সংগ্রহ করেছিল, এবং মন্ডলী এখন ঈশ্বরের পরিচর্যার জন্য দশমাংশ সংগ্রহ করে।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দশমাংশ আপনার জীবনের চারপাশে একটি আইনী বেড়া যা শয়তানকে আপনার সংস্থান চুরি করার সুযোগ থেকে বিরত রাখে। মনে রাখবেন, দশমাংশ নিজেই আপনাকে সমৃদ্ধ করে না! আপনার সমৃদ্ধি আপনি সেই বেড়ার *ভিতরে* কী করেন তার দ্বারা নির্ধারিত হয়!

দশমাংশ এমন একটি আইন যা আপনার আর্থিক জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। এই কারণেই আমি রাজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ আইনকে বিস্তৃত আলোচনা করার জন্য এত সময় নিয়েছিলাম।

সুতরাং, এবার যখন আপনি মন্ডলীতে যাবেন এবং পালক যখন বলবেন যে দশমাংশ দেবার সময় এসেছে, তখন আনন্দে আপনার চিৎকার করা উচিত, কারণ এখন আপনি দশমাংশের সফলগুলি জানেন।

অধ্যায় ৭

আপনার একটি থলি প্রয়োজন: ১ম অংশ

আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, পিটার মর্টলক, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডের সিটি ইমপ্যাক্ট চার্চের একজন পালক। তিনি একটি চমৎকার পরিচর্যা ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, এবং নিউজিল্যান্ডের বৃহত্তম মন্ডলীগুলির মধ্যে একটি।

বছরের পর বছর ধরে আমাদের বন্ধুত্বের সময় আমরা সম্ভবত উত্তর আমেরিকা এবং নিউজিল্যান্ড জুড়ে ২০টি বা তারও বেশি মোটরসাইকেল ভ্রমণ করেছি। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি শেষ পর্যন্ত আমাকে একটি **হারলি** কিনতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমি বহু বছর ধরে **হন্ডা** রাইডার ছিলাম, কিন্তু যখন আমরা ভ্রমণ করি, তখন তিনি সর্বদা জোর দিয়েছিলেন যেন আমি একটি হার্লি ভাড়া নেই। প্রথম দিকে আমি আমার হন্ডার মতো হার্লি পছন্দ করতাম না, তবে আপনি যদি হার্লি বাইক সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন, তবে তারা কয়েক বছর আগে ডিজাইনে কিছু বড় পরিবর্তন করেছিল, যা আমি পছন্দ করেছি। সুতরাং, এই গত বছর, ড্রেন্ডা আমাকে একটি নতুন হার্লি কিনেছিল যা আমরা ভ্রমণ করতে পছন্দ করি।

আমাদের ভ্রমণের সময়, আমি লক্ষ্য করেছি যে পালক পিটারের কাছে সর্বদা একটি চামড়ার থলি ছিল - আমি এটিকে পুরুষদের থলি বলে অভিহিত করি – ওটা তার কাঁধে ঝুলছে। পেন্টের পিছনে মানিব্যাগ রাখতে রাখতে আমার পিছন ব্যথা হয়ে গেছে, তাই একদিন আমি তাকে তার থলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। ঠিক আছে, এই আলোচনাটি তাকে আমার জন্মদিনের জন্য আমাকে একটি কিনে দিতে পরিচালিত করেছিল। তারা ইউরোপ এবং নিউজিল্যান্ডের মতো এখানে রাজ্যগুলিতে ততটা জনপ্রিয় নয়, তবে আমি এটি পছন্দ করি।

আমি সাধারণত আমার সব সানগ্লাস এখানে ওখানে রেখে ভুলে যাই, হারিয়ে ফেলি। কিন্তু যেহেতু আমি আমার মানি ব্যাগ, বা পুরুষদের থলি ব্যবহার করা শুরু করেছি, আপনি যা-ই বলুন না কেন, এরপর থেকে আমি আর একটি জোড়াও হারাইনি। আমি এখন পুরোপুরি বুঝতে পারি কেন মেয়েরা পার্স বহন করতে পছন্দ করেন। সব কিছু তাদের এক জায়গায়

ঠিক ঠাক থাকে। চমৎকার। তাই আমি আপনাকে পুরুষের পার্স কিনতে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করছি না, তবে আমি আপনাকে সেই সম্পর্কে চিন্তা করার পরামর্শ দিতে চাই।

আপনি কি জানেন যে যীশু আমাদের একটি থলি বহন করতে বলেছিলেন?

> *আর, কি ভোজন করিবে, কি পান করিবে, এই বিষয়ে তোমরা সচেষ্ট হইও না, এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না; কেননা জগতের জাতিগণ এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট; কিন্তু তোমাদের পিতা জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকলও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।*
>
> *হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, কেননা তোমাদিগকে সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার হিতসংকল্প হইয়াছে। তোমাদের যাহা আছে, বিক্রয় করিয়া দান কর। আপনাদের জন্য এমন থলি প্রস্তুত কর, যাহা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর, যেখানে চোর নিকটে আইসে না, কীটেও ক্ষয় করে না; কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেখানে তোমাদের মনও থাকিবে।*
>
> — লূক ১২:২৯-৩৪

আমি মনে করি না যে যীশু কোন ফ্যাশন করবার জন্য থলি ব্যবহারের ধারণা দিয়েছিলেন, বরং এটি একটি প্রক্রিয়া যা আপনাকে বুঝতে হবে। (আর আপনি যদি চান তবে আমরা থলিকে ওয়ালেট হিসেবে বলতে পারি।)

যীশু যে বিষয়টি বলবার চেষ্টা করছিলেন তা হ'ল আপনার সম্পদ ব্যবহারের এক্সেস সংখ্যা প্রয়োজন।

উদাহরণস্বরূপ, আমার ব্যাংকে ১০ লক্ষ টাকা থাকতে পারে, কিন্তু তা কোন কাজে লাগবে না যদি আমার তা ব্যবহার করবার এক্সেস সংখ্যা না থাকে, তাই না? এই কারণেই আপনি মানিব্যাগ বহন করেন -এটা সম্পদের অ্যাক্সেস পয়েন্ট।

মানিব্যাগ হারিয়ে গেলে যে কি কঠিন পরিস্থিতি হয়; হারিয়ে তো যেতে পারে। আমি সব সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করি সেরকম কোন ঘটনার সম্মুক্ষিণ না হই। আমার মানিব্যাগ, যা আমার কাঁধের থলিতে রয়েছে, সর্বদা আমার সাথে থাকে।

যীশুর যে-কয়েকটা শব্দ উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যে আমরা রাজ্যে আপনার অর্থের বিষয়ে এক টন জ্ঞান ও রাজ্যের মূল নীতিগুলো খুঁজে পাই। প্রথমত, "সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না" বাক্যাংশটি একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছিল। যীশু আমাদের বলেছিলেন যে ঈশ্বর

আমাদের কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানেন এবং কীভাবে আমরা তাঁর বিধান অ্যাক্সেস করতে পারি সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

> *আর, কি ভোজন করিবে, কি পান করিবে, এই বিষয়ে তোমরা সচেষ্ট হইও না, এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না; কেননা জগতের জাতিগণ এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট; কিন্তু তোমাদের পিতা জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকলও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।*

যীশু বলেছিলেন, সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না, কারণ ঈশ্বর তা ঢেকে রেখেছেন; ঈশ্বরই ভালো জানেন আপনার কি প্রয়োজন। তবে এরপর যীশু কিছু নির্দেশনা যুক্ত করেছেন।

> *তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকলও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।*

যীশু বলছিলেন যে, ঈশ্বরের কাছে উত্তর আছে, কিন্তু আইনত এটির দাবি করার জন্য একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। ঈশ্বরের কাছে উত্তর আছে, কিন্তু আপনি দাবি করার আগে আপনাকে জানতে হবে যে তাঁর রাজ্য কীভাবে কাজ করে।

লক্ষ্য করুন যে, যীশু প্রথমে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে বলেননি, কিন্তু তাঁর *রাজ্যের* অন্বেষণ করতে বলেছিলেন। আমি মনে করি আমরা বেশিরভাগই ব্যাখ্যা করি যে বাইবেল প্রথমে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে বলছে, কিন্তু আসলে তা বলছে না। এই বিষয়ে যীশু খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। যদি কেবল ঈশ্বরকে অন্বেষণ করাই উত্তর হত, তবে তিনি বলতেন, "সুতরাং *ঈশ্বরের* অন্বেষণ কর, তবে ঐ সমস্ত তোমাদেরকে দেওয়া যাবে।" ঈশ্বর জানেন যে আপনার কী প্রয়োজন, কিন্তু একটি আইনী প্রক্রিয়া রয়েছে যা অবশ্যই স্বর্গকে আইনীভাবে পৃথিবীর রাজ্যে আপনার কাছে স্থানান্তরিত করার আগে অবশ্যই ঘটতে হবে।

আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ঈশ্বরের রাজ্য একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে একজন রাজা আছেন। রাজার কর্তৃত্ব ও ইচ্ছা রাজ্যের আইন-কানুনের প্রশাসনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

রাজ্যের ওপর আমার আগের চারটি বই জুড়ে আমি রাজ্যের জীবন, বিশ্বাস ও বিচার ব্যবস্থার বিষয়গুলো পর্যালোচনা করার জন্য সময় নিয়েছিলাম। কেন? কারণ এই

নীতিমালাগুলো আপনার সাফল্য ও রাজ্যস্থিত জীবন সম্বন্ধে বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার সমস্ত বইয়ে রাজ্যের এই মূল উপাদানগুলি পর্যালোচনা করেছি, এটা জেনে যে, অনেকে হয়তো যে কোনও একটি বই বেছে নিতে পারে এবং প্রতিটি বইয়েই আমার জীবনকে কী পরিবর্তন করেছিল তার মৌলিক জ্ঞান জানতে পারে।

ঈশ্বরের রাজ্য কীভাবে কাজ করে তা আপনাকে শিখতে হবে!

এই অধ্যায়ের তথ্যগুলো আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব সিরিজের আমার অন্যান্য বই থেকে নেওয়া হয়েছে। আপনি যদি সেগুলি পড়ে থাকেন তবে আপনি অষ্টম অধ্যায়ে যেতে পারেন। আপনি যদি সেগুলো না পড়ে থাকেন বা রাজ্যের এই মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো পর্যালোচনা করতে চান, তাহলে সপ্তম অধ্যায়ে আমার সঙ্গেই থাকুন।

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে

আমি আগে যেভাবে বলেছি যে, আমি ওহাইওর সবচেয়ে সুন্দর কিছু জমির ৬০ একরেরও বেশী জমিতে বাস করি। আমার কাছে মূলত ৫৫ একর জমি ছিল, কিন্তু আমার প্রতিবেশী আমাকে এক টুকরো জমি বিক্রি করে দিয়েছিল, এতে আমার জমির সীমানা হয়েছিল মোট ৬০ একর। আমরা গত ২২ বছর ধরে আসলেই এই জমিতে থেকে বেশ মজার সময় উপভোগ করেছি। যেমন, হরিণ শিকারের জন্য বনানী থাকা, হাঁস শিকারের জন্য একটি জলাভূমি থাকা, এবং খরগোশ এবং তিতির পাখী শিকার করার জন্য মাঠ থাকা, সেই জমিতে ঘোরাঘুরির জন্য আমাদের চার চাকার গাড়িতে থাকা, এসবই ছিল আশীর্বাদ।

আপনি যদি আমার জমিটি বেশ ভালভাবে দেখেন তবে আপনি জমির এলাকায় অনধিকার প্রবেশ চিহ্ন খুঁজে পাবেন। কেবল সেই চিহ্নগুলোই রয়েছে যেন মানুষ জানতে পারে যে আমার জমির সীমানা কোথা থেকে শুরু হয়েছে। ওহাইওর আইন বলছে যে কোনও ব্যক্তি যিনি আমার জমিতে থাকতে চান তাকে অবশ্যই আমার এলাকায় থাকাকালীন একটি লিখিত সম্মতি ফর্ম থাকতে হবে। যদি তারা তা না করে তবে তারা অনধিকার প্রবেশ করছে বলে মনে করা হয়, এবং তাকে আইনগত ভাবে বের করে দেওয়া যেতে পারে, এবং এই শাস্তি বা জরিমানা হতে পারে।

তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে...

> **আপনি এমন কোন কিছু দখল করতে পারবেন না যার উপর আপনার আইনত এখতিয়ার নেই।**

সুতরাং আমি যেমন বলেছিলাম, একটি লিখিত সম্মতি ফর্ম, আমার দ্বারা স্বাক্ষরিত, আপনাকে আমার জমিতে আইনী অ্যাক্সেস দেবে। যদি কেউ আপনাকে আমার জমিতে থামতে বলে, এবং তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কেন সেখানে ছিলেন, এবং আপনি উত্তরে যদি বলতেন যে আমি আপনাকে বলেছি যে আপনি এখানে শিকার করতে পারেন, তবে মুখের কথাই যথেষ্ট হবে না। আইনে বলা হয়েছে যে অ্যাক্সেসের জন্য আপনার অবশ্যই একটি স্বাক্ষরিত ফর্ম থাকতে হবে।

আপনি যদি ব্যাংকে যান এবং আপনার অর্থ দাবি করেন তবে এই একই প্রক্রিয়াটির প্রয়োজন হবে; তারা আপনার সনাক্তকরণ আইডি দেখাতে বলবে। আপনি যখন কোনকিছু ক্রয়ের জন্য ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন তখন বিক্রেতার আপনাকে সনাক্ত করার জন্য কোনকিছু জিজ্ঞাসা করার একইরকম অধিকার রয়েছে।

আপনার কী আছে, আর কী ভাবে তা অ্যাক্সেস করতে হয় শিখুন। এরপর প্রয়োজনীয় সবকিছু আপনাকে দেওয়া হবে।

আপনাকে বাধা দেওয়ার জন্য আইডি উপস্থাপন করতে বলা হয় না; এই প্রক্রিয়া আপনার কোনকিছুতে অন্যদের প্রতারণামূলক অ্যাক্সেসের হাত থেকে রক্ষা করে।

যীশু যখন প্রথমে রাজ্যের অন্বেষণ করতে বলেছিলেন, তখন তিনি আসলে বলেছিলেন যে, "রাজ্যের একজন নাগরিক হিসাবে তোমার আইনী অধিকারগুলির মধ্যে কীভাবে আইনী ও কার্যকরভাবে কাজ করতে হয় তা জানার জন্য রাজ্যের আইনগুলি অধ্যয়ন কর।" আপনার কী আছে, আর কীভাবে তা অ্যাক্সেস করতে হয় শিখুন। এরপর প্রয়োজনীয় সবকিছু আপনাকে দেওয়া হবে।

আমার ছেলের জন্য যদি কোন ট্রাস্ট ফান্ড থাকত, তবে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেত। সে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে পর অ্যাকাউন্ট তার কাছে স্থানান্তর করা বৈধ হত, আমাকে তাকে বলতে হত যে অ্যাকাউন্টটি কোন ব্যাংকে আছে, তাকে দেখাতে হবে যে কীভাবে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে হয় এবং কীভাবে অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখতে হয়। যদিও তা আইনত তার অ্যাকাউন্ট ছিল, তবুও এটি অ্যাক্সেস করার জন্য তাকে আইনি প্রক্রিয়ার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আমি এখানে যাকিছু বলেছি, তার সার-সংক্ষেপ বলা যাক। যীশু যখন বলেছিলেন যে আপনার কী আছে এবং কীভাবে তা অ্যাক্সেস করতে হয় শিখো। এরপর প্রয়োজনীয় সবকিছু আপনাকে দেওয়া হবে। । রাজ্যের অন্বেষণ করুন, তিনি রাজ্য কীভাবে কাজ করে তা শিখতে বলছিলেন, রাজ্যের আইন ও প্রক্রিয়াগুলির কথা উল্লেখ করে যা আপনাকে অবশ্যই

আইনীভাবে আপনার যা আছে তা ধরে রাখতে শিখতে হবে। সুতরাং আমরা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের উদাহরণে দেখেছি, আপনার কোনও সম্পদের উপর আইনী এখতিয়ার থাকতে পারে তবে এখনও তা আপনার বলে দাবি করতে পারেন না কারণ আপনি প্রকৃতপক্ষে আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে সক্ষম হননি। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন ব্যাংকে যান তখন আপনি যদি আপনার আইডিটি বাড়িতে রেখে যান তবে তারা আপনাকে কোনও অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ নেওয়ার অনুমতি দেবে না যদিও তা আপনারই অর্থ ।

ঈশ্বরের রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার বিষয়টি বোঝা, রাজ্যে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য একটি পূর্বশর্ত।

আমি নিশ্চিত যে আপনি সম্ভবত এই ধরনের গল্প শুনেছেন: একজন খুবই সুপরিচিত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং তার জন্য প্রার্থনা করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ব্যক্তির নিরাময়ের জন্য প্রার্থনায় যোগ দেয়, এবং তবুও সে মারা যায়। কেন?

অথবা কেউ আপনাকে বলে যে তাদের দাদী মারা গেছেন যদিও তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল, এবং তারা জানতে চায়, কেন সে মারা গেল। অথবা কেউ আপনাকে বলে যে তারা আর্থিক প্রয়োজনের জন্য অর্থ রোপন করেছে, তথাপি তা ভেঙ্গে পরছে। এ ধরনের প্রশ্নের কি কোনো উত্তর আছে?

আমি এর উত্তর দেওয়ার আগে, আসুন স্বীকার করি যে আমরা আত্মার রাজ্যে যা কিছু ঘটছে তা জানি না; আর আমি জানি সেই ভানও করছি না। যাইহোক, ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে, আমরা জানি যে যদি কেউ অসুস্থ হয় তবে যীশু ইতিমধ্যে তাদের নিরাময়ের জন্য মূল্য দিয়েছেন। আমরা জানি যে আমরা যদি উদার হই এবং দান করি, তবে বাইবেল বলে যে আমরা এর ফল পাব। তবুও, প্রতিদিনই আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের বাক্যের কার্যত ব্যর্থতা, যেমনটি অনেক লোকের জীবনে লেখা আছে। এর জন্য কি ঈশ্বরকে দায়ী করা যায়?

আমি এই অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সাথে সাথে, আপনারা সকলেই সমস্বরে উত্তর দেবেন যে, না ঈশ্বরকে দায়ী করা যায় না। যদি তাই হয়, তাহলে সমস্যাটা কোন জায়গায়? তথাপিও বেশিরভাগ মানুষ দু:খ-কষ্টের জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করে। তারা জানে যে খারাপ জিনিসগুলি ঘটতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর থাকলেও তিনি তা করেননি, তাই তারা ধরে নেয় যে তিনি তা ইচ্ছা করেই করেননি। এভাবেই "ঈশ্বর ভাল লোকদের সাথে খারাপ জিনিসগুলি ঘটতে দেন"- ত্রুটিপূর্ণ মতবাদটি চলে এসেছে। লোকেরা বিশ্বাস করে যে, যেহেতু তিনি তা ঘটতে বাধা দেননি বা হস্তক্ষেপ করেননি, সুতরাং তিনি অবশ্যই তা ঘটতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যদি আপনার বোধদয় হয় যে ঈশ্বর সর্বদা ভাল এবং তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না, তবে আপনি জানতে পারবেন যে সমস্যাটি ঈশ্বরের

সাথে বা নিজের সাথে না, বরং অন্য কোথাও। তাই হয়ত আপনি এর উত্তর খুঁজে পেতে অনুসন্ধান শুরু করবেন।

ঠিক যেমন আপনি যখন কোনও ঘরে যান, এবং ভিতরটা অন্ধকার থাকে, এতে আপনি তখনই দাবি করতে পারেন না যে বিদ্যুৎ সংস্থা এর জন্য দায়ী। না, আপনি সুইচ খুঁজবেন, এবং যদি তা কাজ না করে, তবে আপনি বাল্ব পরীক্ষা করবেন। আপনি জানেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় সমস্যাটি আপনার ওখানে।

যদি আপনার জানেন যে এর জন্য কখনই ঈশ্বরকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি আমাদের তাঁর বাক্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেখানে তিনি আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এরপর আপনি শর্ট সার্কিট হয়ে ঈশ্বরের উত্তর বন্ধ হয়েছে কিনা তা জানতে গভীরভাবে খুঁজবেন।

শিষ্যরা এই ধরণের ধারণা পোষন করেছিল, যখন তারা মথি ১৭: ১৪-২৩ পদে ছেলেটির মধ্য থেকে মন্দ আত্মাকে বের করতে পারছিল না। তারা "কেন ঈশ্বর সেই মন্দ আত্মাকে বের না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?" এই প্রশ্ন না করে তারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি জন্য আমরা উহা ছাড়াইতে পারিলাম না?" এরকমই আমাদের তাতক্ষণিক প্রশ্ন হওয়া উচিত যখন পরিস্থিতি ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়।

সুতরাং আবারও বলছি যে, আমাদের অবশ্যই প্রথমে জানতে হবে যে ঈশ্বর মঙ্গলময়, এবং দ্বিতীয়ত, তিনি মিথ্যা বলেন না। আপনাকে অবশ্যই বাইবেল পড়তে হবে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে যদি আপনি জানতে চান যে, রাজ্য কীভাবে কাজ করে। মনে রাখবেন, বাইবেলের সেই মহান গল্পগুলো একটা কারণে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এর মধ্য দিয়ে যীশু আপনাকে কিছু দেখানোর চেষ্টা করছেন।

আবার, ঈশ্বরের রাজ্য হল একটি রাজ্য, আর তা আইন ও নীতি নিয়ে কাজ করে যা কখনও পরিবর্তিত হয় না। আমি যেমন বলেছি, এই নীতিগুলি শেখা এবং ব্যবহার করা যেতে পারে ঠিক যেমন একজন কৃষক পৃথিবীর রাজ্যে বীজ রোপনের সময় এবং ফসল কাটার আইনগুলি বুঝতে পারে এবং সেই আইনগুলিকে সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। যেহেতু ঈশ্বরের রাজ্য আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, যা প্রত্যেক নাগরিককে রাজ্যের বিষয় বুঝতে এবং ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়, তাই যে কেউ সেগুলি শিখতে পারে। কখনও কখনও, এই আইনগুলি কীভাবে কাজ করে তা জানা, জীবন এবং মৃত্যুর ব্যাপার হতে পারে।

মার্ক এবং হান্না আমাদের মন্ডলীতে এসেছিলেন, এবং সন্তানের লাভের জন্য প্রার্থনা চেয়েছিলেন। সেই সময় পর্যন্ত, হান্নাকে ডাক্তাররা তার শরীরের বিভিন্ন সমস্যার কারণ বলেছিলেন যে, তার পক্ষে গর্ভবতী হওয়া বা শিশু জন্ম দেওয়া প্রায় অসম্ভব হবে। কিন্তু,

ফেইথ লাইফ চার্চে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব এবং রাজ্যের আইন শেখার সময় তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি গর্ভবতী। সে ভীষণ রোমাঞ্চিত ছিল, যা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিল না। কিন্তু শীঘ্রই, তিনি তার পেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন, কয়েকবার সেই ব্যথা এত তীব্র ছিল যে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

এইরকম কোন একটি শিক্ষা গ্রহনের পরে, হান্না পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এই ব্যথার কারণ কি, তাই তিনি তার ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছিলেন। তার ডাক্তার ভিতরে ছিল না, কিন্তু অন-কল ডাক্তার কি ঘটছে তা দেখার জন্য একটি আল্ট্রাসাউন্ড করতে চেয়েছিলেন।

ডাক্তার বড় এক দলা রক্ত জমাট বাঁধতে দেখেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি মিসক্যারেজ করেছেন। গর্ভের শিশুটির কোন হৃৎস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছিল না ।

ডাক্তার তাকে পরের দিন আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যাতে তিনি মৃত শিশুকে তার গর্ভ থেকে সরিয়ে ফেলতে পারেন, কিন্তু হান্না সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এর পরিবর্তে, তার স্বামী মার্ক তাকে ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলো দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন এবং শিশুর বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্যের ওপর তার আস্থা কেউ যেন দূরে সরিয়ে না দেয়, সেই জন্য তাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

সেই সাপ্তাহিক ছুটিতে, হান্না মন্ডলীতে প্রার্থনা চেয়েছিলেন এবং নিশ্চিত হয়েছিলেন যে ডাক্তার তাকে যা বলুক না কেন তা সত্ত্বেও তার একটি সুস্থ সন্তান হবে।

সেই সোমবার, তিনি তার ব্যক্তিগত ডাক্তারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন কারণ যেদিন তিনি চেক করতে গিয়েছিলেন সেদিন তার ডাক্তার অফিসে ছিলেন না। তার ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তার আরও একটি আল্ট্রাসাউন্ড করা দরকার। আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্রিনের দিকে তাকানোর সাথে সাথে ডাক্তার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাতক্ষণিকভাবে কয়েক দিন আগে করা স্ক্যানগুলির দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর তিনি হান্নাকে নিম্নলিখিত কথাগুলো বললেন। "আমি ৩০ বছর ধরে এটা করে আসছি এবং এর আগে কখনো এমন ঘটনা ঘটতে দেখিনি। আমি গত সপ্তাহের স্ক্যানগুলিতে বড় একদলা রক্ত জমাট বাঁধা এবং হৃদস্পন্দনের অনুপস্থিতি দেখতে পাচ্ছিলাম। আজ যখন আমি আপনার দিকে তাকাই, পুরো রক্ত জমাট বাঁধা চলে গেছে, এবং একটি নিখুঁত হৃদস্পন্দনের সাথে বেঁচে আছে একটি সুস্থ শিশু।"

কয়েক মাস পরে, হান্না এক নিখুঁত কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, যার নাম তিনি রেখেছিলেন ইভলিন। কৌতুহলী হয়ে একদিন ইভলিন নামটির অর্থ দেখছিলেন, এবং আবিষ্কার করে অবাক হয়েছিলেন যে নামটির অর্থ আসলে জীবন! আজ যখন আমি এটা লিখছি, হান্নার দ্বিতীয় সন্তান এখন যে কোন দিন হওয়ার কথা।

এই মজার গল্পটি অবশ্যই ঈশ্বরের কাজ ছিল। কিন্তু একজন আত্মিক বিজ্ঞানী হিসেবে, আপনার এই মুহূর্তে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করা উচিত, যেমন: "কেন তা ঘটেছিল? হান্না কি ঈশ্বরের প্রিয় পাত্রদের মধ্যে একজন ছিল? ঈশ্বর কি বারবার তার শিশুটিকে সুস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?" এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যই পেতে হবে।

গড়পড়তা খ্রীষ্টানুসারিদের কাছে তা অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হয়। কিন্তু আমি আপনাকে "অলৌকিক" শব্দটি পুনর্বিবেচনা করতে উতসাহিত করি, কারণ তা সাধারণ চিন্তার অনেক উর্দ্ধে। যাইহউক, ঈশ্বরের রাজ্যে এটা কেবল রাজ্যের নিয়মের একটা কাজ ছিল।

আমি যদি একটি পাথর ছুড়ে মারি, এবং ওটা মাটিতে গিয়ে পড়ে, তখন যদি আমি চিৎকার করে বলি, "ওয়াও, আপনি কি ওটা দেখেছেন? পাথরটা মাটিতে গিয়ে পড়েছে! কি অলৌকিক ঘটনা!" শুনে আপনি ভাববেন যে আমি পাগল। আপনি কোনভাবেই মেনে নেবেন না যে ওটা কোন অলৌকিক ঘটনা ছিল, কারণ আপনি জানেন যে মাটিতে পড়েছে কারণ তা মাধ্যাকর্ষণ সূত্র, আর এভাবেই সবার জীবনেও একই ভাবে প্রতিবার কাজ করে। পাথর সর্বদা মাটিতেই পড়বে।

সুতরাং, একজন আত্মিক বিজ্ঞানী হিসেবে, আমাদের অবশ্যই কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে রহস্যগুলির সন্ধান করতে হবে, আত্মিক রহস্যগুলি এই গল্পে প্রকাশিত রাজ্যের আইন সম্পর্কে প্রকাশ করবে।

বাইবেলের সবচেয়ে বড় গল্পগুলির মধ্যে একটি যা আমাদের বিশ্বাস এবং বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত কিছু উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করবে যা লূক ৮ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

কারণ তাঁহার একটি মাত্র কন্যা ছিল, বয়স কমবেশ বারো বৎসর, আর সে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। যীশু যখন যাইতেছিলেন, লোকেরা তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতে লাগিল। আর, একজন স্ত্রীলোক, যে বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, যে চিকিৎসকদের পিছনে সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও কাহারও দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, সে পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল; আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইল।

তখন যীশু কহিলেন, "কে আমাকে স্পর্শ করিল?"

সকলে অস্বীকার করিলে পিতর ও তাঁহার সঙ্গীরা বলিলেন, "নাথ, লোকসমূহ চাপাচাপি করিয়া আপনার উপরে পড়িতেছে।"

কিন্তু যীশু কহিলেন, "আমাকে কেহ স্পর্শ করিয়াছে, কেননা আমি টের পাইয়াছি আমা হইতে শক্তি বাহির হইল।"

স্ত্রীলোকটি যখন দেখিল, সে গুপ্ত নহে, তখন কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল, এবং তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া, কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং কি প্রকারে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়াছিল, তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে বর্ণনা করিল। তিনি তাহাকে কহিলেন, "বৎসে! তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; শান্তিতে চলিয়া যাও।"

— লূক ৮:৪২-৪৮

এই গল্পে, আমরা এমন একজন মহিলাকে খুঁজে পাই যিনি বহু বছর ধরে খুব অসুস্থ ছিলেন এবং সুস্থ হতে পারছিলেন না। যীশুর পিছনে এসে, তিনি তাঁর থোপ স্পর্শ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই গল্পে রাজ্যের কাজের কিছু গভীর সূত্র রয়েছে যা থেকে আমরা শিখতে পারি এবং এর ফলে আমরা যে উত্তরগুলি খুঁজছি তার কিছু প্রকাশ পাবে।

সর্বোপরি, যীশুকে ঘিরে থাকা ভিড়ের মধ্যে লোকেরা সকলেই তাঁকে স্পর্শ করছিল, কারণ গল্প বলে যে ভিড়ের কারণে তিনি চাপাপাপির মধ্যে পরছিলেন। যীশু যখন জিজ্ঞেস করলেন, "কে আমাকে স্পর্শ করেছে?", পিতর এই প্রশ্নে অবাক হয়ে ছিলেন, কারণ *সবাই* তাকে স্পর্শ করছিল। কিন্তু যীশু বলেছিলেন যে, এই বিশেষ কেউ তাঁকে অন্যভাবে স্পর্শ করেছিল— তিনি তাঁর কাছ থেকে পবিত্র আত্মার শক্তি নির্গত হয়েছে অনুভব করেছিলেন।

এই গল্পটি পড়ার পরে, আপনার মনের সমস্ত ধরণের ঘণ্টা ধ্বনি এবং হুইসেল বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত, যা আপনাকে থামতে এবং ঠিক কী ঘটেছিল তা বিবেচনা করতে তাগিদ দেয়। এতে আপনার মন অবিলম্বে অসংখ্য প্রশ্নের সঙ্গে অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি খুলে দেবে। আত্মিক বিজ্ঞানী হিসাবে, আমাদের জানতে হবে যে কেন *এই* মহিলাকে সুস্থ করা হয়েছিল এবং আর কাউকে করা হয়নি কেন। আমি যতটুকু বুঝি সেখানে আরও অনেকেই অসুস্থও ছিলেন যারা শারীরিকভাবে তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন, তবুও তারা সুস্থ হয়নি। তাই, আমাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার, "কেন অভিষেক কেবল এই মহিলার মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল এবং কেন সেই মুহূর্তে যীশুকে স্পর্শ করা অন্য আর কারও মধ্যে না?"

ঐতিহ্যগত ধর্মীয় উত্তর হল যে, কারণ যীশু তাকে সুস্থ করেছিলেন বলেই সেই মহিলা সুস্থ হয়েছিল। কিন্তু তাই কি? যীশু যখন সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, তখন তিনি কি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন? সে কি তার গায়ে হাত রেখেছিল? তিনি কি অসুস্থতাকে তার শরীর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন? উত্তরটা হল না। আসলে, এমনকি যীশু জানতেন না যে তিনি সেখানে ছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল কে তাকে স্পর্শ করেছে।

সুতরাং, যীশু কি সত্যিই সেই মুহূর্তে তাকে সুস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? আবার, এমনকি তিনি জানতেন না যে তিনি সেখানে ছিলেন। তাহলে কীভাবে তিনি সুস্থ হলেন? কেন তাকে সুস্থ করা হলো? আত্মিক বিজ্ঞানী হিসাবে, আমরা এই ধারণাটি অস্বীকার করতে পারি যে তিনি ঈশ্বরের বিশেষ সন্তানদের মধ্যে একজন ছিলেন বা যীশুর সাথে তার একটি বিশেষ সংযোগ ছিল, কারণ প্রেরিত ১০:৩৪ পদ বলছে যে ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না।

আমরা এটাও অনুমান করতে পারি যে, যেহেতু যীশু জানতেন না যে তিনি সেখানে আছেন, তাই সেদিন সুস্থ হয়ে ওঠার সিদ্ধান্তে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। আমরা একমত যে তিনি অভিষিক্তের ভান্ডার ছিলেন, কিন্তু তিনি সেই মুহূর্তে সুস্থ হওয়ার জন্য *মহিলা* যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার অংশ ছিলেন না।

যীশু আমাদের বলেন যে, কীভাবে সেই নারী রাজ্যের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তিনি বললেন, "*বৎসে! তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; শান্তিতে চলিয়া যাও।*" এই বাক্যটি আমাদের যা কিছু জানা দরকার তা বলে এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয় যে, কেন এবং কীভাবে সে সেই দিনটিতে সুস্থতা পেয়েছিল। আত্মিক বিজ্ঞানী হিসাবে, আসুন আমরা এই গল্পটি আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে শুরু করি এবং দেখি যে কেন সে তার নিরাময় পেয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা কোনও সূত্র খুঁজতে পারি কিনা।

সর্বোপরি, যীশু তাকে *কন্যা* বলে ডাকেন, যার অর্থ সে ইস্রায়েল জাতির অংশ ছিলেন, অব্রাহামের বংশধর। অব্রাহামের সন্তান হিসেবে সে অব্রাহামকে দেওয়া আশীর্বাদ এবং অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের করা চুক্তির সুফল পেয়েছিল।

> *আর কহিলেন, "তুমি যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথায় মনোযোগ কর, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই কর, তাঁহার আজ্ঞাতে কর্ণপাত কর, ও তাঁহার বিধি সকল পালন কর, তবে আমি মিসরীয়দিগকে যে সকল রোগে আক্রান্ত করিলাম, সেই সকলেতে তোমাকে আক্রমণ করিতে দিব না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী।"*
>
> — যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬

তাই, যীশু যখন তাকে কন্যা বলে ডেকেছিলেন, তখন তার মানে হল, অব্রাহামের ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর করা চুক্তিতে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার ওপর তাঁর আইনগত অধিকার ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র এই সত্যটিই তার প্রাপ্তির একমাত্র কারণ হতে পারে না, কারণ যীশুর চারিদিকে চাপাচাপি করা সেই দিন সেখানে প্রত্যেকের একইরকম বৈধতা ছিল। অন্য কিছু

থাকা দরকার ছিল যা ঈশ্বরের রাজ্যের শক্তিকে প্রবাহিত করেছিল। যীশু তখন আমাদের আরও একটি কারণ বলেন যে কারণে সে সুস্থতা পেয়েছিল। আসলে, যীশু বলেছিলেন যে, এটাই *মূল* কারণ যে সে ব্যক্তিগতভাবে সুস্থতা লাভ করেছিল।

তিনি বলেন, *তার বিশ্বাস* তাকে সুস্থ করে তুলেছে।

সুতরাং এখন আমরা সেই কারণটি জানি যে কারণে সে সুস্থ হতে সক্ষম হয়েছিল - এটি তার আইনী অধিকার ছিল যেহেতু সে অব্রাহামের কন্যা ছিল, এবং তার বিশ্বাসই ছিল সেই সুইচ যা সেই শক্তিকে সেই মুহূর্তে ব্যক্তিগতভাবে তার দেহে প্রবাহিত হবার সুযোগ করে দেয়।

আসলে সে সেই নারী ছিল, যাকে বিদ্যুৎ কোম্পানীর বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, আর যে ক্যাবল আপনার বাড়িতে আসে সেই ক্যাবলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বিদ্যুৎ আছে ঠিকই, কিন্তু এর মানে এই না যে আপনার বাল্ব জলবে। লাইট চালু হওয়ার আগে আপনাকে অবশ্যই সুইচ অন করতে হবে।

সুতরাং, অব্রাহামের একজন আইনী বংশধর হিসাবে, এই মহিলার সুস্থ হওয়ার আইনী অধিকার ছিল। যাইহোক, যেহেতু পৃথিবীতে এবং তার নিজের জীবনের উপর তার এখতিয়ার ছিল, তাই সেই ক্ষমতাটি মুক্ত করার জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে সুইচটি চালু করতে হয়েছিল।

কিন্তু সুইচটা কোথায়? আমরা কীভাবে এটি চালু করব?

তা খুঁজে বের করার জন্য, আমাদের শর্তগুলি সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

বিশ্বাস কি?

বিশ্বাস এমন একটি শব্দ যা খ্রীষ্টানুসারীরা সাধারণত দূরে ঠেলে দেয়, এবং আমি নিশ্চিত যে, অনেকে না হলেও অনেকেই জানে না যে বিশ্বাস আসলে কী, কেন এটি প্রয়োজন, কীভাবে তারা বিশ্বাসে আছে কিনা তা জানতে পারবে এবং কীভাবে বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। বিশ্বাস যদি সেই সুইচ যা অভিষেক এই মহিলাকে প্রবাহিত ও সুস্থ করার সুযোগ করে দেয়, তা হলে আমাদের বিশ্বাসের দিকে খুব কাছ থেকে নজর দেওয়া দরকার!

আমরা রোমীয় ৪ অধ্যায়ে আমাদের বিশ্বাসের সংজ্ঞা খুঁজে পাই।

অব্রাহাম প্রত্যাশা না থাকিলেও প্রত্যাশাযুক্ত হইয়া বিশ্বাস করিলেন, যেন 'এইরূপ তোমার বংশ হইবে,' এই বচন অনুসারে তিনি বহুজাতির পিতা হন। আর বিশ্বাসে দুর্বল না হইয়া, তাঁহার বয়স প্রায় শত বৎসর হইলেও, তিনি আপনার মৃতকল্প শরীর, এবং সারার গর্ভের মৃতকল্পতাও টের পাইলেন বটে, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি

লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন এবং পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও আছেন।

— রোমীয় ৪:১৮-২১

চলুন জেনে নেওয়া যাক এই গল্পের ঘটনাচক্র। অব্রাহাম ও সারা সন্তান ধারণ করতে পারতেন না। আমি বলতে চাচ্ছি না যে তাদের কোন সন্তান গর্ভধারণে সমস্যা হচ্ছিল, এবং তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমি বলতে চাচ্ছি তারা প্রায় ১০০ বছর বয়সী ছিল, সন্তান ধারণের আর কোন সুযোগ নাই। তারা শারীরিকভাবে সন্তান ধারণ করতে পারে না। এটা অসম্ভব ছিল! তবুও ঈশ্বর অব্রাহামকে একটি সন্তানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদিও প্রাকৃতিকভাবে, এটি একেবারেই অসম্ভব ছিল।

বাইবেল বলে যে, অব্রাহাম *পুরোপুরি নিশ্চিত* ছিল যে, ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা করার ক্ষমতা তাঁর আছে, যদিও প্রাকৃতিক ঘটনা অন্য গল্প বলেছিল। এই হলো আমাদের বিশ্বাসের সংজ্ঞা: পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যে ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তা করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

আমি কথাটি এইভাবে বলছি: **"আপনার হৃদয় স্বর্গের সঙ্গে একমত।"**ঈশ্বর যা বলেছেন তার সাথে কেবল মন থেকে একমত হওয়াই নয়, বরং *পুরোপুরি নিশ্চিত* হওয়া।

বিশ্বাস কি সে সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞা

আপনি এটি পেয়েছেন তা নিশ্চিত করার জন্য আমার সাথে জোর গলায় বলুন: ঈশ্বর যা বলেছেন তার সাথে কেবল মন থেকে একমত হওয়াই না, বরং পুরোপুরি নিশ্চিত হই। অর্থ্যাৎ আমাদের হৃদয় এবং মন স্বর্গের সাথে একমত হচ্ছে, *পুরোপুরি নিশ্চিত* হচ্ছি।

কেন বিশ্বসের প্রয়োজন হয়?

কেন ঈশ্বর যখন চান তখন হাসপাতালের সবাইকে সুস্থ করতে পারেন না? কেন তিনি যুদ্ধ থামাতে পারছেন না? কেন তিনি আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য দূতদের পাঠাতে পারেন না? আমি নিশ্চিত যে আপনি এই সব প্রশ্ন আগে শুনেছেন। এর উত্তর হলো, তিনি করবেন না।

এটা এমন নয় যে, ঈশ্বরের তা করার *ক্ষমতা* নেই। এটা তাঁর *বিচার ব্যবস্থার* অধীনে নেই।

আমি যা বলছি তা বোঝার জন্য, আমাদের ইব্রীয় পুস্তকের দিকে লক্ষ্য করতে হবে।

> *বরং কোন স্থানে কেহ সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন,*
>
> *"মনুষ্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য-সন্তানই বা কি যে তাহার তত্ত্বাবধান কর? তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, প্রতাপ ও সমাদর-মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ; এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে স্থাপন করিয়াছ; সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।"*
>
> *বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু এখন এই পর্যন্ত, আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখিতেছি না।*
>
> — ইব্রীয় ২:৬-৮

ঈশ্বর মানুষকে সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যের উপর সম্পূর্ণ *বিচার ব্যবস্থা* দিয়েছিলেন যখন তাকে এখানে রাখা হয়েছিল। এমন কিছু ছিল না যা তার এখতিয়ারের অধীনে ছিল না। তিনি পরিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা ও কর্তৃত্বের সাথে এই রাজ্যের উপর শাসন করেছিলেন। কর্তৃত্বের সাথে শাসন করার তার ক্ষমতা সরকার দ্বারা সমর্থিত ছিল যা তাকে এখানে স্থাপন করেছিল। সংক্ষেপে, সে ঈশ্বরের রাজ্যের ন্যস্ত কর্তৃত্ব দিয়ে শাসন করেছিল। সে সেই সরকারের মুকুট পরেছিল, যা ঈশ্বরের মহিমা, অভিষিক্তকরণ এবং সম্মান বা কর্তৃত্বের অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেছিল যা তিনি বহন করেছিলেন।

এখন, অবশ্যই, তিনি সত্যিই একটি আক্ষরিক ধাতব মুকুট পরিধান করেন নি, কিন্তু মুকুটের অর্থ কি যে মুকুট সে পরেছিল। এটি দেখতে কেমন তার একটি ভাল ছবি পেতে, একটি প্রাকৃতিক রাজার কথা ভাবুন। যদিও তিনি একজন পার্থিব মানুষ এবং তার প্রাকৃতিক সত্তায় কোনও প্রকৃত ক্ষমতা রাখে না, তবে সে মুকুট পরে, যা বোঝায় যে সে কেবল নিজেরই নয় বরং একটি সমগ্র রাজ্য এবং সরকারের প্রতিনিধিত্বে দাঁড়িয়ে আছে। তার কথা

পৃথিবীতে স্বর্গের কোন বিচার ব্যবস্থা থাকে না যতক্ষণ না একজন রুষ বা নারীর হৃদয় স্বর্গ যা বলে তাতে পুরোপুরি নিশ্চিত হই, এটাই বিশ্বাস।

কেবল কর্তৃত্ব বহন করে কারণ তারা সরকার এবং সে যে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে তার সমস্ত শক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা সমর্থিত।

আপনি যদি কোনও ট্র্যাফিক পুলিশের কথাই ভাবেন, তবে তিনি কেবল কয়েকটি শব্দ দিয়ে একটি বিশাল ট্র্যাক্টর-ট্রেলার ট্রাককে থামিয়ে দিতে পারেন এই বলে যে, "আইনের নিয়মে তুমি থাম!"

এটা ঠিক যে, ট্রাক মানুষের চেয়ে অনেক বড়, ওটির আকৃতির সঙ্গে তার দৈহিক আকৃতির কোনও মিল নেই। কিন্তু ট্রাকটি লোকটির কারণে থামে না, বরং ট্র্যাফিক পুলিশ যে ব্যাজ পরেন তার কারণে থামে, যা এমন একটি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে যা তাকে সমর্থন করে। এ ক্ষেত্রে ব্যাজ পরা ট্র্যাফিক পুলিশের চেয়ে সরকার অনেক বড়। ট্রাক ড্রাইভার *ট্র্যাফিক পুলিশ* ভয় পায় না, তবে লোকটি যে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে সেটিকে ভয় পায়, তাই সে ট্রাকটি থামিয়ে দেয়। এখানেও একই কথা সত্য। আদম পৃথিবীর রাজত্বে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তার উপর শাসন করেছিল। ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, যা মহিমা ও সম্মানের মুকুট দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে, মানুষকে এই আশ্বাস দিয়েছিল যে, তার কথাগুলো ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে শাসন করেছিল।

স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ, কিন্তু তিনি পৃথিবী ***মনুষ্য-সন্তানদিগকে দিয়াছেন।***

— গীত ১১৫:১৬

রাজ্যের আইন-কানুন সম্বন্ধে আপনার বোঝার জন্য পৃথিবীর ওপর মানুষের বিচার ব্যবস্থার এই নীতিমালা অত্যাবশ্যক, বিশেষ করে কেন কোন পরিস্থিতিতে আইনী বিচার ব্যবস্থা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।

তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, "আপনার দেশ ও আত্মীয় স্বজন এবং আপনার বাটী ভিন্ন আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না।" তখন ***তিনি সেই স্থানে আর কোন পরাক্রম-কার্য করিতে পারিলেন না****; কেবল কয়েক জন রোগগ্রস্ত লোকের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন।*

— মার্ক ৬:৪-৬

যদি আমি রাস্তায় লোকদের জিজ্ঞাসা করি যে, যীশু কিছু করতে পারেন কিনা, তারা সম্ভবত বলবে যে তিনি করতে পারেন। আমি যদি জিজ্ঞেস করি বাইবেলে এমন কোন জায়গা আছে কি যখন যীশু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অলৌকিক কাজ করতে পারেননি, তাহলে তারা কী বলবে?

আমি নিশ্চিত যে তারা আমাকে বলবে যে বাইবেলে এমন কোনও স্থান নেই, তবুও আপনি কেবল একটির কথা বলুন, যখন যীশু তাদের সুস্থ করতে পারেননি। একজন আত্মিক বিজ্ঞানী হিসাবে, আমি কেন তিনি পারেননি তা জানতে চাইব।

উত্তরটি সহজভাবে বললে বলা যায় যে - তিনি তা করতে পারেননি, এবং এখন আপনি জানেন যে এটি ছিল কারণ তাদের কোনও বিশ্বাস ছিল না, স্বর্গের সাথে কোনও চুক্তি ছিল না এবং এইভাবে স্বর্গের সেই পরিস্থিতিতে কোনও আইনী বিচার ব্যবস্থা ছিল না।

আমরা যা আবিষ্কার করেছি সে সম্পর্কে আপনার স্পষ্ট ধারণা রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।

পৃথিবীতে স্বর্গের কোন বিচার ব্যবস্থা থাকে না যতক্ষণ না একজন পুরুষ বা নারীর হৃদয় স্বর্গ যা বলে তাতে পুরোপুরি নিশ্চিত হই, এটাই বিশ্বাস।

আমাদের আগের উদাহরণের মতো, ধরে নেওয়া যাক যে আপনার পরিচিত কেউ অসুস্থ ছিল এবং তারা সারা বিশ্বে সুপরিচিত ছিল। লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছিল এবং তারা তা করেছিল, কিন্তু ব্যক্তিটি যেভাবেই হোক মারা গিয়েছিল। ঈশ্বরের বাক্য কি ব্যর্থ হয়েছে? না। এটা অসম্ভব। সুতরাং, আমাদের উত্তর অন্য কোথাও খুঁজে বের করতে হবে।

আর প্রার্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি করিও না, যেমন জাতিগণ করিয়া থাকে; কেননা তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রার্থনার উত্তর পাইবে। অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্বে তোমাদের পিতা জানেন।

— মথি ৬:৭-৮

অনেক লোক বিশ্বাস করে যে যত বেশি মানুষ প্রার্থনা করবে, তত বেশী সেই প্রার্থনা শোনার জন্য বা সাহায্যে এগিয়ে আসবার জন্য ঈশ্বরকে বাধ্য করবে। আমি আশা করি আমি এখন পর্যন্ত যথেষ্ট ব্যাক্ষা করেছি যে আপনি জানেন যে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর যখন আমি বলি যে কোনও বিশ্বাস ছিল না, প্রাথমিকভাবে, আমি সেই ব্যক্তির কথা বলছি যাকে বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণ করা দরকার। আপনাকে একমত হতে হবে যে মার্ক ৬ অধ্যায়ের বাইরেও বিশ্বাস নিয়ে যীশুর প্রচুর গল্পে ছিল, তবুও তিনি তাদের নিরাময় করতে পারেননি।

সুতরাং আপনি এবং আমি যদি কোন অসুস্থ বন্ধুর কথা বলি যার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রার্থনা করেছিল, তবে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতাম, "এই বিষয়ে *তিনি* (অসুস্থ বন্ধু) কী *বলছেন*?

আমরা ২০ *কোটি* মানুষ কারো জন্য প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু যদি অসুস্থ ব্যক্তি বলে যে সে মারা যাবে, তবে সে মারা যাবে।

চলুন আমরা আবারো আমাদের উদাহরণটি বিবেচনা করি যা আমরা কেবল মার্ক ৬ অধ্যায়ে দেখেছি। আমরা জানি যে যীশুর আরোগ্য দানের জন্য বিশ্বাস ছিল, কিন্তু মানুষ বিশ্বাসে জড়িত না হলে তাদের জন্য তিনি কিছুই করতে পারতেন না।

অনেক লোক আমার কাছে এসে বলেছি যে তাদের ঠাকুমা বা তাদের দাদা বা কোনও আত্মীয় অসুস্থ ছিল এবং তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করছিল, তবুও কিছুই ঘটছে না। আমি সব সময় জিজ্ঞেস করি, "দাদী কী বলছেন? দাদা কী বলছেন? তাদের কি বিশ্বাস আছে?"

দেখুন, অন্য ব্যক্তির উপর আপনার আত্মিক কর্তৃত্ব নেই। আপনি তাদের পরিচর্যা করতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাসে তাদের জড়িত থাকতে হবে। আমি যখন তাদের জন্য প্রার্থনা করি তখন আমি মানুষকে একটি জিনিস করতে বলি তা হ'ল ঘটনার পরিবর্তন করা। তারা তাদের মনের মধ্যে তাদের নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে চিত্র দেখে সেই বিষয়ে কথা বলছি। আমি সেই চিত্রটি মৃত্যু থেকে জীবনে বদলে দিতে চাই।

আর যোহনের শিষ্যগণ তাঁহাকে এই সকল বিষয়ে সংবাদ দিল। তাহাতে যোহন আপনার দুই জন শিষ্যকে ডাকিয়া তাহাদের দ্বারা প্রভুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?"

পরে সেই দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "যোহন বাপ্তাইজক আমাদের দ্বারা আপনার কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?"

সেই দণ্ডে তিনি অনেক লোককে রোগ, ব্যাধি ও দুষ্ট আত্মা হইতে সুস্থ করিলেন, এবং অনেক অন্ধকে চক্ষু দিলেন। পরে তিনি ঐ দুই জনকে এই উত্তর দিলেন, "তোমরা যাও, যাহা দেখিলে ও শুনিলে, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও; অন্ধেরা দেখিতে পাইতেছে, খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠরোগীরা শুচিকৃত হইতেছে, বধিরেরা শুনিতেছে, মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে।"

— লূক ৭:১৮-২২

লক্ষ্য করুন, যীশু কোন শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলতে পারতেন, "আপনি ফিরে যান এবং যোহনকে গিয়ে এই বাক্য বা সেই বাক্য বলুন।" কিন্তু না, তিনি তাদের বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের রাজ্যের শক্তি ও কর্তৃত্বের দ্বারা ঘটে যাওয়া সমস্ত ভাল জিনিস সম্পর্কে যোহনকে বলতে।

কোনও বন্ধু বা পরিবারের সদস্যকে সাহায্য করার জন্য, আপনিও একই কাজ করবেন। আপনার বন্ধুকে বলুন যিনি অসুস্থ, যীশু কীভাবে অন্য কাউকে সুস্থ করেছিলেন তার একটি গল্প। যদি সম্ভব হয়, তবে তাদের এমন একজনের সম্পর্কে একটি গল্প বলুন যা তাদের শরীরকে পীড়িত করে এমন একই রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাদের সেই চিত্র তাদের অনুপ্রাণিত করবে এবং আশা নিয়ে আসবে। আশা সর্বদা এটির সাথে একটি চিত্র বহন করে, এবং এই চিত্রটি আপনি আপনার বন্ধু বা পরিবারের সদস্যকে দেখাতে চান যে, সেই রোগের জন্য নিরাময় রয়েছে।

আপনার বন্ধু বা পরিবারের সদস্য একবার যদি বুঝতে পারে যে নিরাময় হওয়া সম্ভব, তখন তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে এটি কীভাবে সম্ভব। এই সেই মুহূর্তটির জন্য আপনি অপেক্ষা করছিলেন—তারা এখন ঈশ্বরের বাক্য এবং রাজ্যের নীতিগুলো সম্বন্ধে নির্দেশনা পাওয়ার জন্য উন্মুক্ত। আপনি তাদের রাজ্যে নিয়ে আসতে চাইবেন প্রথমত যদি তারা নতুন জন্ম প্রাপ্ত না হয়, এবং দ্বিতীয়ত, আরোগ্যতার বিষয়ে শাস্ত্র কি বলে সেই বিষয়ে

তাদের সাথে কিছু সময় ব্যয় করে ব্যাখ্যা করকে পারেন। যদি সম্ভব হয় তবে আপনি তাদের যা বলেছেন তা শক্তিশালী করার জন্য তাদের কিছু শিক্ষামূলক উপকরণ দিয়ে যেতে পারেন। আমরা দেখেছি শত শত মানুষ সব ধরনের রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং এটি করে মুক্ত হয়েছে। তাদের জন্য প্রার্থনা করার আগে আমি আরেকটি জিনিস করি, তাদের জিজ্ঞাসা করা যে কেন তারা মনে করে যে আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন তারা সুস্থ হয়ে উঠবে। আমি তাদের বিশ্বাসের জাহাজকে বাইবেলে নোঙ্গর করতে বলি, কেবল প্রার্থনার কাজ হয় না।

এখন আমরা জানি যে, বিশ্বাস কী, তা হল, স্বর্গের সঙ্গে চুক্তি, ঈশ্বর যা বলেন, তা সম্বন্ধে আপনার হৃদয় পুরোপুরি নিশ্চিত। আমরা এখন এটাও বুঝতে পারি যে, স্বর্গের সঙ্গে একমত সেই ব্যক্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে ঈশ্বরকে আইনী বিচার ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন।

আমরা কিভাবে বিশ্বাসে গ্রহন করতে পারি?

অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়।
— রোমীয় ১০:১৭

ঈশ্বরের বাক্য শোনার মাধ্যমে বিশ্বাস কীভাবে আসে? প্রক্রিয়াটি কী? মানুষের আত্মায় বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য যা যা প্রয়োজন তা কি শুধু বাক্য শ্রবন?

বিশ্বাস কীভাবে আসে এবং রোমীয় ১০:১৭ পদ কী সম্পর্কে কথা বলছে তা বোঝার জন্য, আমরা মার্ক ৪ অধ্যায়ের দিকে লক্ষ্য করতে পারি। আমি সবসময় বলি যে আপনি যদি আপনার বাইবেলকে বাতাসে উড়িয়ে দেন, তবে এটি মার্ক ৪ অধ্যায় খুলে দেবে; এটা এতোটা গুরুত্বপূর্ণ!

যীশু মার্ক ৪:১৩ পদে বলেছেন যে, যদি আপনি এই দৃষ্টান্তে তিনি কী শিক্ষা দিচ্ছেন তা বুঝতে না পারেন তবে আপনি বাইবেলের *অন্যান্য কোন* দৃষ্টান্ত বুঝতে সক্ষম হবেন না। আমি বলব, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ! কেন এই অধ্যায়টি এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ এটি আমাদের বলে যে কীভাবে স্বর্গ পৃথিবীর রাজ্যের সাথে ইন্টারফেস করে, কীভাবে এটি বিচার ব্যবস্থা লাভ করে এবং তা কোথায় ঘটে। এই পুরো অধ্যায়টি কী নিয়ে কথা বলছে তা জানার চেয়ে আপনার জীবনের কাছে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই অধ্যায়ে, যীশু আমাদের তিনটি উপমা বলেছেন যে কীভাবে মানুষের আত্মায় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, যা আপনি এখন জানেন, স্বর্গের জন্য পৃথিবীর কোন বিষয়ে আইনত হস্তক্ষেপ

করার প্রয়োজনীয়তা। এই অধ্যায়ের তিনটি গল্প হল বীজ বপনকারীর উপমা, বীজ ছড়াবার উপমা এবং সরিষা দানার উপমা।

চলুন মার্ক ৪ অধ্যায়ে যীশু যে দ্বিতীয় গল্পটি বলেছেন তা লক্ষ্য করি, বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার উপমা।

তিনি আরও কহিলেন, "ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু কিরূপে তাহা বাড়িয়া উঠে তাহা সে জানে না। ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত।"

— মার্ক ৪:২৬-২৯

আমাদের প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হ'ল আমাদের পদগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা। যীশু যে *বীজের* কথা বলছেন, তা কী এবং মাটি কী? যীশু আসলে একই অধ্যায়ে বীজ বপনকারীর পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে এই দুটি পদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য, এবং মাটি হল মানুষের হৃদয়, বা মানুষের মন। সুতরাং এই দৃষ্টান্তে, যীশু বলেছেন যে একজন মানুষ তার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেয়। তারপর, *নিজে থেকেই* মাটি বা মানুষের *হৃদয়,* স্বর্গের সাথে বিশ্বাস বা ঐক্যমত গড়ে তুলতে শুরু করে। এটি আপনার মানব আত্মার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং কাজ - আপনি সেখানে যা রাখছেন তা ইনকিউবেট করতে চলেছে।

আমি এগিয়ে যাওয়ার আগে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি মনে রাখবেন যে আমাদের বিশ্বাসের সংজ্ঞাটি কী - *একজন পুরুষ বা একজন নারীর হৃদয় স্বর্গ যা বলে তা পুরোপুরি নিশ্চিত করে।*

এখানে মনে রাখতে হবে যে স্বর্গের সাথে ঐক্যমত ঈশ্বরের বাক্যের সাথে মন থেকে একমত হওয়ার মতো একই বিষয় না। বাইবেল বলে যে, অব্রাহাম *পুরোপুরি নিশ্চিত* হয়েছিলেন। পুরোপুরি নিশ্চিত কি এবং কেমন তার একটি স্পষ্ট চিত্র পেতে সহায়তা করার জন্য, ধরা যাক আমি আপনাকে নিউ ইয়র্ক সিটির এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের শীর্ষ থেকে লাফ দিতে বলি। আপনাকে বোঝাতে সক্ষম হই যে, আপনি যদি আপনার হাত দুটি যথেষ্ট শক্ত করে ফ্ল্যাপ করেন তবে আপনি নিরাপদে উড়তে পারবেন। আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসবেন, কারণ আপনি জানেন আপনার কি হবে। আপনি ফলাফল সম্পর্কে

পুরোপুরি নিশ্চিত। পুরোপুরি নিশ্চিত হবার অনুভূতিও তেমনি। আপনি *জানেন* যে আপনাকে প্ররোচিত করা হয়েছে, আর কোনও সম্ভাবনা নেই - আপনি যদি লাফ দেন তবে আপনি মারা যাবেন।

সুতরাং, চলুন আমরা অন্য একটি পরিস্থিতি চিন্তা করি এবং দেখি আপনি কীভাবে এটি নিয়ে কাজ করেন। ধরা যাক যে আপনার শরীরে একটি দৃশ্যমান বড় পিণ্ড রয়েছে এবং ডাক্তার বলেছেন যে আপনার বেঁচে থাকার জন্য মাত্র এক মাস বাকি আছে। আপনার ক্যান্সার আছে। প্রকৃতপক্ষে, ডাক্তার বলেছেন যে আপনার ক্যান্সারটির ধরণ এতটাই বিরল যে এমন কেউ নেই যা প্রকৃতপক্ষে বেঁচে আছে যা এটির সাথে রোগ নির্ণয় করা হয়েছে।

ধরুন আপনি ১ পিটার ২:২৪ পদটি কি বলে জানেন।

> *তিনি আমাদের ''পাপভার তুলিয়া লইয়া'' আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই; ''তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছ''।*
>
> — ১ পিতর ২:২৪

বাইবেল আমাদের উত্তর বলে, কিন্তু আপনার আর আমার গুরুতর সমস্যা আছে: আমরা অন্ধকারের রাজ্যে বড় হয়েছি, এবং বিকৃত মস্তিষ্ক এবং মৃত্যু আমাদের চারপাশে সবসময় ঘোরাঘুরি করছে। আমরা ভয়ের রাজ্যে বড় হয়েছি এবং ভয় কি সেই বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি। সুতরাং, উপরের উদাহরণ অনুসারে আমরা নিশ্চিত যে ক্যান্সার হলে মানুষের মৃত্যু হয়। আমাদের কাছে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বহু প্রমাণ আছে যে ঘটনাটি সত্য। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে আমাদের ঐক্যমত পরিবর্তন করব? ঈশ্বর যা বলেছেন, তা সম্বন্ধে আমরা কীভাবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি? আসলে, আমরা নিজেরাই পারি না। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত এবং শক্তিতে পূর্ণ, আর আপনার আত্মায় সেই বাক্য রোপণ করলে পর, তা নিজে থেকেই আপনার আত্মা এবং বাক্য, স্বর্গ যা বলে তার সাথে ঐক্যমত তৈরি করতে শুরু করবে।

*তিনি আরও কহিলেন, "ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু কিরূপে তাহা বাড়িয়া উঠে তাহা সে জানে না। **ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে**; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত।"*

— মার্ক ৪:২৬-২৯

নিজেই থেকেই মাটি (আপনার হৃদয়) ঐক্যমত উৎপন্ন করবে। লক্ষ্য করুন যে আপনি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করতে পারবেন না; এটি আপনার হৃদয় এবং বাক্যের একটি কাজ। যখন আমরা এই কথাগুলোর দিকে লক্ষ্য করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে আমাদের হৃদয় এবং স্বর্গের ঐক্যমত হল একটি প্রক্রিয়া। এটা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে না। এই দৃষ্টান্ত আমাদের বলে যে, প্রথমে, যখন আমাদের হৃদয় বাক্য গ্রহণ করে, ঠিক যেমন নতুন রোপণ করা বীজ অঙ্কুরিত হয়, ঠিক তেমনই বিশ্বাস বাড়তে শুরু করবে। তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকলে এটি ডালপালা ছড়াবে, তারপর এটি একটি মাথা গঠন করে। মাথা যেখানে বীজ, বা ফল, গঠন করতে শুরু করে। উদ্ভিদের জীবনের এই পর্যায়ে, আপনার এখনও খাওয়ার মতো কিছুই নেই। উদ্ভিদ এখনও তার পরিপক্ক, পাকা ফল উতপাদিত হয় নি, কিন্তু এটি ক্রমবর্ধমান হয়।

একই কাজ ঈশ্বরের বাক্যে হয়। যখন বিশ্বাস বাড়ে তখন প্রাকৃতিক রাজ্যে কোনও দৃশ্যত পরিবর্তন হয় না। কারণ তখনো কোন ঐক্যমত তৈরী হয়নি, তবে নিশ্চিত হোন যে উদ্ভিদটি *বাড়ছে*, বিশ্বাস উতপন্ন *হচ্ছে* এবং ঐক্যমত গঠন হচ্ছে। যীশু আরও ব্যাখ্যা করেন যে, যখন মাথার বীজ পুরোপুরি পরিপক্ক হয়, বা পাকে, তখন ফসল আসে, ঐক্যমত হয়, এখন বিশ্বাস সেখানে স্থিত হয়।

যখন আপনি মাটিতে একটি বীজ রোপণ করেন, অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, উদ্ভিদটি বাড়তে শুরু করে, তবে তখনো কোনও ফল নেই। উদ্ভিদটি যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পরিবেশে থাকে ততক্ষণ এটি বাড়তে থাকে। এটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে এটি তার ফল বের করে দেয়।

ধরা যাক আপনি ভুট্টা চাষ করছেন। ভুট্টা গাছটি একটি মঁজুরী বা শীষ অঙ্কুরিত করে, তবে প্রথমে ছোট্ট একটি মঁজুরী থাকে, তখনো খাওয়ার মত পাকেনি। কিন্তু মৌসুম আসলে পর মঁজুরী পরিপক্ক হয় ও পাকে। এই অবস্থাটি বুঝবার চেষ্টা করুণ। সেই মুহূর্তে ভুট্টার অন্তর্বীজের সঙ্গে ভুট্টার মঁজুরীর সংযোগ হয় মাটিতে রোপন করার সময়, এটাই ঐক্যমত।

যখন উদ্ভিদের মাথায় থাকা বীজটি পরিপক্ক হবে, তখন এটি দেখতে *ঠিক* যেমন বীজ বপন করা হয়েছিল তেমনি।

একটি ভুট্টা গাছ রোপণ করুন, এবং শীষের মধ্যকার একটি পরিপক্ক বীজের সঙ্গে রোপণ করা বীজের সাদৃশ্য দেখা যাবে। তারা একই রকম। তারা দেখতে একই রকম এবং একই স্বাদ, এমনকি আপনি তাদের আলাদা করে বলতে পারবেন না।

সুতরাং যীশু কী বলছেন তা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনি (রোমীয় ১০:১৭), তখন আমরা আসলে আমাদের আত্মিক দেহে- আমাদের হৃদয়ে, ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমরা যদি সেই বাক্যটি আমাদের হৃদয়ে রাখি, তবে তা বৃদ্ধি পাবে এবং পরিপক্ক হবে; আর যখন এটি পরিপক্ক হবে, তখন স্বর্গ যা বলে সে সম্পর্কে আমাদের হৃদয় পুরোপুরি নিশ্চিত হবে। স্বর্গ ও পৃথিবী ঐক্যমত হয়, এবং স্বর্গ তখন পুরোপুরি নিশ্চিত ব্যক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর রাজ্যে আইনী বিচার ব্যবস্থা অর্জন করেছে। আমাদের চিন্তাভাবনা এবং বিশ্বাস পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে স্বর্গ যা বলে তাতে মিলে যায়। এটা কোনো মনের বিষয় না। এটি এখন হয়ে উঠেছে যা আমরা আসলেই বিশ্বাস করি ঠিক ততটাই নিশ্চিত যে আমরা বিশ্বাস করি যে যদি কোন পাথর ছুঁড়ে ফেলা হয় তবে তা মাটিতে পরবে। স্বর্গ পৃথিবীর রাজ্যে স্বর্গ থেকে প্রাপ্ত বাক্য রোপন করে যেখানে এটি চুক্তি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়ে আসবে। স্বর্গ যদি বলে যে আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাহলে সেই বাক্য যখন আপনার হৃদয়ে পরিপক্ক হবে, তখন আপনি যা দেখতে পাবেন তা হল স্বর্গ যা বলেছে তার পূর্ণতা। আর কোন ভয় নেই। আপনি যখন আপনার চোখ বন্ধ করবেন, তখন আপনি নিজেকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখবেন! এই কারণেই ইব্রীয় ১১:১ পদ বলে যে,

আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।

আপনি এটি এখনও প্রাকৃতিক ভাবে দেখতে নাও পেতে পারেন, কিন্তু আপনি এটি আপনার আত্মায় দেখেছেন; এবং এমন বাস্তব মনে হবে যেন আপনি এটি আপনার হাতে ধরে রেখেছেন। সেই চুক্তিকে বলা হয় বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাস সেই চিত্রটি পৃথিবীর রাজ্যে আপনার জীবনে প্রকাশ করবে!

কিন্তু এখানেই মার্ক ৪ অধ্যায় থেমে থাকেনি। এটা আমাদের শেখায় যে কীভাবে আমাদের হৃদয় স্বর্গের সাথে একমত হয় এবং বিশ্বাসও থাকে, আর কীভাবে সেই ফসল কাটা যায় সে সম্পর্কে এটি আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়।

*কিন্তু ফল পাকিলে তৎক্ষণাৎ **সে কাস্তে লাগায়**, কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত।*

— মার্ক ৪:২৯

লক্ষ্য করুন যে, যদিও হৃদয় স্বর্গের সাথে একমত রয়েছে এবং বিশ্বাস রয়েছে, তথাপি কিছুই ঘটছে না। কেন? আমি সব সময় বলে আসছি, পৃথিবীর রাজত্বে আপনার আইনত বিচার ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনার কি মনে আছে, লূক ৮ অধ্যায়ে যে প্রদর রোগ গ্রস্থ মহিলার আলোচনা করেছিলাম? মনে রাখবেন, যীশু বলেছেন, "বৎস, *তোমার* বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিয়াছে।" আমি তখন আপনাদের বলেছিলাম যে, যীশু যখন "বৎস" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তখন তিনি স্বর্গের সামনে এক আইনী অবস্থানের কথা ভেবেছিলেন। তিনি ছিলেন অব্রাহামের কন্যা। তার আইনগত অধিকার ছিল। আমি এটি আপনার বাড়ির সাথে সংযুক্ত পাওয়ার প্ল্যান্ট তারের সাথে তুলনা করেছি। বিদ্যুৎ ছিল এবং সচলও ছিল, কিন্তু আপনি তখনো লাইট চালু করতে সুইচ দেননি। একইভাবে, একবার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, ক্ষমতা সচল থাকে, তবে আপনি সুইচটি না চাপলে কিছুই ঘটে না।

আপনাকেই পৃথিবীর রাজ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের ক্ষমতাকে মুক্ত করতে হবে, কারণ কেবলমাত্র আপনি, এই পৃথিবীর একজন পুরুষ বা নারীই আইনীগতভাবে এটি করতে পারে। আপনার পরিত্রাণের সময় ঠিক এই নীতিটিই ব্যবহৃত হয়েছিল, যেমনটি রোমীয় ১০:১০ পদে উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার জন্য, এবং মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য।

— রোমীয় ১০:১০

হৃদয় দিয়ে মানুষ বাক্য বিশ্বাস করে, এবং তা ন্যায়সঙ্গত হয়। ন্যায্যতা একটি আইনী শব্দ যার অর্থ আইনের প্রশাসন। সুতরাং, যখন একজন পুরুষ বা মহিলার হৃদয় স্বর্গের সাথে এক্যমত হয় - যখন তারা স্বর্গ যা বলে তা বিশ্বাস করে - তখন তারা স্বর্গ ও পৃথিবীর সামনে ন্যায়সঙ্গত হয়। স্বর্গের পক্ষে আইনসঙ্গত হয় তাদের *জীবনে* এবং তাদের *জীবনের মধ্য দিয়ে* প্রবাহিত হতে, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে পৃথিবীকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হল, যদিও এটি এখন বৈধ এবং তারা বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে, তবুও কিছুই ঘটে না। "কিন্তু, গ্যারী,

আমি ভেবেছিলাম আপনি বলেছিলেন যে আমি যদি বিশ্বাসে থাকি তবেই তা স্বর্গের আইনী ব্যবস্থা পেয়েছে।" ঠিক, কিন্তু যখনই বিশ্বাসের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে কাউকে এখানে স্বর্গের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হবে। আসুন আমরা আরও একবার আমাদের শাস্ত্র দেখি।

> *কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার জন্য, **এবং মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য।***
>
> — রোমীয় ১০:১০

একবার আপনি বিশ্বাসে অবস্থান করেন, বা ন্যায়সঙ্গত হন, তখন স্বর্গ পৃথিবী জয় করার বৈধতা পায়। তবে লক্ষ্য করুন যে তখন বলা হত যে, আপনার মুখ দিয়ে আপনি স্বীকার করলে পরিত্রাণ পাবেন।

একবার আপনি বিশ্বাসেস অবস্থান করেন, বা ন্যায়সঙ্গত হন, তখন স্বর্গ পৃথিবী জয় করার বৈধতা পায়।

আপনি কি এখানে দুটি অংশ দেখতে পাচ্ছেন? স্বর্গের অংশটি আপনার হৃদয়ে বাক্য নিয়ে আসছে যেখানে এটি পৃথিবীর রাজ্যে চুক্তিকে ইনকিউবেট করে। এরপর, চুক্তি একবার হলে, বা বিশ্বাস থাকলে, আপনাকে ঐ চুক্তির উপর কাজ ভিত্তি করে আপনার পরিস্থিতির উপর স্বর্গের কর্তৃত্বকে মুক্ত করতে হবে যেন স্বর্গ কি বলে তা গ্রহণ করতে পারেন।

বাইবেলের মার্ক ৪ অধ্যায় এটি বলে যে যখন ফসল কাটার মৌসুম আসে, তখন মানুষ (পৃথিবীতে) কাস্তে ব্যবহার করে। যখন তার বিশ্বাস কাজ করে তখন ঈশ্বর তাঁর বাক্যের উপর ভিত্তি করে কাজ করেন, এবং সে ফসল সঞ্চয় করে।

আমাকে ফিরে যেতে দিন এবং এক মুহূর্তের জন্য মার্ক ৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত কাস্তে শব্দ সম্পর্কে কথা বলতে দিন। আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বের বেশিরভাগ মন্ডলী কাস্তে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখেনি, অর্থ্যাৎ, তাদের যা প্রয়োজন তা কীভাবে কাটতে হয় তা তাদের শেখানো হয়নি। আমি এটাও জানতাম না যতক্ষণ না প্রভু আমাকে শিক্ষা দিতে শুরু করেন যে, রাজ্য কীভাবে কাজ করে। রাজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে আমার প্রথম প্রকাশ বহু বছর আগে ঘটেছিল, যখন আমাকে আটলান্টার এক মন্ডলীতে বুধবার রাতের পরিচর্যায় কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

মন্ডলীটি এতটা বড় ছিল না, তবে এতে আমার তেমন সমস্যা হয় না। আমি শুধু রাজ্য সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দিতে ভালোবাসি। আমি যখন মন্ডলীতে পৌঁছলাম, তখন আমার কাছে একটা বিষয় অদ্ভুত লাগছিল যে দরজাগুলি তালাবদ্ধ ছিল এবং সেখানে কেউ ছিল না। উপাসনা শুরু হওয়ার মাত্র দশ মিনিট বাকি ছিল।

আমি আমার পিছনে একটি শব্দযুক্ত ট্রাকের আওয়াজ শুনতে পেলাম, এবং আমি মন্ডলীর গলির পিছনে একটি পুরানো পিকআপ ট্রাককে থামতে দেখলাম। বিষয়টি আমার কাছে নতুন কিছু না। কারণ আমি আটলান্টার এক শহরতলি থেকে এসেছি।

আমি যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন একজন লোক বিল্ডিংয়ের পেছন থেকে হেঁটে আসছিল এবং নিজেকে পালক হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে দেরি হওয়ার জন্য তিনি দুঃখিত, তার পুরানো ট্রাকটি চালু হচ্ছিল না। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে পাহাড়ী ঢালে গড়িয়ে তাকে ইঞ্জিন চালু করতে হয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেন যে কখনও কখনও ওটা চালু হয় না, ওটা পাঁচ মাইল হেঁটে মন্ডলীতে আসতে আমাকে বাধ্য করে।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি এই কথোপকথনে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, তাঁর পরিচর্যা আসলেই মূলত একটি সুসমাচার প্রচারমূলক পরিচর্যা এবং তিনি প্রতি মাসে হাজার হাজার লোককে খাওয়াতেন, প্রায়ই এই এক জায়গা থেকেই প্রতি মাসে ১০,০০০ হাজারেরও বেশি খাবার পরিবেশন করতেন।

পালক যখন কথা বলছিলেন, তখন আমি বিচলিত হয়ে পড়ছিলাম। এখানে ঈশ্বরের একজন মানুষ ছিলেন যিনি মাসে ১০,০০০ লোককে খাওয়াচ্ছিলেন, এবং তার একটি ভাল গাড়ীও ছিল না? আমি এটা রক্ষনাবেক্ষন করতে পারতাম। আমার বাড়িতে ২০,০০০ হাজার মাইল চলেছে তেমনি একটি মোটামুটি নতুন গাড়ি ছিল যা আমি তাকে দিতে পারতাম।

আমি তাকে আমার পরিকল্পনার কথা বলেছিলাম, এবং বলেছিলাম যে, আমি আমার এক কর্মীকে দিয়ে একটি গাড়ি আটলান্টায় পাঠিয়ে দেব। তিনি অবশ্য শুনে খুশি হয়েছিলেন। আমি সেই রাতে তাকে এবং তার ছোট্ট মন্ডলীকে ঈশ্বরের রাজ্য এবং অর্থের ক্ষেত্রে এটি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলাম। আমি জানতাম যে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যাদের প্রয়োজন ছিল, তাদের কাছে রাজ্য কেমন দেখতে ছিল, তা তারা দেখাতে শুরু করবে।

আমি যখন বাড়ি ফিরে গেলাম, তখন আমি গাড়িটি আটলান্টায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। যখন আমার স্টাফ গাড়ি নিতে এসেছিল, তখন আমি জানতাম যে আমি স্বর্গে আত্মিক লেনদেন করছি। আমি জানতাম যে, যখন আমি সেই গাড়িটিকে ঈশ্বরের রাজ্যে ছেড়ে

দিয়েছিলাম, তখন আমি এমন একটি গাড়ির জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারি যা আমারও প্রয়োজন হবে।

আমি গাড়ী প্রেমিক মানুষ না, আসলে গাড়ির প্রতি আমার তেমন আসক্তি নাই। কিছু লোকের আছে, কিন্তু আমার নাই। তাই আমি সেই গাড়ীর উপর হাত রাখলাম যখন আমার স্টাফ এটি নিতে এসেছিল, এবং আমি মূলত বলেছিলাম, "স্বর্গীয় পিতা, আমি এই গাড়িটি আটলান্টায় এই অ্যাসাইনমেন্টে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি এটা মুক্ত করে দিচ্ছি, আমি এটিকে বীজ হিসাবে রোপন করছি এবং বিশ্বাস করি যে আমি..... পেয়েছি।" আমি কোন গাড়ীর কথা ভাবছিলাম না যা চেয়েছিলাম, তাই আমি বলেছিলাম, "আমি এ বিষয়ে আপনার কাছে আবার ফিরে আসব।"

তবে পরের কয়েক মাস যাবৎ আমি সত্যিই গাড়ী সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করিনি, কিন্তু একদিন সকালে আমি ড্রেন্ডাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সে কী ধরণের গাড়ি পেতে চায়। সে একটু চিন্তা করার পরে বলেছিল যে একটি convertible হলে ভাল হবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সে কী ধরণের convertible চায়, আমাদের দুজনের মধ্যে কেউই বর্তমান মডেল সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। যেহেতু আমি ড্রেন্ডার জন্য গাড়িটি কিনতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে সে তার পছন্দসই গাড়িটি পেয়েছে কিনা, তাই আমি তাকে অনলাইনে চেক করতে বা লক্ষ্য রাখতে বলেছিলাম এবং আমাকে জানাতে বলেছিলাম যে সে কোনও convertible গাড়ী খুঁজে পেয়েছে কিনা যা সে পছন্দ করবে। এদিকে, আমরা নতুন গাড়ির জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কাউকে বলিনি, তবে আমরা আমাদের চোখ খোলা রেখেছিলাম যখন আমরা এমন একটি গাড়ী খুঁজছি যা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

একদিন আমরা দুপুরের খাবারের জন্য একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে যাচ্ছিলাম, এবং হঠাৎ করে, ড্রেন্ডা চিৎকার করে বলল, "এইতো সেটা!"

"ওখানে সেটা কী?" জিজ্ঞেস করলাম।

"যে গাড়িটা আমার ভালো লাগে" সেটা। তিনি পার্কিং লটের ওপারে ইশারা করলেন। আমি গাড়ির লটের চারপাশ ঘুরে আসলাম এবং একটি বিএমডব্লিউ ৬ সিরিজ সি কনভার্টিবলের পিছনে এসে থামলাম, আসলেই ওটা সুন্দর একটি গাড়ী। একটি ব্যয়বহুল গাড়ী। আমি তার পছন্দের প্রশংসা করেছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম যে ওটা খুবই সুন্দর গাড়ি।

এখন, আপনার জানা দরকার যে, ড্রেন্ডা এবং আমি বাইরে তেমন একটা যাই না, এবং গাড়ির জন্য বড় অঙ্কের টাকা দিই না। আগেই বলেছি, আমি কখনোই গাড়ি প্রেমিক ছিলাম

না। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে জড়িত থাকার কারণে, আমি জানতাম যে গাড়ীর দাম কত দ্রুত হ্রাস পায় এবং এক থেকে দুই বছরের পুরানো একটি গাড়ী কেনাটাই সবসময় ভাল। সুতরাং সেটাই আমার পরিকল্পনা ছিল, একটি ভাল ব্যবহৃত গাড়ী খোঁজাটাই ভাল।

এক সপ্তাহ পরে, মন্ডলীর একজন লোক আমাকে ফোন করে বলল যে, "আমি ড্রেন্ডার পছন্দের গাড়ি খুঁজে পেয়েছি!" আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমরা সেদিন দুপুরের খাবারের সময় যে বিএমডাব্লিউ দেখেছিলাম সে সম্পর্কে আমরা কাউকে কিছুই বলিনি।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ওটা কী ধরণের গাড়ি, এবং তিনি বলেছিলেন যে ওটা একটি বিএমডব্লিউ ৬ সিরিজ সি কনভার্টিবল। তিনি বলেছিলেন যে তিনি যখন চারপাশে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তখন তিনি এটি দেখেছিলেন, এবং প্রভু তাকে বলেছিলেন যে এটি ড্রেন্ডার গাড়ি।

আমি তাকে বলেছিলাম, "ঠিক আছে, এবার আপনি আমার মনোযোগ আকর্ষন করলেন।" গাড়িটি মাত্র এক বছরের পুরানো এবং নিখুঁত অবস্থায় ছিল। আমি শেষমেষ নগদ অর্থ দিয়ে গাড়ীটি কিনলাম। ড্রেন্ডা তার গাড়ি পেল। কী ভাবে এমন হল? চলুন গল্পটিকে আমরা বিশ্বাসে থাকা এবং কাস্তে রাখার বিষয়ে যা শিখেছি তার সাথে তুলনা করি।

আমি যখন আমার গাড়ি দিয়ে দিয়েছিলাম, তখন আমি বিশ্বাসে ছিলাম। কিন্তু যখন ড্রেন্ডা চিৎকার করে বলেছিল যে, "এবার হয়েছে!" সে তখন কাস্তে ব্যবহার করেছিল, আর এর কয়েক দিন পরেই গাড়িটি পাওয়া গেল।

যদিও আমি তাকে চিৎকার করে বলতে শুনেছি, "এবার হয়েছে!" আমি কখনই মার্ক ৪ অধ্যায় এবং উল্লেখিত কাস্তে দিয়ে ঘোষণাটি বেঁধে রাখিনি। তবে এই পরবর্তী গল্পটি এটিকে আরো সচ্ছভাবে পরিষ্কার করে তুলবে।

আমি কয়েকবার বলেছি যে, আমার ৬০ একর জমি আছে। প্রায় ১০ একর জমিই জলাভূমি। আমি শরৎকালে শিকার করতে ভালোবাসি, কিন্তু যদিও আমি উচ্চ বিদ্যালয়ে থাকতে হাঁস শিকার করেছি, তবুও আমি সত্যিই ওহাইওতে এখানে কোনও হাঁস শিকার করিনি। এক বছর যদিও জলাভূমিটি জলে পূর্ণ ছিল, এবং হাঁসের বড় ঝাঁক কেবল উড়ছে। দিনে শত শত হাঁস রাত্রে সেখানে এসে বাসা তৈরী করত। তাই দেখে আমি এক রাতে আমার শটগানটি হাতে নিলাম এবং বাইরে গেলাম এবং রাতের খাবারের জন্য কয়েকটি হাঁস মারার দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি। সেই শরতে, আমি এবং আমি আর আমার দুই ছেলে কিছু ভাল হাঁস শিকার উপভোগ করেছি।

যাইহোক, আমি একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, অনেক সময়, হাঁসগুলি আমার সর্বোচ্চ শটগান রেঞ্জে ছিল। হাঁস শিকারের ক্ষেত্রে, আইন আপনাকে শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত সীসা শটের

বিপরীতে ইস্পাত শট ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। ইস্পাত শটের চেয়ে সীসা শট ভারী এবং অনেক দূর পর্যন্ত এর শক্তি বজায় থাকে, এই কারণে হাঁস শিকারের সময় দীর্ঘ শট চালানোয় সমস্যা হয়। কিন্তু সেই শরতে যখন আমি কয়েকজন সহকর্মী হাঁস শিকারীর সাথে কথা বলছিলাম, তখন তারা আমাকে এই নতুন বন্দুকগুলি সম্পর্কে বলেছিল, যা কেবল হাঁস শিকারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। তারা ভারী শট লোডে গুলি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তারা পাশাপাশি ছদ্মবেশধারণ করেছিল। আমিও এতে ঐরকম একটি কিনতে খুব আগ্রহী ছিলাম, কিন্তু তখন ডিসেম্বর মাস ছিল এবং হাঁস শিকারের মৌসুম প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, তাই আমি এ সম্পর্কে আর তেমন চিন্তা করিনি।

জানুয়ারির গোড়ার দিকে আমি ক্যাবেলায় আমাদের স্থানীয় ক্রীড়া সামগ্রীর দোকানে কিছু একটার জন্য থামলাম, এবং আমার সেই হাঁস বন্দুকগুলির (duck guns) কথা মনে পড়ল। আমি একটা দেখতে চেয়েছিলাম। সুতরাং, আমি বের হওয়ার পথে বন্দুকের কাউন্টারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আর আমি শুধু জলকুক্কুট (waterfowl) শিকারের জন্য নতুন বন্দুকগুলির একটি সম্পূর্ণ আলাদা সেকশন দেখেছি। আমার মনে আছে, এটি সম্পর্কে চিন্তা না করে, আমি যে বন্দুকটি সবচেয়ে ভাল বলে মনে হয়েছিল তার দিকে আঙুল দেখিয়ে জোরে জোরে প্রার্থনা করি, বলি, "প্রভু, আমি ওটা চাই।" আমি কোন কিছু না ভেবেই বলেছিলাম; অজান্তেই আমার মুখ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে এসেছিল। হাঁস মারার মৌসুম তখনো আসেনি, তাই আমি মৌসুম কিছুটা কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত বন্দুকটি কেনার পরিকল্পনা করছিলাম না।

দুই সপ্তাহ পরে, আমাকে একটি ব্যবসায়িক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি শেষ করার সাথে সাথে, সিইও আমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাদের পক্ষ থেকে আমার জন্য একটি উপহার রয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি ঠিক সেই বন্দুকটি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন — *ঠিক ঐ মডেল*। যেটির বিষয় আমি ক্যাবেলায় দুই সপ্তাহ আগে উল্লেখ করেছিলাম। অবশ্যই, আমি এই ধরনের একটি উদার উপহার পেয়ে সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত ছিলাম, কিন্তু আমি এটাও জানতাম যে এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। ক্যাবেলায় আমি যা বলেছিলাম তা আমার মনে পড়ে গেল এবং আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি কী করেছি। আমি তো কাস্তেটি ভিতরে রেখেছিলাম!

এই অধ্যায়ে আপনি যা পড়েছেন তা বোঝা, যেমন আমি আগেই বলেছি, ঈশ্বরের কাছ থেকে যেকোন কিছু এবং সবকিছু পাওয়ার সক্ষমতা আপনার জন্য *অত্যাবশ্যক*। ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনি যা কিছু পাবেন তা এই একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে, তাই নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি যা পড়েছেন তা আপনি বুঝতে পেরেছেন। আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে এটি পুনরায় পড়ুন! বিষয়টি এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ!

অধ্যায় ৮

আপনার একটি থলি প্রয়োজন: ২য় অংশ

আমাদের সেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল কারণ আমি জানি যে রাজ্য আসলে কী সে সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি অপরিহার্য। আবারও বলি, বেশির ভাগ খ্রীষ্টানুসারীরাই পৃথিবীর রাজ্যে আইনী কাজ সম্বন্ধে কোন ধারণাই রাখেন না এবং তারা ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যে যে-আইনী অবস্থানের অধিকারী, সেই সম্বন্ধেও তাদের কোনো ধারণা নেই। এখন আপনি জানেন যে কেন আমাকে বিশ্বাস এবং বিচার ব্যবস্থার বিষয়গুলিতে ঘুরে ফিরে আসতে হয়েছে। কারণ সেই মৌলিক বোঝাপড়া ছাড়া, আপনার কোন ধারণাই থাকবে না লূকের সুসমাচার কী সম্পর্কে কথা বলছে, যখন তা প্রথমে রাজ্যের সন্ধান করতে বলে এবং ঐ সমস্ত জিনিস আপনাকে দেওয়া যাইবে।

এখন যেহেতু আপনি জানেন যে এর অর্থ কী, চলুন আমাদের পাঠ্যাংশে ফিরে যাই।

আর, কি ভোজন করিবে, কি পান করিবে, এই বিষয়ে তোমরা সচেষ্ট হইও না, এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না; কেননা জগতের জাতিগণ এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট; কিন্তু তোমাদের পিতা জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকলও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।

হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, কেননা তোমাদিগকে সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার হিতসংকল্প হইয়াছে। তোমাদের যাহা আছে, বিক্রয় করিয়া দান কর। আপনাদের জন্য এমন থলি প্রস্তুত কর, যাহা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর, যেখানে চোর নিকটে আইসে না, কীটেও ক্ষয় করে না; কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেখানে তোমাদের মনও থাকিবে।

— লূক ১২:২৯-৩৪

আবারও বলছি, স্বর্গীয় পিতা ইতিমধ্যে জানেন যে আপনার কী প্রয়োজন, এবং আপনার যা কিছু প্রয়োজন তা ইতিমধ্যে পিতা ঈশ্বর দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে, এবং যা আদি থেকেই আপনার, কিন্তু আপনার যা কিছু আছে তা উপভোগ করার জন্য আপনাকে স্বর্গ থেকে গ্রহণ করার আইনী প্রক্রিয়াটি জানতে এবং বুঝতে হবে।

৩২ পদটি আপনাকে স্বর্গীয় রাজার সন্তান হিসাবে প্রাপ্ত অবিশ্বাস্য উত্তরাধিকার প্রদান করে। তিনি বলেন, "***তোমাদিগকে সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার হিতসংকল্প হইয়াছে।***"

> *আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর যখন সন্তান, তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ- যদি বাস্তবিক আমরা তাঁহার সহিত দুঃখভোগ করি, যেন তাঁহার সহিত প্রতাপান্বিতও হই।*
>
> — রোমীয় ৮:১৬-১৭

প্রেরিত পৌল বলেন, আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে যৌথ উত্তরাধিকারী। একজন পুত্র বা কন্যা হিসাবে, আপনার উত্তরাধিকার আছে, তা হল, ঈশ্বরের রাজ্য।

এক মুহূর্তের জন্য একটু থামুন এবং সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনার ইতিমধ্যে আইনগতভাবে রাজ্যের সমস্ত কিছুর উপর অধিকার রয়েছে। ভিক্ষা চাইতে হবে না। যা ইতিমধ্যেই আপনার।

আমি ভীষণভাবে আশা করি আপনি সত্যি সত্যিই এই বাক্যের কথাগুলো ধারণ করবেন। এই কারণেই ২ করিন্থীয় ১:২০ পদ নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছে:

> *কারণ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা, খ্রীষ্টে সেই সকলের "হাঁ" হয়, সেই জন্য তাঁহার দ্বারা "আমেন" হয়, যেন আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়।*
>
> — ২ করিন্থীয় ১:২০

এই কারণেই আমার শেষ বই, *আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: সংস্থানের ক্ষমতা* - পুস্তকে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে প্রভুর প্রার্থনাটি একটি আইনী অনুরোধ বা পিটিশনের আকারে সাজানো রয়েছে। "*আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য আমাদেরকে দাও*" এই বাক্যটি কোন ভিক্ষা চাওয়া না; এটা একটা অনুরোধ (requisition)।

ঠিক যেমন আমার বাচ্চাদের নাস্তার জন্য আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে হয় না (তারা "বাবা, ডিম পোস করে দাও" এই কথা মালিক হিসাবে দাবি করে), রাজ্যেও তাই - আপনার ইতিমধ্যে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যে কোন কিছুরই শুধু না, সব কিছুর আইনি অধিকার রয়েছে।

রাজ্যের মধ্যে যা আছে তার আইনী অ্যাক্সেস ছাড়াও, আপনি রাজ্যের একজন নাগরিক, এতে আরও অনেক সুবিধা পাওয়াকে বোঝায়, ঠিক যেমন বাংলাদেশে আপনার নাগরিকত্বের সুবিধা রয়েছে, যা আপনি অন্য কোথাও সেই সুবিধা নিতে সক্ষম হবেন না।

অতএব তোমরা আর অসমপর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক।

— ইফিষীয় ২:১৯

পরিশেষে, চলুন সেই থলি সম্পর্কে কথা বলা যাক! মনে আছে কি যীশু বলেছিলেন যে, আপনার একটি থলি প্রয়োজন?

তোমাদের যাহা আছে, বিক্রয় করিয়া দান কর। আপনাদের জন্য এমন থলি প্রস্তুত কর, যাহা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর, যেখানে চোর নিকটে আইসে না, কীটেও ক্ষয় করে না; কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেখানে তোমাদের মনও থাকিবে।

— লূক ১২:৩৩-৩৪

আপনাদের নিজেদের জন্য থলি প্রস্তুত করুণ, স্বর্গের গুপ্ত ধন, যা কখনও ব্যর্থ হবে না এবং যেখানে কেউ আপনার কাছ থেকে তা নিতে পারবে না। চলুন একটি জিনিস প্রথমেই পরিষ্কার করা যাক: যীশু বলছেন না যে আপনাকে অবশ্যই আপনার নিজের সমস্ত কিছু বিক্রি করতে হবে, আর আপনি স্বর্গে না যাওয়া পর্যন্ত কেবল ভগ্নচূর্ণ থাকবেন। মনে রাখবেন, পৌল সেই ব্যক্তি যিনি ২ করিন্থীয় ৯ অধ্যায় লিখেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে আমরা সব কিছুতেই ঐশ্বর্যশালী হব যেন আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে উদার হতে পারি। সুতরাং, জেনে রাখুন যে পৌল এই ইঙ্গিত দিচ্ছেন না যে, অর্থ থাকা বা কোন কিছু থাকা কোন পাপ এবং ভুল। যীশু বলছেন যে যদি অর্থ এবং কোন কিছু আপনার কাছে থাকে, তবে সেগুলি বিক্রি করা এবং আপনার হৃদয়কে এমন ধনের সাথে যুক্ত করতে হবে যা আপনি কখনো হারাবেন না এবং যা অনন্তকালস্থায়ী।

আমরা প্রতিমার মত ভেবে অর্থকে উপার্জন করে বড় হয়েছি। অর্থ আমাদের জীবনে যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করতে সহায়তা করে; যাইহোক, অনেকেই দেখেছে যে, সেই অর্থ দু:খজনক দেবতায় রূপ নিয়েছে। এই কারণেই পৌল তীমথিয়কে বলেছিলেন যে, ধনী ব্যক্তিদের দান করার জন্য এবং উদার হওয়ার জন্য সতর্ক করতে, যেন তারা আত্মিক ভাবে সুস্থ থাকে। অর্থকে প্রতিমা হিসাবে দেখা আমাদের পক্ষে খুব সহজ। উদারতা লোভ-লালসার প্রতিষেধক। তাই উদারতা প্রায়শই অনুশীলন করুন।

> *যাহারা এই যুগে ধনবান, তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দেও, যেন তাহারা গর্বিতমনা না হয়, এবং ধনের অস্থিরতার উপরে নয়, কিন্তু যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরেরই উপরে প্রত্যাশা রাখে; যেন পরের উপকার করে, সৎ ক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান হয়, দানশীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর হয়; এইরূপে তাহারা আপনাদের নিমিত্ত, ভাবীকালের জন্য উত্তম ভিত্তিমূলস্বরূপ নিধি প্রস্তুত করুক, যেন, যাহা প্রকৃতরূপে জীবন, তাহাই ধরিয়া রাখিতে পারে।*
>
> — ১ তীমথিয় ৬:১৭-১৯

লক্ষ্য করুন যে, পৌল তীমথিয়কে *আদেশ* দিতে বলেন, *পরামর্শ* দিতে না, যারা ধনি তাদের উদার হতে এবং তাদের ধন অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। মনে রাখবেন, অর্থের প্রয়োজন আছে ঠিকই, তবে এই অর্থ কিন্তু জীবন না।

তাহলে আপনার গুপ্তধন কোথায়?

দান কেবল ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি আপনার হৃদয়কে নরম করে না, বরং এটি আপনার মধ্যে অর্থের মুষ্টিকে আলগা করে দেয়। আমাদের হৃদয় ঈর্ষা করতে চাই, আর আপনি তার সামনে যা রাখবেন তাতেই উপাসনা করতে চাই, এই কারণেই আমরা আমাদের হৃদয়কে লক্ষ্যহীনভাবে চলাফেরা করতে দিতে পারি না। আমাদের হৃদয়কে আমাদের উৎস হিসাবে ঈশ্বর বিষয়ক শিক্ষা দিতে হবে। দান লোভকে প্রতিহত করে যা সহজেই আমাদের হৃদয়কে আকর্ষন করে।

তাহলে আমাদের আসলে কেনো দিতে হবে? কেন ঈশ্বর আমাদের দান ছাড়া আর্থিকভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন না? ভাল প্রশ্ন, আমরা লূক ৪ অধ্যায়ে এর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই।

প্রথমত, ঈশ্বরের কাছে কোন অর্থ নেই, আগেই যেমন আমি বলেছি। দ্বিতীয়ত, তিনি আদমকে পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, যেমন ইব্রীয় ২:৭-৮ পদে বলা হয়েছে।

পরে সে তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। আর দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, "তোমাকেই আমি এই সমস্ত কর্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দিব; কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করি; অতএব তুমি যদি আমার সম্মুখে পড়িয়া প্রণাম কর, তবে এই সকলই তোমার হইবে।"

যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, "লেখা আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।'"

— লূক ৪:৫-৮

বাইবেলের এই ক্ষুদ্রতম অংশটি প্রকাশ পেয়েছিল যখন শয়তান মরুপ্রান্তরে যীশুকে পরীক্ষা করেছিল। শয়তান যীশুকে বলছিল যে, জগতের জাতিগনের সমস্ত কর্তৃত্ব ও মহিমা তাকে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এটা সত্যিই। আদমের সেই অবস্থান ছিল, কিন্তু তিনি যখন ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তখন সে সেই কর্তৃত্ব শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছিল।

একটি জাতির গৌরব হল তার সম্পদ, এবং জাতিসমূহের সম্পদের উপর শাসন করার ক্ষমতা এখন শয়তান দ্বারা শাসিত। এই কথা শুনে বিভ্রান্ত হবেন না— শয়তান পৃথিবীর উপর *কর্তৃত্ব* অর্জন করেছে, তা কিন্তু বলছে না। ঈশ্বরই পৃথিবী ও এর পরিপূর্ণতার মালিক। কিন্তু ঐ কথা এটা বলা হয়েছে যে, শয়তানের জাতিসমূহের সম্পদের ওপর *আইনগত দাবি* রয়েছে।

আপনি যদি একটি টাকার নোটের দিকে তাকান, তবে তা সবসময় একটি দেশ কর্তৃক মুদ্রিত বা ছাপা হয় এবং ঐ নোটটি নিজেস্ব সম্পদ হিসেবে সেই দেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। আদম যা করেছিলেন তার কারণে, ঈশ্বর আইনত কোনও জাতির মুদ্রার উপর দাবি করতে পারেন না বা অচল করতে পারেন না। যাইহোক, যদি ঈশ্বর পৃথিবীর রাজ্যে এমন কাউকে খুঁজে পান যে ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর বিচার ব্যবস্থা এবং কর্তৃত্বে অর্থ রোপন করতে ইচ্ছুক হয়, তখনই ঈশ্বর আইনী অ্যাক্সেস লাভ করেন, এবং সেই পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে জড়িত করেন।

যাইহোক, আবারও বলছি, ঈশ্বরের কোন অর্থ নেই, তাই যখন আমি বলি যে তিনি আমাদের অর্থের সাথে জড়িত হতে পারেন তখন আমি কী বোঝাতে চাইছি?

ঈশ্বরকে দেওয়া আমাদের দান পারস্পরিক আদান-প্রদানের দরজা খুলে দেয়, যা রাজ্যের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। আমরা যা বুনি তাই আমরা কাটি।

যদিও ঈশ্বর কেবল জাদুর মতো অর্থ তৈরী করতে পারেন না (শয়তানের আইনী দাবির কারণে এটি অবৈধ হবে), তিনি আপনাকে সম্পদ লাভ করতে বা গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারেন। এই বইয়ে আমি আগে যে গল্পগুলি উল্লেখ করেছি সেই একইভাবে বলছি, উদারতা স্বর্গকে আইনী বিচার ব্যবস্থা দেয়, যখন তারা অর্থ দান করে, তখন যেন তারা পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা ডাউনলোড করতে পারে। লুক ৫ অধ্যায়ের মাছের গল্পটি মনে আছে? প্রচার করার জন্য যীশুকে বানিজ্যিক নৌকা ঋণ হিসেবে দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতরের ইচ্ছা পবিত্র আত্মার জন্য আইনী দরজা খুলে দিয়েছিল, যেন তিনি গভীর জলে মাছ ধরবার নির্দেশ দিতে পারেন।

ঈশ্বরকে দেওয়া আমাদের দান পারস্পরিক আদান-প্রদানের দরজা খুলে দেয়, যা রাজ্যের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। আমরা যা বুনি তাই আমরা কাটি।

তাই, লম্বা গল্পটিকে ছোট করে বললে, আমরা রাজ্য ও ঈশ্বরের কাজে দান করে নিজেদের জন্য থলি প্রস্তুত করি। আমাদের দান আমাদেরকে স্বর্গের ধন-সম্পদে প্রবেশ করিয়ে দেয়, আর সেই কারণেই পৌল আমাদের থলিকে "দান" বলে অভিহিত করেছিলেন। এটা আমাদের জীবনের সবকিছু বদলে দেয়। আমরা এখন আর নিজেদের বোঝাপড়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ নই। ঈশ্বর, তিনি এখন আমাদের উন্নতি করতে সাহায্য করছেন।

> *এইরূপে তোমরা সর্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ববিষয়ে ধনবান হইবে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সমপন্ন করে।*
>
> — ২ করিন্থীয় ৯:১১

লক্ষ্য করুন যে বাইবেল বলে যে আপনাকে ধনবান করা হবে, এমন নয় যে আপনাকে অবশ্যই আপনার নিজের শক্তি এবং প্রজ্ঞায় *ধনী হওয়ার জন্য সংগ্রাম* করতে হবে। না, বরং

আপনার কাছে নতুন অংশীদার বা পার্টনার হিসেবে পবিত্র আত্মা আছেন, আর যিনি আপনার চেয়ে অনেক বেশি জানেন।

আমি সেই দিনগুলোর কথা মনে করতে পারি, যখন আমরা সেই নয়টি হতাশায় পূর্ণ বছরগুলোতে ভেঙ্গে পড়েছিলাম। অর্থ, অথবা যথেষ্ট অর্থ না থাকার ভয়, আমার হৃদয়কে শক্তিশালী একটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছিল। যদিও আমি খ্রীষ্টের অনুসারী ছিলাম, তবুও আমি ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস তখনো ততটা বিকশিত করিনি যে আমার হৃদয় ভগ্নচূর্ণ পৃথিবীর অভিশাপ ব্যবস্থা থেকে বের করে তাঁর আনুগত্যে পরিবর্তন করতে পারে। আমি ভুল গুপ্তধনের উপর আস্থা রেখেছিলাম! সেই সময়ে, আমার আত্মবিশ্বাস ছিল আমার উপর, যদি ভূল না বলি তবে ওটাই ছিল আমার দূর্বল দিক।

ঈশ্বরকে আমাকে শেখাতে হয়েছিল যে কীভাবে তাঁর অনুগ্রহ এবং ক্ষমতা অ্যাক্সেস করার জন্য নিজের জন্য একটি থলি প্রস্তুত করতে হয়। আর যদিও আমি মনে করি যারা আমাকে চেনে তারা সবাই জানে যে ঈশ্বর কীভাবে এটি করেছিলেন, আমি এখানে গল্পটি আবারও বলতে চাই, ঈশ্বর কীভাবে এটি করেছিলেন যদি আপনি তা না জেনে থাকেন। আপনি জানেন যে ঈশ্বর বেশ কৌশলী। তিনি জানেন ঠিক কিভাবে আমাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছাতে হয়।

আমি হরিণ শিকার করতে ভালোবাসি কিন্তু বছরের পর বছর ধরে খালি হাতে ফিরে এসেছি। আমি বাইরে যেতাম, ঠান্ডায় বসে থাকতাম, এবং দিনের পর দিন কোনও ভাগ্য ছাড়াই ফিরে যেতাম। এমন নয় যে আমি শুধু শিকার করতেই ভালোবাসি; বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দেবার জন্যও তো হরিণের মংস ব্যবহার করতে পারতাম নিশ্চয়। যদিও আমি অতীতে কোন কোন সময় সাফল্য পেয়েছি, তবে আমি একটি সফল হরিণ শিকারের মৌসুম এবং মাংস বাড়িতে নিয়ে আসার ঘটনাটি ইতিমধ্যে কয়েক বছর হয়ে গেছে।

একদিন, যখন আমি সামনে আগত হরিণ মৌসুম সম্পর্কে ভাবছিলাম, তখন আমি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, "এই বছর কিভাবে হরিণ পেতে হবে তা কেন তুমি আমাকে দেখাতে দাও না?"

ঈশ্বরের রব আমাকে চমকে দিয়েছিল। "*কিভাবে ঐ বছর আমার হরিণ পেতে হবে আমাকে দেখান?*' এই কথার মানে কি? এই কথাগুলো মধ্য দিয়ে প্রার্থনা আমি সেই হরিণ শিকারের সঠিক উদ্দেশ্যে আর্থিক বীজ, বা উপহার রোপন করতে পেরে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি অনুভব করলাম যে প্রভু আমাকে বলছেন যে, যখন আমি আমার হরিণের জন্য বীজ রোপন করি, তখন আমি বিশ্বাস করি যে মার্ক ১১:২৪ পদ অনুসারে, আমি আসলে শিকার পাওয়ার আগেই তা পেয়েছি বলেছি।

এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

— মার্ক ১১:২৪

যদিও একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসাবে, আমি সর্বদা আমার মন্ডলীকে দিয়েছি এবং দান করেছি, এই ভাবে বীজ রোপন করা, একটি লক্ষ্যযুক্ত অভিপ্রায়, এবং বিশ্বাসে আমি প্রার্থনা করি যে তা পেয়েছি, এই ধরণের বিষয় আমার কাছে নতুন ছিল।

আমি একটি চেক নিয়ে মেমো অংশে লিখেছিলাম, "আমার ১৯৮৭ হরিণের জন্য।" আমি চিকটির উপর আমার হাত রেখেছিলাম এবং ঘোষণা করেছিলাম যে আমি হরিণ পেয়েছি কারণ আমি তা এমন একটি পরিচর্যায় পাঠিয়েছি যাঁর উপর আমার আস্থা ছিল।

তুলসা, ওকলাহোমায় থাকাকালীন সেই সময়ে ঐ শহরে শিকারের জন্য সীমারেখা ছিল, আমার আসলেই শিকার করার জায়গা ছিল না, তবে আমার মন্ডলীর এক বন্ধু আমাকে তার গ্রামে দাদীর বাড়িতে থ্যাঙ্কসগিভিং উৎসবে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল, এবং তিনি বলেছিলেন যে খামারের চারপাশে কিছু হরিণ আছে। সুতরাং, আমার পরিবার থ্যাঙ্কসগিভিং সকালে খাবার এবং ফেলোশিপের একটি দুর্দান্ত দিন উপভোগ করার জন্য, এবং আমার হরিণকে থলিতে ভরে আনার জন্য যাত্রা করলাম।

আমার বন্ধু সত্যিই জানত না যে আমাকে কোথায় যেতে হবে, কিন্তু সেখানে একটি চারণভূমি ছিল যা বন দ্বারা সীমানাযুক্ত ছিল, এবং তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমি চারণভূমিতে যাই এবং সেখানে থাকা একটি বড় গাছের পাশে বসে থাকি।

আমি চাই আপনি মনের পর্দায় ছবিটি দেখেন যে আমি একটি কাটা খড়ের চারণভূমিতে বসে আছি, যার মাঝখানে একটি বড় গাছ আছে। পিছনে ফিরে তাকালে, দেখলাম আমি সেই গাছের আড়ালে খোলা মাঠে বসে আছি। যেহেতু আলো ছিল, তাই ভাবলাম, *খোলা জায়গায় বসে কোনই কাজ হবে না। আমাকে বসার জন্য আরও ভাল জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।*

যখন আমি উঠে বনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম, তখন আমি সেই গাছের অন্য পাশে আমার পিছনে কী ঘটছে সে সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। আমি না জেনেই, আমার পিছনে একটি হরিণ মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। গাছটি হরিণ এবং আমার মাঝখানে ছিল, তাই হরিণ আমাকে দেখতে পায়নি, আর আমিও ওটাকে দেখতে পাইনি। হরিণ গাছের দিকে দৌড়ে এলে আমার গন্ধ টের পেল, তাই হঠাৎ থেমে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কী ঘটছে।

হরিণটি থেমে গিয়ে গাছের চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল, আমাদের চোখাচোখি হল। হারণটি মাত্র পাঁচ গজ দূরে ছিল! দৌড়ে পালাতে হরিণটি সময় ক্ষেপন করেনি। ভীষন জোরে চিঁহিহি শব্দ করে, হরিণটি প্রচন্ড গতিতে শোটকে পরল।

আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমি একজন দুর্দান্ত শিকারী না। আমার কাছ থেকে সরাসরি দূরে পুরো গতিতে চলমান ঐ সাদা লেজওয়ালা হরিণকে লক্ষ্য করে সরল রেখায় সুট করার চেষ্টা করলেও আমাকে খুব একটা টার্গেট করতে সুযোগ দেয়নি। দ্বিতীয়ত, ৩০-০৬ স্কুপআউট সুযোগ নিয়ে খোলা হাতে শট নেওয়াটা খুব একটা সহজ ছিল না। কিন্তু আমি যখন ট্রিগার টানলাম, তখন হরিণ মাটিতে পড়ে গেল আর নড়ল না। আমি অবাক হয়ে গেলাম! রাইফেলের শব্দে, আমার বন্ধু বাইরে এসে আমাকে আমার হরিণ শিকারের জন্য অভিনন্দন জানায়, কারণ সে দেখেছিল যে ওটি সেখানে পড়ে আছে। প্রভু আমাকে যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে আমি আমার বন্ধুকে বলিনি, তবে আমি তার দিকে তাকালাম এবং বললাম, "আমি মনে করি না যে এই হরিণটি আমার দুর্দান্ত শিকারের দক্ষতার কারণে হয়েছিল।"

যেদিন আমি মেইল করেছিলাম সেদিন আমি যে কাগজের টুকরোটি লিখেছিলাম তা শিকারের জ্যাকেট থেকে বের করলাম। যেখানে লেখা ছিল, "আমি বিশ্বাস করি যে আমি যীশুর নামে আমার ১৯৮৭ সালের হরিণটি পেয়েছি।" আমার কাছে প্রার্থনা করার তারিখ এবং সময়ও সেখানে লেখা ছিল। আমি আমার বন্ধুকে দেখাবার জন্য কাগজটি মেলে ধরে রেখেছিলাম এবং তারপরে সদাপ্রভু আমাকে কী করতে বলেছিলেন সে সম্পর্কে তাকে বলতে শুরু করলাম।

এই ঘটনাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমি কোনও সন্দেহ ছাড়াই জানি যে এই হরিণটি পাওয়া ঈশ্বরের বিষয় ছিল। যখন এমন কিছু বিষয় আসবে, তখন আপনার মন বলবে ওটা কেবল তোমার চেষ্টার ফল ছিল। কিন্তু গত ৩৪ বছর ধরে, আমি একই পদ্ধতি ব্যবহার করে হরিণ শিকার করেছি যেমনটি আমি ১৯৮৭ সালের হরিণের জন্য করেছি, ব্যর্থ হইনি, সাধারণত মাত্র এক ঘন্টা জঙ্গলে সময় কাটিয়েই শিকার পেয়েছি।

সেই দিন গিনেষরৎ হ্রদে পিতর, যাকোব এবং যোহনের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বর একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। বাইবেল বলে যে তারা যা দেখেছিল তা দেখে তারা অবাক হয়েছিল।

কেননা, হে প্রভু, আমি পাপী। কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি, ও যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন; আর সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন, যাঁহারা শিমোনের অংশীদার ছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

তখন যীশু শিমোনকে কহিলেন, "ভয় করিও না, এখন অবধি তুমি জীবনার্থে মানুষ ধরিবে।" পরে তাঁহারা নৌকা কূলে আনিয়া সকলই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন।

—লূক ৫:৯-১১

তারা এতটাই অবাক হয়েছিল যে তারা সবকিছু ছেড়ে যীশুকে অনুসরণ করেছিল। তারা মাছ ধরা ছাড়াও আরো ভাল উপায় খুঁজে পেয়েছিল, এক উত্তম উপায়।

যেহেতু ঈশ্বর আমাকে রাজ্য দেখিয়েছিলেন এবং কীভাবে থলি (স্বর্গে আমার ধনের অ্যাক্সেস পয়েন্ট) সরবরাহ করতে হয় যা আমার প্রয়োজন ছিল, এতে আমার হৃদয়ে আমার হস্তগত বিষয়ের চেয়ে স্বর্গীয় উপাদানগুলিতে আরও বেশি আস্থা অর্জন হয়, মনোবল বৃদ্ধি পায়।

ঈশ্বর আমাকে শিখিয়েছিলেন যে আমার যা কিছু প্রয়োজন তার জন্য আমি বীজ রোপন করতে পারি, আর হয় তিনি আমাকে অর্থ তৈরী করার জন্য একটি পরিকল্পনা দেবেন বা তা অর্জন করার জন্য একটি পরিকল্পনা দেবেন।

রাজ্যের কারণে আমি যে সকল আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলি দেখেছি তা শেয়ার করার জন্য এখানে এতো জায়গা নেই, তবে আমি বলতে পারি যে ড্রেন্ডা আর আমি আর্থিকভাবে কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে দেখেছি। একেবারে ভেঙে পড়া অবস্থা থেকে আর্থিকভাবে মুক্ত হয়ে, বছরের পর বছর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা পরিচর্যাকে দিতে সক্ষম হওয়া একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা।

রাজ্য সম্বন্ধে শিখতে শুরু করলে ঈশ্বর আমাকে প্রথমে যে-বিষয়গুলো শিখিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে একটা ছিল, কোন নির্দিষ্ট ফসলের জন্য বিশ্বাসে বীজ রোপন করা। যদিও এই বইয়ে আমার কাছে সমস্ত কিছু লেখার সময় নেই, তবুও আমার অন্যান্য বইগুলিতে, আপনি রাজ্য কতটা স্বাতন্ত্র্য এবং আপনার বীজ কতটা স্বাতন্ত্র্য হওয়া উচিৎ তৎপ্রসঙ্গে গল্প পাবেন। আমার "*আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: সংস্থানের ক্ষমতা*" বইটি আপনার বিশ্বাসকে প্রকাশ করার পদক্ষেপ এবং এই বইয়ের চেয়েও আপনার বীজকে কীভাবে স্বাতন্ত্র্যভাবে

রোপন করা যায় তা কভার করে। আমি চাই আপনি একটি বই সংগ্রহ করুণ এবং এই বিষয় সম্পর্কে আরও জানতে উতসাহিত হন।

এই বইয়ে রাজ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা রয়েছে, যেগুলোতে ঈশ্বর আমাকে উদারতা ও দান করার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি আশা করি ঐ নীতিমালাগুলো আপনাকে উতসাহিত করবে এবং আপনাকে আরও শিখতে এবং আপনার জন্য ঈশ্বরের যা কিছু আছে তা পেতে অনুপ্রাণিত করবে।

অধ্যায় ৯

পরিমাণের সূত্র বা আইন

কয়েক মাস আগে, ড্রেন্ডা আর আমি অন্য একটি পরিচর্যায় ১৫,০০০ ডলার (১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) রোপন করেছিলাম। আমি যখন আমার বিশ্বাসকে ব্যবহার করতে যাচ্ছিলাম, তখন পবিত্র আত্মা আমাকে ২ করিন্থীয় ৯:১০-১১ পদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, আর আমি এরপর থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত আমার মাথা থেকে শাস্ত্রের সেই অংশটি বের করতে পারিনি।

আর যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারের জন্য খাদ্য যোগাইয়া থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজ যোগাইবেন এবং প্রচুর করিবেন, আর তোমাদের ধার্মিকতার ফল বৃদ্ধি করিবেন; এইরূপে তোমরা সর্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ববিষয়ে ধনবান হইবে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সমপন্ন করে।

— ২ করিন্থীয় ৯:১০-১১

আমি সেই অংশে ধ্যান করছিলাম যেখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর বীজ বপনকারীকে বীজ দেন এবং খাবারের জন্য রুটি দেন, এবং "আহারের জন্য খাদ্য" এই কথাগুলোতে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে অনেক লোক যখন দান দিতে চায় তখন ভয়ের মুখোমুখি হয়, কারণ তারা এই বাক্যাংশটি বুঝতে পারে না। বেশিরভাগ লোক মনে করে যে যখন তারা দান দেয়, তখন তারা কিছু ত্যাগ স্বীকার করছে, এর জন্য তাদের ব্যয় করতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে যা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন তা হ'ল তিনি কেবল বীজ বপনের জন্য বীজ সরবরাহ করেন না, তবে তিনি খাওয়ার জন্য রুটিও সরবরাহ করেন, বা ব্যক্তিগতভাবে যা প্রয়োজন হয় তাও সরবরাহ করেন। অবশ্যই, আমি ইতিমধ্যে এটি জানতাম, কিন্তু আমি ভেবেছি যে তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে আমি মানুষকে বলি যে তিনি আমাদের উভয়কেই দিয়েছেন, এবং আমাদের দান করতে ভয় পাওয়ার দরকার নেই।

আমরা $ ১৫০০০ (১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা) ডলার রোপন করার কয়েক সপ্তাহ পরে এক রাতে, বিছানায় শুতে যাব বলে আমি লাইট বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে, আমার মালিকানাধীন কয়েকটি স্টক পরীক্ষা করার কথা মনে হল, সেগুলো বাজারে কেমন করছে

তা দেখার জন্য। আমি যখন আমার হিসাবের খাতা টেনে নিলাম, তখন আমি দেখলাম যে সেগুলো সত্যিই কিছুটা উর্দ্ধমূখী হয়েছে।

আমি যখন আমার ফোনটি নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিলাম তখন আমার চোখ এমন একটি নির্দিষ্ট স্টকের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল যা আমার মালিকানাধীন ছিল না। আমি এই স্টকটি আগে দেখেছি, এবং আমি এটি কেনার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য একবার এটির দিকে তাকিয়েছিলাম। যখন আমি এর অতীত কর্মক্ষমতা তদন্ত করি, তখন আমি দেখেছি যে এটি গত ১২ মাস ধরে একইরকম ছিল, তাই আমি পাশ কেটে গেছি।

কিন্তু কোনও কারণে, এই রাতে, এই স্টকটি আমার নজরে পড়ে। আশ্চর্যভাবে, মনে হল যে আমার এই ষ্টক থেকে কিছু কেনা উচিত, যা আমার স্বভাবের পুরোপুরি বাইরে ছিল। তাই আমি এগিয়ে গেলাম এবং এই স্টকের $ ১৫০০ (১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫ শত টাকা) ডলারের ষ্টক কিনি এবং আমার ফোন রেখে দেই।

ড্রেন্ডা আর আমি স্টক ক্রয় সম্পর্কে একটু সময় কথা বলি। তারপরে, আমি তাকে দেখানোর জন্য হিসাবের খাতা নিলাম। আমি যখন এটি নিলাম, তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে ১০০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে! আমরা জেগে থাকলাম এবং কথা বলতে বলতে দেখলাম যে সংখ্যাগুলি ধীরে ধীরে বাড়ছে।

পরবর্তী তিন ঘন্টার মধ্যে, স্টকটি $ ১৭০০০ (১৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাতা) ডলারেরও বেশি মূল্যের হয়ে উঠেছে, যেখানে এসে তা শেষ হয়েছে। আমি ড্রেন্ডাকে বললাম, "এটা আমাদের ১৫,০০০ ডলার (১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা)!"

আমি দ্রুত স্টক বিক্রি করি এবং এর বৃদ্ধি ধরে রাখি। পরের দিন সকালে স্টকটি আবার নিচে নেমে যায় এবং সেই ঘটনা ঘটার কয়েক মাস পরে এখন সেই বৃদ্ধির স্তরটি পুনরুদ্ধার হয়নি। এটা ছিল আমার দেখা সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা। আমি জানি যে এটি পবিত্র আত্মা যিনি আমার কাছে সেই স্টকটি আলোকপাত করেছিলেন, এবং আমি ড্রেন্ডাকে বলেছিলাম যে ঈশ্বর আমাদের বীজ ফিরিয়ে দিচ্ছেন। ঈশ্বর বীজ বপনকারীকে বীজ দান করেন এবং আহারের জন্য রুটি দান করেন। আসলে তিনি কীভাবে তা করেন তা নিয়ে ভাবি না, তবে তিনি সবসময় তা করেন!

ঘটনাটি বেশ চমৎকার ছিল। আমি সেই স্টকটি বিক্রি করার পরে এবং আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ফেরত পাওয়ার পরে, আমি ভেবেছিলাম যে, হায়রে, আমি যদি জানতাম যে এটি এভাবে উর্দ্ধমূখী হবে তবে আমি $ ১৫০০ (১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা) ডলারের বেশি ষ্টক কিনতাম। পিছনে ফিরে তাকালে সবসময় ২০/২০ দৃষ্টি আসে। হ্যাঁ, আমি $ ১০০০০ (৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা) ডলার রাখতে পারতাম, বা আপনার মন ড্রিফট করে এবং চিন্তা

করে, যদি আমি $ ১০০,০০০ (৯০ লক্ষ টাকা) রাখি তবে কী হবে? এই বিনিয়োগে আমি যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতাম তা ভাবুন। কিন্তু আমি ৯০ লক্ষ টাকা ঢালিনি। ৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ঢালিনি। এমনকি আমি ৫,০০০ ডলারও (৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) দেইনি; আমি ১,৫০০ ডলার (১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা) ঢুকিয়েছি। আমার লাভের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমি $ ১৫০০ (১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা) ডলার বিনিয়োগ করেছিলাম, এবং যদিও আমি নিশ্চিত যে আরও বেশি পছন্দ করতাম, এটি ঘটতে যাচ্ছিল না কারণ আমি কেবল ১৫০০ ডলার (১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা) বিনিয়োগ করেছিলাম।

কি ঘটেছিল তা বাইবেলের লূক ৬:৩৮ পদ বলে, কেন আমি সেই রাতে আরও বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারিনি।

> *দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে প্রচুর পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকাইয়া উপচিয়া পড়িবার মত করিয়া তোমাদের কোলে দিবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্যও পরিমাণ করা যাইবে।*
>
> — লূক ৬:৩৮

দেখুন, আমি পরিমানটি ঠিক করেছি, এবং তা আমার নিজের পরিমান দ্বারা আমার জন্য পরিমান করা হয়েছিল, সেই রাতে আমার যে সম্ভাবনা ছিল তা সরাসরি আমি যা রেখেছিলাম তার সমানুপাতিক ছিল। আমি পরিমান ঠিক করেছি, এবং সেই একই পরিমানের সাথে, আমি রিটার্ন পেয়েছি। যীশু বলেছেন যে এই একই নীতিমালা আপনার দানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বাইবেলে এমন একটি গল্প আছে যা আমি আপনাকে দেখাতে চাই যে এটি কোথায় ঘটেছিল। আমরা এটি থেকে পরিমাপের সূত্র বা আইন সম্পর্কে আরও অনেক কিছু শিখতে পারি।

> *একদা শিষ্য-ভাববাদিগণের মধ্যে একজনের স্ত্রী ইলীশায়ের কাছে কাঁদিয়া কহিল, "আপনার দাস আমার স্বামী মারা গিয়াছেন; আপনি জানেন, আপনার দাস সদাপ্রভুকে ভয় করিতেন; এখন মহাজন আমার দুইটি সন্তানকে দাস করিবার জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছে।"*
>
> *ইলীশায় তাহাকে বলিলেন, "আমি তোমার নিমিত্ত কি করিতে পারি? বল দেখি, ঘরে তোমার কি আছে?"*
>
> *সে কহিল "এক বাটি তৈল ব্যতিরেকে আপনার দাসীর আর কিছুই নাই।"*

তখন তিনি কহিলেন, "যাও, বাহির হইতে তোমার সমস্ত প্রতিবাসীর কাছে শূন্য পাত্র চাহিয়া আন, অল্প আনিও না। পরে ভিতরে গিয়া তুমি ও তোমার পুত্রেরা ঘরে থাকিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং সেই সকল পাত্রে তৈল ঢাল; এক এক পাত্র পূর্ণ হইলে তাহা এক দিকে রাখ।"

পরে সেই স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল, আর সে ও তাহার পুত্রেরা ঘরে থাকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহাকে পাত্র আনিয়া দিল, এবং সে তৈল ঢালিল। সমস্ত পাত্র পূর্ণ হইলে পর সে আপন পুত্রকে কহিল, "আরও পাত্র আন।"

পুত্র কহিল, "আর পাত্র নাই।" তখন তৈলের স্রোত বন্ধ হইল। পরে সে গিয়া ঈশ্বরের লোককে সংবাদ দিল। তিনি কহিলেন, "যাও, সেই তৈল বিক্রয় করিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ কর, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তুমি ও তোমার পুত্রেরা দিনপাত কর।"

— ২ রাজাবলি ৪:১-৭

এটি একটি দুর্দান্ত গল্প যার মধ্যে অনেক রাজ্য বিষয়ক প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি রয়েছে। এই মহিলা সাহায্যের জন্য ভাববাদির কাছে যান। তিনি ঋণে জর্জরিত, আর যে কারণে সে তার সন্তানদের হারাতে চলেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ভাববাদি তার কোষাগার থেকে টাকা বের করেননি। এর পরিবর্তে, তিনি তাকে পরিস্থিতির আলোকে একটি খুব অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন: "বাড়িতে আপনার কী কী আছে?"

আমি মনে করি প্রশ্নটি মহিলাটিকে অবাক করে দিয়েছিল, কারণ যেভাবে তিনি উত্তর দেন তা শুনে আপনি তার বিস্মিত হবার বিষয়টি বুঝতে পারবেন। উত্তরে মহিলা বলেন, "আমার কাছে কিছুই নেই"। তিনি তার কথায় "কিছুই" যোগ করেছেন। তবে তার কাছে যা আছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। এটি খুব বেশি নয়, তবে তার কাছে অল্প পরিমাণে জলপাই তেল রয়েছে। এইটুকুই ভাববাদির শোনার প্রয়োজন ছিল। এটাই ছিল উত্তর। তার নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুণ।

ইলীশায় কহিল, "যাও, বাহির হইতে তোমার সমস্ত প্রতিবাসীর কাছে শূন্য পাত্র চাহিয়া আন, <u>অল্প আনিও না।</u>"

অল্প চেও না। তার মানে কয়টা? আমি মনে করি আপনি একমত হবেন যে তার যে সংখ্যক জার সংগ্রহ করা উচিত ছিল সে বিষয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে, কারণ কেবলমাত্র

মহিলাই এর অর্থ কী তা সংজ্ঞায়িত করতে পারেন। তিনি একটু পরেই বুঝবেন যে তিনি অবশ্যই যথেষ্ট জার সংগ্রহ করেননি!

> *পরে সেই স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল, আর সে ও তাহার পুত্রেরা ঘরে থাকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহাকে পাত্র আনিয়া দিল, এবং সে তৈল ঢালিল। সমস্ত পাত্র পূর্ণ হইলে পর সে আপন পুত্রকে কহিল, "আরও পাত্র আন।" পুত্র কহিল, "আর পাত্র নাই।" তখন তৈলের স্রোত বন্ধ হইল।*

লক্ষ্য করুণ যে কখন তেল প্রবাহ বন্ধ হয় - নির্দিষ্ট সংখ্যক জারগুলিতে নয়, তবে যখন জারের সংখ্যা শেষ হয়ে যায়। যখন সমস্ত জারগুলি পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি তার ছেলেকে আরেকটি জার নিয়ে আসতে বললেন, এবং সে বলেছিলেন যে আর কোনও জার অবশিষ্ট নেই। আমি নিশ্চিত যে মহিলা মনে মনে চেয়েছিলেন যেন তেল অবিরাম থাকে, তবে তার যতগুলো জার সেগুলো পূর্ণ হলেই তেল প্রবাহ বন্ধ হয়। তেল প্রবাহ বন্ধ ঈশ্বর দ্বারা হয়নি, বরং মহিলার চিন্তাভাবনায় সীমাবদ্ধতার করণে বন্ধ হয়েছিল।

আমি নিশ্চিত যে তিনি সম্ভবত চেয়েছিলেন যদি তার কাছে আরও অনেক জার থাকত। আর যদি সে সত্যিই বুঝতে পারত যে কী ঘটতে চলেছে, তবে আমি নিশ্চিত যে সে জারের সন্ধানে শহরের প্রতিটি দরজায় কড়া নাড়ত। এমনকি তিনি জারগুলি সংগ্রহ করার জন্য অন্যান্য শহরগুলিতে অনুরোধও পাঠাতেন।

যদিও গল্পটির একটি ভাল ফল ছিল: তার ঋণ পরিশোধ হয়েছিল, এবং তারা তেল বিক্রি করার পরে পরিবারটি যা অবশিষ্ট ছিল তার উপর বেঁচে ছিল।

তবে ফলাফল কী হতে পারত? তিনি তার পরিচিত *সকলের* ঋণ পরিশোধ করতে পারতেন, একটি নতুন শহরে একটি মিলনস্থল তৈরি করতে পারতেন, আর অনেক লোককে সাহায্য করতে পারতেন।

সুতরাং কেন তিনি কেবল নিজের জার সংগ্রহ করেছিলেন? আমি বিশ্বাস করি উত্তরটি হ'ল তার বেঁচে থাকার তাগিদ ছিল। তিনি সেই মূহুর্তের মানসিক চাপের কথা ভেবেছিলেন - যে পরিমাণ অর্থের জন্য ঋণী ছিলেন এবং তিনি ভেবেছিলেন যে তার পুত্রদের লালন-পালন চালিয়ে যেতে কী লাগবে। সেই চাপ অতিক্রম করে যাওয়ার পরিবর্তে, তিনি কেবল তা নির্মূল করার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি যদি তিনি এক হাজার জার সংগ্রহ করতেন তবে সেগুলি সবই পূরণ হয়ে যেত। তিনি পরিমান ঠিক করেন!

ঈশ্বর আমাদের সকলকে সেই মহিলার মতই একই সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের সবাইকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে যে আমরা কীভাবে পরিমান ঠিক করতে চাই।

শাস্ত্রের মূল অংশগুলো পুনরায় পর্যালোচনা করতে করতে আমি তা ব্যাখ্যা করতে চাই।

> *দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে প্রচুর পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকাইয়া উপচিয়া পড়িবার মত করিয়া তোমাদের কোলে দিবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্যও পরিমাণ করা যাইবে।*
>
> — লূক ৬:৩৮

আমরা সকলেই বাইবেলের প্রথম অংশটি উচ্চারণ করতে পছন্দ করি – অর্থ্যাৎ, আমরা যদি দেই, তবে আমরা প্রাচুর্যের উপর দিয়ে দৌড়াবো আর ফসল কাটব। কিন্তু অনেক সময়, আমরা শেষ অংশটি পড়তে ব্যর্থ হই, যে অংশটি বলে যে আমরা *তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্যও পরিমাণ করা যাইবে।*

কেন এই নীতিমালা আপনার এবং আমার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ? তবে চলুন আমি একটি উদাহরণ দিই।

ধরুণ, আপনি প্রথম কৃষি কাজ করছেন, আর আমি আপনাকে বললাম যে আমি ৫,০০০ মেট্রিক টন গম কিনতে চাই। প্রতি টনের দাম নিয়ে আমরা একমত, এবং আপনি সেই পরিমান গমের জন্য ১০ একর জমিতে বীজ রোপণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

আমার মনে হয় আপনি জানেন এর পরিণতি কি হবে। আমাদের চুক্তি অনুযায়ী গমের পরিমান ভয়ানকভাবে কম পড়ে যাবে। কেন? কারণ ৫,০০০ মেট্রিক টন গম পেতে কত একর জমি লাগে সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই।

মাত্র দুটি টমেটো গাছ রোপণ করে কতজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা যে ট্রাক নিয়ে সারিবদ্ধভাবে প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যেন তাদের ফসল বাজারে নিয়ে যেতে পারেন?

কৃষকের উদাহরণে পরিমান হ'ল তিনি কত একর জমিতে রোপণ করেছিলেন। মহিলার ক্ষেত্রে, এটি তার সংগ্রহ করা জারের সংখ্যা কত ছিল। যীশুর উদাহরণে, আমরা যে পরিমাণ বীজ বপন করি।

সুতরাং, আমরা যে ফসল আশা করছি তা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত পরিমানের সাথে সামঞ্জস্য না হয়, তবে আমরা হতাশ হব, এবং সম্ভবত যারা স্থুল বুদ্ধি সম্পন্ন তারা ঈশ্বরকে ও তাঁর বাক্যের ব্যার্থতা বলে তাঁকে দোষারোপ করে।

এবার লক্ষ টাকা মূল্যের একটি প্রশ্ন করি: যদি একজন কৃষকের ৫০০০ মেট্রিক টন গমের প্রয়োজন হয়, আর তার কোন ধারণা না থাকে যে তাকে কত একর জমি রোপণ করতে হবে, তবে তার কী করা উচিত?

জানেন তেমন একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন!

এবার চলুন আমরা এই নীতিমালাকে একটি বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে রাখি যা আমি সব সময় দেখি।

একটি পরিবার $ ৩০০,০০০ ডলারের (২৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা) বন্ধকী পরিশোধ করতে চায়, এবং তারা জানে যে তাদের স্বামী ও স্ত্রীকে বীজ রোপন করতে হবে এবং চুক্তিতে আসতে হবে এবং তাদের বিশ্বাসকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু তাদের কতটুকু বীজ রোপন করা উচিত? এই প্রশ্নটা আমি সব সময় পাই। ২৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ফসলের জন্য পরিমান ঠিক করার জন্য তাদের কতটা বীজ বপন করতে হবে? তাদের কোনো ধারণা নেই। তাদের এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যিনি জানেন, আর তিনি পবিত্র আত্মা।

আমরা সকলেই তাঁকে এই প্রশ্নের উত্তর বহুবার ফিসফিস করে দিতে শুনেছি। সাধারণত ভাল শিক্ষা ছাড়া, আমরা কেবল সেই ছোট কণ্ঠস্বরটিকে এমন কিছু হিসাবে বাতিল করি যা আমরা করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যেহেতু কখগ পরিমানের জন্য বীজ বপন করছেন, আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার $ ১০০০ (৯০ হাজার টাকা) ডলারের বীজ রোপন করা উচিত। তৎক্ষণাৎ, আপনার মন বলে, "না, আমি এটি করতে পারি না", বা আরও খারাপ, "শয়তান, আমার কাছ থেকে দূর হও।"

একটা বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, শয়তান কখনোই আপনাকে রাজ্যে বেশী বীজ রোপন করতে বলবে না। সে রাজ্যের এই আইন সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে, যেহেতু আপনি পরিমানটি ঠিক করার নীতিতে আস্থা গড়ে তোলেননি, যখন আপনার মন বিতর্কিত হয়, তখন আপনি আপনার সচরাচর দান $ ১০০ ডলার (৯৯০০ টাকা) দেন। আর অবশ্যই, আমার গমের উদাহরণের মতো, আপনি আপনার প্রয়োজনীয় ফসল থেকে খুব কম ফল পান।

এবার আমি আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগে, আমাকে একটি জিনিস স্পষ্ট করতে হবে:

আপনি যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন তা কেবল আপনি যে পরিমাণ অর্থ রোপন করছেন তার দ্বারা নির্ধারিত হয় না!

লূক ২১:১-৪ পদ লক্ষ্য করুণ:

পরে তিনি চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, ধনবানেরা ভাণ্ডারে আপন আপন দান রাখিতেছে। আর তিনি দেখিলেন, একজন দীনহীন বিধবা সেই স্থানে দুইটি সিকি পয়সা রাখিতেছে। তখন তিনি কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এই দরিদ্র বিধবা সকলের অপেক্ষা অধিক রাখিল; কেননা ইহারা সকলে আপন আপন অতিরিক্ত ধন হইতে কিছু কিছু দানের মধ্যে রাখিল, কিন্তু এ নিজ অনটন সত্ত্বেও ইহার যাহা কিছু ছিল, সমুদয় জীবনোপায় রাখিল।"

লক্ষ্য করুন যে, যীশু বলেছিলেন যে, দরিদ্র বিধবা সেই দিন যে সমস্ত ধনী লোকেরা দিয়েছিল, তাদের চেয়ে বেশি দিয়েছিলেন। ধনীরা অনেক বেশি অর্থ দিয়েছে, কিন্তু বাইবেল বলে যে তারা তাদের সম্পদ থেকে কিছু অংশ দিয়েছে, অথবা বলতে পারি যে, তারা তাদের অতিরিক্ত অর্থ থেকে দিয়েছে। দরিদ্র বিধবা তার জীবন বাজি রেখে দিয়েছিলেন, আর এর জন্য তার বড় বিশ্বাস প্রয়োজন ছিল।

আপনার অতিরিক্ত থেকে দিতে বিশ্বাস লাগে না। অবশ্যই, আপনার অতিরিক্ত থেকে উদারভাবে দান করা ভাল বিষয়, কিন্তু তৎকালে, লোকেরা কী পরিমানে দান করছে তা দেখা যেত, আর ধনীরা, অনেক সময়, মানুষ যেন দেখে সেইভাবে দিত যেন তাদের সহকর্মীদের দ্বারা ধর্মীয় মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

সুতরাং কেবল পরিমাণ ঠিক করার একটি সমীকরণ আপনি যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন তার দ্বারা আমরা কীভাবে পরিমাণ ঠিক করি তার সঠিক সংজ্ঞা নয়। এটি একটি বেশ বড় অংশ, কিন্তু একমাত্র অংশ নয়।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে একজন ব্যক্তির কাছে যা "বড়", তা অন্যের কাছে ততটা বড় নাও হতে পারে।

প্রথম দিকে, এক লক্ষ টাকা দেওয়া আমার জন্য একটি বিশাল পরিমাণ অর্থ ছিল। আসলে, যখন আমরা শুরু করি, তখন আমাদের কয়েক মাসের মধ্যে এই অফারটি পরিশোধ

করতে হবে। কিন্তু আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা আরও অনেক কিছু দিতে সক্ষম হয়েছি।

আমি সবাইকে এভাবে বলি যে: যখন আপনি সংস্থানের জন্য বীজ রোপন করেন, তখন কিছুক্ষণ সময় নিন এবং পবিত্র আত্মাকে জিজ্ঞাসা করুন কী বীজ রোপন করতে হবে এবং কোথায় তা করতে হবে।

সাধারণত, একটি বৃহৎ কিছুর জন্য, যেমন আপনার বাড়ি ক্রয়ের অর্থ প্রদান করতে যেমন বিশ্বাস দরকার হয়, সচরাচর প্রয়োজন হয় তেমন জায়গায় বীজ রোপন করার জন্য তেমন বিশ্বাসের দরকার হয় না। আমি যখন বড় বড় কিছুর জন্য বীজ রোপন করি, তখন আমি চাই যেন বিষয়টিকে *অনুভব* করি। আমি যা বলতে চাইছি তা হ'ল আমি কেবল আমার অতিরিক্ত অর্থ থেকে দিতে চাই না। আমি যথেষ্ট বীজ রোপন করতে চাই যেন আমি *অনুভব* করতে পারি যে আমি আমার বিশ্বাসের সাথে জড়িত আছি। পরিমাণটি অবশ্যই যথেষ্ট বড় হতে হবে যেন তা আমার দেহকে প্রতিক্রিয়া জানাতে প্ররোচিত করতে পারে এবং আমি আমার মনে মধ্যে এই কথা শুনতে পাই যে, *তুমি কি এই বিষয়ে নিশ্চিত?*

আমি দেখেছি যে পবিত্র আত্মার কাছে জানতে চাইলে তিনি অর্থের পরিমাণ আপনাকে বলে দেন; শুধু নিশ্চিত হন যে আপনি সত্যিই তাঁর কথা শুনতে চান।

এই ক্ষেত্রে আমার অনের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। যেহেতু আমি বিল পরিশোধ করি, তাই ড্রেন্ডার পক্ষে কোনও দ্বিধা ছাড়াই আমাদের কি পরিমাণ অর্থের বীজ রোপন করা উচিত তা শোনা সবসময় সহজ হয়। আপনার কি সেই গল্পটি মনে আছে যা আমি আপনাকে প্রথমবারের মতো আমাদের ফেইথ লাইফ ক্যাম্পাসের জন্য $ ২০০,০০০ ডলার (১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) রোপনের বিষয়ে বলেছিলাম?

ঠিক আছে, আমি আপনাকে এই গল্পের সমস্ত বিবরণ বলিনি। এটি একটি তিন বছরের প্রতিশ্রুতি ছিল, একটি ঋণ নয়, কিন্তু একটি লক্ষ্য যা আমরা সেই সময়ের মধ্যে দিতে ঠিক করেছি। যখন সেই দিনটি এসেছিল যে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যগুলি জানাই এবং আমাদের প্রাথমিক বীজ বপন করি, তখন আমি সত্যিই ভেবেছিলাম যে $ ১৫০,০০০ (১৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা) ডলার আমি যা দিতে চেয়েছিলাম তা সবই ছিল। কিন্তু ড্রেন্ডা আমার সাথে তর্ক করেছিল যে সে শুনেছিল যে আমাদের ২০০,০০০ ডলার (১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) দিতে হবে। আমি তার ইনপুটটি খারিজ করে দিয়েছিলাম এবং আমার জমিটি $ ১৫০,০০০ ডলারে (১৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা) ধরেছিলাম। প্রকৃত পরিষেবাতে, আবার তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আমরা $ ২০০,০০০ ডলার (১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) দেব, কিন্তু আবার আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি।

যেদিন আমাদের বীজ বপন করার কথা ছিল, তার ঠিক আগে, আমার মন্ডলীর একজন কৃষক উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাইলেন। তিনি সেখানকার সবাইকে তাদের ফসলের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, একজন কৃষক হিসাবে, তিনি বেঁচে থাকার জন্য বীজ রোপন এবং ফসল কাটার আইনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং তারা তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রতি বছর ২০০,০০০ ডলার (১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) ব্যয় করেন কেবল তার বীজ রোপণের জন্য। তারপরে তিনি আরও বলেছিলেন যে, প্রথমে, আবর্জনার মধ্যে শুধু শুধু $ ২০০,০০০ (১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) ডলার ফেলে দেওয়া বোকামি বলে মনে হতে পারে কারণ একবার বপন করা হলে, এটি পুনরুদ্ধার করার কোনও উপায় থাকবে না। কিন্তু তিনি বীজ বপনের আইনের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং ফসল কাটা সর্বদা একটি ফসলের সাথে বিদ্যমান থাকে যা তার জমিতে বীজ বপনের জন্য ব্যয় করা $ ২০০,০০০ (১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) এর চেয়ে অনেক বড়।

ড্রেন্ডা আমাকে হালকা খোঁচা দিল। আমি ইঙ্গিতটি বুঝে নিয়েছিলাম – বিষয়টি $ ২০০,০০০ ডলার (১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) ছিল, এবং এটিই আমরা বপন করেছি। আর আপনার মনে আছে যে কীভাবে ঈশ্বর সেই ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেই বছর আমাদের বাৎসরিক বোনাস দেওয়ার জন্য - $ ২০০,০০০ (১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) ডলারের সমপরিমাণ। সেই বীজ রোপন করতে আমাদের এক পয়সাও খরচ হয়নি। ঠিক যেমনটি আমি আগের অধ্যায়ে বলেছিলাম, সেই বোনাসটি এখন বছরের পর বছর ধরে চলছে এবং আমাদের ১ মিলিয়ন ডলারেরও (১৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ১০ টাকা) বেশি আয় দিয়েছে।

দেখুন, ড্রেন্ডার মনে বিল নিয়ে কোন চিন্তা ছিল না, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টাতেও ভয়ের কোন স্থান ছিল না। তিনি শুধু ঈশ্বরের কথা শুনেছেন। আর বাস্তবে কিন্তু আমারও তাই করার দরকার ছিল। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো আমরা সেই পরিমাণ অর্থের কাছাকাছি কিছু রোপন করেছি, তাই হ্যাঁ, আমি যখন ১৫০,০০০ ডলার (১৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা) ধরে রেখেছিলাম তখন আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি আমার স্ত্রীর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আমাকে এই এতো বেশী পরিমাণ টাকার জন্য প্রভুকে বিশ্বাস করতে উতসাহিত করেছিলেন।

বীজ রোপন করতে *সবসময়* বিশ্বাস প্রয়োজন হয়, *সবসময়।* সুতরাং চলুন, ঈশ্বর আমাদের মধ্য দিয়ে যে ফসল কাটার চেষ্টা করছেন তা থেকে বিরত রাখতে আমরা যেন ভয়কে সুযোগ না দিই।

কিন্তু আমি বলি এই, যে অল্প পরিমাণে বীজ বুনে, সে অল্প পরিমাণে শস্যও কাটিবে; আর যে ব্যক্তি আশীর্বাদের সহিত বীজ বুনে, সে আশীর্বাদের সহিত শস্যও কাটিবে।

— ২ করিন্থীয় ৯:৬

এই অংশে পৌল অন্য মন্ডলীর জন্য উৎসর্গদান সংগ্রহ করছেন, আর তিনি লোকদের একটা নীতিমালা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যা তিনি স্পষ্টতই আগে তাদের শিখিয়েছিলেন, নীতিটি হল, তারা যা রোপন করে এবং তারা যে পরিমানে পরিমান করে, সেই অনুযায়ী তারা ফসল কাটবে। পৌল এখানে পরিমাণ ঠিক করার নীতি সম্বন্ধে বলছেন।

পিতর যীশুকে তার নৌকাটি যেদিন হ্রদে ব্যবহার করার জন্য দিয়েছিলেন, তখন আমরা দেখলাম যে, যাকোব ও যোহনের নৌকা পিতরের বিশ্বাসের সঙ্গে ফল নিয়ে এসেছিল কারণ তারা পার্টনার ছিল। কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি: যদি পিতরের সেই দিন ১০০০টি নৌকা থাকত, তবে কতগুলি নৌকা পূর্ণ হত?

আপনি যদি ১০০০ বলেন, তাহলে আপনি সঠিক।

আবার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এখানে পরিমাণ ঠিক করা হচ্ছে। প্রদত্ত পরিমাণটি হল সেই *পাত্র* যা ঈশ্বর পূরণ করতে পারেন। সুতরাং, আমি আপনাকে একটি বিশাল দৃষ্টি দিয়ে পরিমাণ ঠিক করতে উতসাহিত করি। আপনি পিছনে ফিরে তাকিয়ে নিশ্চয় বলতে চান না যে, "বাহ, ঐ ষ্টকটি তিন ঘন্টার মধ্যে এক হাজার শতাংশ বেড়েছে। আমি আশা করি আমি আরও বেশি ষ্টক কিনতে পারতাম"।

সুতরাং, সেই রাতে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে কেনার জন্য অনুপ্রানিত হয়ে ১৫০০ ডলার (১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল? তবে আমার জন্য, আমি শুধুই ঈশ্বরকে পরিমাণটি বলার জন্য জিজ্ঞাসা করিনি। আমি কেবল আমার মনে মনে ভাবছিলাম, এবং আমি তাঁর রব শুনতে ব্যর্থ হই।

এখন, দয়া করে এই গল্প শুনে বেশী স্টক কিনবেন না। আগেই বলেছি, আমি শেয়ার বাজারে খুব বেশি টাকা রাখি না। কিন্তু ঈশ্বর সেই রাতে তাঁর কথা বলেছিলেন- তিনি বীজ রোপনের জন্য বীজ দান করেন এবং খাওয়ার জন্য রুটি দেন, এবং এই বাক্যটি আমাদের পরিমাণ নির্ধারণ করবার বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়।

আমি আশা করি আপনি এই গল্পটি মনে রাখবেন পরের বার যখন ঈশ্বর আপনাকে কোন কার্যভারের তহবিলের জন্য কাঁধে টোকা দিবেন।

আমাদের সকলকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে ঈশ্বরকে সুযোগ করে দিতে হবে।

আমি মনে আছে যখন ২০০৯ সালের দুর্ঘটনার সময় ফ্লোরিডার সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পেয়েছিল। ওখানে আমাদের বন্ধুরা ছিল যারা উপকূলে বাস করত এবং আমরা প্রায়শই তাদের সাথে দেখা করতাম। সেই সময়, ফ্লোরিডা জুড়ে বাড়ি বিক্রি হচ্ছিল। আমরা যখন একদিন আমাদের বন্ধুর সাথে সৈকতে হাঁটছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি আপনাকে কিছু দেখাতে চাই।"

আমরা এমন একটি বাড়িতে গিয়েছিলাম যেখানে বাড়ি বিক্রয়ের সাইনবোর্ড ছিল। সম্পত্তিতে থাকা দুটি বাড়ির দাম ছিল মাত্র ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। (হ্যাঁ, আপনি ঠিকই পড়েছেন, সমুদ্র সৈকতে দুটি বাড়ির মূল্য ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। তাও আবার সুসজ্জিত। আমি মনে করি আমরা দুজনেই একমত হব যে বিষয়টি পুকুর চুরির মত)। একটা ভাড়া দেওয়া দিলে প্রচুর আয় হবে, কারণ বাড়ি দুটি সমুদ্র সৈকতের উপর ছিল। কিন্তু আমি ঠিক সেই মুহূর্তে সেই ধরনের অর্থ কিভাবে ব্যয় করব বুঝতে পারছিলাম না, তাই আমি সেগুলির পাশ কেটে গেলাম। (আমি জানি না কেনাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি।) আমার বন্ধুর ইতিমধ্যে একাধিক বাড়ি ছিল এবং সে সময় আরও দুটির দেখাশোনার ভার তিনি নিতে চাননি। আমি বলতে চাইছি, তিনি আমাদেরকে বাড়ি দুটির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই রকম সুযোগ সবসময় হয় না যে, একজন কোটিপতি আপনাকে তার পরামর্শ দেবেন এবং ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবেন, আর বলবেন, "আমি হলে কিনতাম।" অবশ্য ড্রেন্ডা বলছিল যে আমাদের কেনা উচিত, কিন্তু আমি নড়লাম না।

আপনি কি অনুমান করতে পারেন কিনলে ফলাফল কি হত। এই দুটি বাড়ি কয়েক বছর পরে ৩ মিলিয়ন ডলারে (২৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮২ হাজার ১৫ টাকা) বিক্রি এবং পুনরায় বিক্রি হয়েছিল।

সুতরাং, বীজ বপন করতে এবং পরিমাণ নির্ধারণ করতে ভয়কে প্রাধান্য দেবেন না। সাহসী হন।

সবচেয়ে দুঃখজনক এবং হতাশাজনক জিনিসটি কী ছিল আপনি কি জানেন? আমি সেদিন এ বিষয়ে প্রার্থনাও করিনি। আমি পবিত্র আত্মার প্রজ্ঞাকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমি আমার বন্ধু এবং আমার স্ত্রীর প্রজ্ঞাকে উপেক্ষা করেছি, যিনি খুব জ্ঞানী। আমি এখনও না বলেছিলাম কারণ আমি জানতাম যে যদি কিনি তবে আমাদের হাতে উপলব্ধ নগদ সমস্থ অর্থ শেষ হয়ে যাবে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়, আমি কিনতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনি। কিন্তু আমি যেমন বলেছিলাম, আমি ঈশ্বরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি, যা আমার একটি ব্যয়বহুল ভুল ছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, আমি অনেকবার ফসল ঘরে তুলতে সুযোগ হারিয়েছি (সব ক্ষেত্রে না, কিন্তু অনেকবার), এবং এই কারণে ঈশ্বরকে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়েছে।

এক বছর আগে একদিন, ড্রেন্ডা একটি রিসোর্টে থাকার সময় কেনেথ কোপল্যান্ডের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন, এবং তিনি ড্রেন্ড্রাকে তার আর তার স্ত্রী গ্লোরিয়ার সাথে সকালের নাস্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

নাস্তার টেবিলে কেনেথ বলেছিলেন যে তার কাছে ড্রেন্ডা আর আমার জন্য একটি বাক্য আছে। ডেন্ড্রা আমার জন্য তার ফোনে সেই বাক্য রেকর্ড করে রেখেছিলেন কারণ আমি সেই সময় তার সাথে ছিলাম না। সেই বাক্য ছিল এই রকম:

"আমি তোমার জন্য বাড়ি ও জমি আনার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি আমাকে তা হতে দেওনি।"

বাপরে বাপ, কথাগুলো তিরস্কারের মত ছিল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে আমি না বলেছিলাম, সেগুলো মনে করে আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। তাই আমি সেই দিন থেকে মনস্থির করেছিলাম যে, আমি আর কখনও আমার ফসল ঘরে তুলতে ভূল করব না। যে সময় থেকে আমি এই সিদ্ধান্ত নেই, আশ্চর্যজনক ভাবে ঈশ্বর দ্রুত আমার কাছে সেই জিনিসগুলি নিয়ে এসেছিলেন যার জন্য আমি রোপন করেছিলাম।

সুতরাং, বীজ বপন করতে এবং পরিমাণ নির্ধারণ করতে ভয়কে প্রাধান্য দেবেন না। সাহসী হন। আপনি জানেন না যে ঈশ্বর কীভাবে এই কাজগুলি করতে যাচ্ছেন, ঠিক যেমন আমি নিশ্চিত যে ২ রাজাবলি ৪ অধ্যায়ের বিধবাও কল্পনা করতে পারেনি যে তেল প্রবাহিত হতে থাকবে। তিনি যদি তা পারতেন, তাহলে গল্পটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প হতো। আমরা সম্ভবত এখনও সেই দরিদ্র বিধবা সম্পর্কে পড়ছি যিনি আজ তেল ব্যবসায় কোটিপতি হয়েছেন।

অবশেষে, মনে রাখবেন যে আপনি সর্বদা একটি বৃহত্তর এবং আরও বৃহত্তর ফসলে বীজ রোপন করবেন। যেহেতু আপনি গতকালের ফসল থেকেই আজ বেঁচে আছেন, তাই আপনি গতকালের বীজ রোপনের কথা অবশ্যই মনে রাখতে চাইবেন।

এছাড়াও, মনে রাখবেন যে আপনি বীজ বপন করার ঠিক পরেই সবসময় সবচেয়ে অন্ধকার সময় আসে। বীজ মাটির তলায় পরে থাকে, গাছ এখনও অঙ্কুরিত হতে শুরু করেনি। কিন্তু আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে ধরে রাখেন, শক্তভাবে দাঁড়ান, এবং ঈশ্বর আপনার কাছে যে ফসল নিয়ে আসছেন তার দিকনির্দেশনা এবং বিবরণের জন্য আত্মায় প্রার্থনা করুন।

আমি এই অধ্যায়টি এমন একটি গল্প দিয়ে শেষ করতে চাই যা আমি বহুবার বলেছি তবুও আমি তা পুনরাবৃত্তি করছি। কয়েক বছর আগে আমার একজন সেলসম্যানকে নিয়ে ঘটনা, আমি প্রথম পরিমাণ নির্ধারণ করার নীতিটি শিখছিলাম। তিনি একটি নতুন বাড়ি তৈরি করছিলেন এবং, বেশিরভাগ বিল্ডাররা নতুন বাড়ি তৈরির আগে এর বাজেট নির্ধারণ করেন। সবসময় বাড়ি তৈরীর সময় কিছু কিছু পরিবর্তন হয় বা যোগ হয় যা চূড়ান্ত মূল্যকে পরিবর্তন করে।

এই ক্ষেত্রে, আমার বন্ধু ইতিমধ্যে ব্যাংক বরাদ্দ করা সমস্ত অর্থ শেষ করেছিল, এতে ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। আমার যতদূর মনে আছে যে, রান্নাঘরের ক্যাবিনেট তৈরীর জন্য তার কাছে সব অর্থ ছিল না। আমার মনে হয় তার প্রায় ২৫,০০০ ডলার (২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা) ঘাটতি ছিল।

একদিন রাতে, আমার অন্য একজন প্রতিনিধি যিনি উপাসনার জন্য বাড়িটি নির্মাণ করছিলেন সেই প্রতিনিধির সাথে গেলেন। প্রচারর শেষের দিকে, প্রচারক নির্দিষ্ট একটি কারণ নৈবেদ্য সংগ্রহ করছিলেন, নৈবেদ্য সংগ্রহের বিষয়ে তেমন জানতে চাইনি, তবে বিক্রেতা প্রতিনিধি যিনি তার বাড়ি নির্মাণ করছিলেন তার সাথে গিয়েছিলেন তিনি আমার কাছে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে বিক্রেতা প্রতিনিধি যিনি তার বাড়ি তৈরি করছিলেন তিনি সেই রাতে মানসিকভাবে কিছু বিষয় নিয়ে লড়াই করছিলেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই লোকটি যিনি তার বাড়ি তৈরি করছিলেন তিনি মন্ডলীর সামনের দিকে হেঁটে গিয়েছিলেন এবং তার নৈবেদ্য দিয়েছিলেন এবং তারপরে ফিরে এসে তার আসনে বসেছিলেন। কিন্তু তাকে বিচলিত দেখাচ্ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, এরপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সামনের দিকে ফিরে গেলেন এবং আরও বেশি টাকা দিলেন। তার আসনে ফিরে আসলেন, এরপরও তাকে আগের চেয়ে আরো বিচলিত দেখাচ্ছিল।

তিনি কয়েক মিনিটের জন্য সেখানে বসে ছিলেন, এরপর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদলেন, আর আবারও সামনে এগিয়ে গেলেন এবং আরও অর্থ দান করলেন। দিয়ে যখন তিনি ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি শান্ত ছিলেন বলে মনে হয়েছিল এবং মন-কষ্টটি চলে গেছে।

সেই মাসের শেষের দিকে, যে প্রতিনিধি তার বাড়ি তৈরি করছিলেন তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি সেই রাতে মন্ডলীতে বীজ রোপন করছিলেন সেই রান্নাঘরের ক্যাবিনেটগুলির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য তার প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য। যদি আমি ঠিকঠাক মনে করি, নির্মাতা ৫০% ক্যাবিনেটে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তিনি চূড়ান্ত বিল প্রদানের জন্য বেশ কিছু ব্যবসা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কী ঘটেছিল সেই রাতে? যে প্রতিনিধি তার বাড়ি নির্মাণ করছিলেন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তৃতীয়বারের মতো তিনি উপরে না যাওয়া পর্যন্ত এবং তার যা কিছু ছিল তা না দেওয়া পর্যন্ত তার শান্তি ছিল না। দেখুন, তিনি কীভাবে সেই $ ২৫০০০ ডলার (২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা) প্রদান করবেন সে সম্পর্কে প্রার্থনা করছিলেন, এবং পবিত্র আত্মা তাকে ফসল আনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঠিক করার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যা তিনি খুঁজছিলেন।

সুতরাং, পরের বার যখন আপনি বীজ রোপন করবেন রাজ্যের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন-পরিমাণের সূত্র বা আইনটি মনে রাখবেন।

অধ্যায় ১০

উদারতার ক্ষমতা

আমি নিশ্চিত আমরা সবাই এটা করেছি। কেউ কেউ কাছে এসে আমাদের প্রশংসা করে, এবং উত্তরে আমরা এইরকম কিছু বলি, "ওহ, আমি এটি গ্যারেজের মালামাল থেকে মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে কিনেছি।"

আমরা কেন এই ধরণের উত্তর দেই? ভালো কিছু পাওয়ার জন্য আমরা কেন লজ্জা বোধ করি? মজার হলেও দুঃখজনকও বটে যে আমরা যখন ২০ বছরের কিছু সময় আগে গ্রামে আমাদের নতুন বাড়িটি তৈরি করেছিলাম, তখন আমরা আসলে প্রার্থনা করেছিলাম যে ওটা ভিতরে বড় হবে তবে বাইরে থেকে ছোট দেখাবে। আমরা নতুন পালক ছিলাম, এবং আমাদের মনে হয়েছিল যে আমরা যদি একটি বড় বাড়ি তৈরি করি তবে লোকেরা বিচলিত হবে। সেই সময়ে, আমরা মন্ডলীর কাছ থেকে কোনও আয় নিচ্ছিলাম না - এটি আমাদের নিজস্ব ব্যবসার আয় ছিল যে অর্থ আমরা বাড়িটি তৈরি করতে ব্যবহার করছিলাম - কিন্তু কিছু কারণে, আমরা অনুভব করেছিলাম যে লোকেরা মনে করবে যে আমরা এর ব্যয় মন্ডলী থেকে নিচ্ছি। তাই আমরা ৭,৭০০ বর্গফুট জায়গা নিয়ে একটি বাড়ি তৈরি করেছি, কিন্তু আপনি যদি বাড়িটির দিকে তাকান তবে এটি মূলত একটি সাধারণ দুই তলা বাড়ির মতো দেখায়।

পরে, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে চিন্তাটি খুবই বোকামী ছিল। প্রভুর আশীর্বাদের জন্য আমাদের কি লজ্জিত হওয়া উচিত?

আমি আমার বিভিন্ন সম্মেলনে এই উপমাটি ব্যবহার করি।

ধরুণ আমি ভীর ঠেলে জরাজীর্ণ পোশাক পরে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ঘোষণা করলাম যে, আজ উৎসবের দিন; আজ ড্রেন্ডা আর আমি আমাদের বাড়ির সমস্ত ঋণ শোধ করে দিয়েছি। এরপর আমরা এর পিছনে কতটা কঠোর পরিশ্রম করেছি (কখনও কখনও সপ্তাহে 80 ঘন্টা), শেষমেষ শেষ করতে পেরেছি, তা সবার সঙ্গে শেয়ার করলাম।

সবাই হয়ত হাততালি দিয়ে চিৎকার করত। কেন করত? কারণ কেউ একজন আসলে সিস্টেমকে পরাজিত করেছে। সিষ্টেম থেকে বের হয়ে যাবার উপায় আছে।

কিন্তু আমি যদি প্ল্যাটফর্মের কাছে গিয়ে বলি, "আজ, একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে আমাদের হাতে ১ মিলিয়ন ডলার (৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫ টাকা) তুলে দিয়েছে, আর আমরা আমাদের বাড়ির ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে দিয়েছি।"

সবাই বলত, গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য না। কেন? কারণ আমরা পৃথিবীতে কষ্টদায়ক পরিশ্রম ও ঘামের অভিশাপ ব্যবস্থায় বেড়ে উঠেছি। এভাবেই আমাদেরকে সংস্থান পাবার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই, এটি দাসত্বের একটি ব্যবস্থা, কারণ বেশিরভাগই প্রকৃত আর্থিক স্বাধীনতার কোনও ধারণা উপভোগ করে না। আর এই কারণে, বেশিরভাগই তাদের আসল উদ্দেশ্য, তাদের আত্মিক ডিএনএ আবিষ্কার করে না। আমরা যে বেঁচে থাকার ব্যবস্থার অধীনে বাস করি তার কারণে, বেশিরভাগ আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি *অর্থকে* কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়, *উদ্দেশ্যকে* চিন্তা করে করা হয় না। মানুষ তাদের স্বপ্ন এবং আবেগ পূরণের জন্য স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে তা ঘটে না।

কয়েক বছর আগে, ঈশ্বরকে আমার সাথে দ্বিগুণ পরিমাণ, আর কিভাবে সেই দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ করে সেই বিষয় নিয়ে বোঝাপড়া করতে হয়েছিল। দ্বিগুণ পরিমাণ আমাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীর অভিশপ্ত সিস্টেম এবং কেবল বেঁচে থাকার জন্য কষ্টদায়ক পরিশ্রম এবং ঘামের সিষ্টেম থেকে স্বাধীন করে ।

সংক্ষেপে, দ্বিগুণ পরিমাণ শব্দের অর্থ হল বহন করে। *যথেষ্টেরও যথেষ্ট।* যথেষ্টেরও যথেষ্ট থাকার ফলে আমরা ঋণমুক্ত জীবনযাপন করতে পারি, এবং অর্থের জন্য আমাদের জীবন বিক্রি করার পরিবর্তে কোন দ্বায়িত্বভারে থাকতে পারি।

যদিও আমি বছরের পর বছর ধরে আমার সম্মেলনগুলিতে দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পর্কে কথা বলেছিলাম, আমি অনুভব করেছিলাম যে প্রভু আমাকে এটি সম্পর্কে এমন কিছু দেখাতে চেয়েছিলেন যা আমি এখনও বুঝতে পারিনি। আমি জানতাম যে আমি যা দেখছি তার চেয়ে বেশি কিছু আছে, এবং আমি পবিত্র আত্মাকে এটি কী তা আমাকে দেখাতে বলেছিলাম।

আমি সেইসব শাস্ত্র শিখতে শুরু করেছিলাম যা দ্বিগুণ পরিমাণ সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম যে আমি কী মিস করছি তা আমাকে দেখানোর জন্য। তাই তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনার সাথে যার মধ্য দিয়ে তিনি আমার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন, যা আমি হয়ত কখনও কল্পনাও করতে পারতাম না।

আমি একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা ফোন পেয়েছিলাম, যাকে এর আগে সামনাসামনি দেখিনি, উনি আমাদের পরিচর্যার একজন অংশীদার। আমার বই পড়ার পর, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি শিকার করতে পছন্দ করি, তাই তিনি ফোন করে বলেছিলেন, "আমি আপনাকে একটি শটগান কিনে দিতে চাই। আপনার কোন ধরনের শটগান পছন্দ?"

সেই সময়ে, আমার কাছে সাধারণ অল-অ্যারাউন্ড বেসিক শটগান ছিল যা আমি হরিণ শিকার থেকে শুরু করে হাঁস, তিরি পাখি এবং খরগোশ শিকার ইত্যাদি সবকিছুর জন্য ব্যবহার করতাম। আমার কাছে ২০ গেজ ডবল-বাই-সাইডও ছিল যা আমার ১৬ বছর বয়সে আমার বাবা আমাকে কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সবসময় শিকার সম্পর্কিত ম্যাগাজিনে অনেকবার দেখেছি এমন সুন্দর ওভার এবং আন্ডার শটগান, যেগুলোতে আমার খুব আগ্রহ ছিল। ওগুলো সবসময় সুন্দর খোদাই ছিল এবং নির্ভেজাল কাঠের স্টক থেকে তৈরী ছিল এবং নিখুঁতভাবে তৈরী করা হয়। সুতরাং, আমি তাকে বলেছিলাম যে আমার কোনও ওভার এবং আন্ডার ছিল না এবং সত্যিই সবসময় ঔরকম একটা চাইতাম। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমাকে একটি পাঠাবেন। ঘটনাটি অবশ্যই অস্বাভাবিক ছিল, এবং আমি শুনে ভীষণ পুলকিত হয়েছিলাম।

ঠিক তাই, এক সপ্তাহ পরে, একটি বাক্স আমার মন্ডলীর অফিসে এসেছিল, এবং যখন আমি ওটা খুললাম, দেখলাম বাক্সের মধ্যে আমার পছন্দের একটি শটগান না বরং দুটি সবচেয়ে সুন্দর ওভার এবং আন্ডার শটগান ছিল।

আমি দ্রুত আমার পার্টনারকে ফোন করেছিলাম এবং এমন একটি দুর্দান্ত উপহারের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

পরের সপ্তাহে, তিনি আমাকে আরও দুইটা পাঠালেন! এখন আমার কাছে চারটি সেরা বন্দুক আছে। আমি তাকে আবার ফোন করেছিলাম, এবং তিনি বলেছিলেন যে প্রায়শই, লোকেরা তার উপহারের জন্য তাকে কখনও ফোন করে ধন্যবাদ জানায় না; আর যেহেতু আমি তা করেছি, তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি আমাকে আরও দুটি পাঠাতে পারেন। স্পষ্টতই, আমি জানতাম যে এটি এমন কিছু ছিল যা ঈশ্বর কোন কারণে আমাকে দিতে চেয়েছেন। আমি বলতে চাইছি শটগানগুলো প্রতিবারে দুইটি করে এসেছিল, এবং আমি তাকে দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলাম।

ঠিক আছে, গল্পটিকে দীর্ঘায়িত না করে বলি, বন্দুকগুলি মেইলে প্রতিবারে জোড়ায় জোড়ায় এসেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে আমার কাছে সম্ভবত চৌদ্দটি নতুন শটগান ছিল, যেগুলো মানের দিক থেকে সর্বোচ্চ ছিল। এগুলো সস্তা বন্দুক ছিল না। এই বন্দুকগুলোর মূল্য ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা।

তারপর, আমি দুইটা মুক্তার মত সাদা ক্যাডিলাক Escalade SUVs গাড়ি আমাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে, আমরা আমাদের দশ বছরের পুরানো Honda Pilot চালাচ্ছিলাম, যা আমরা পছন্দ করতাম (হোন্ডা সর্বদা দুর্দান্ত গাড়ি), তবে ওগুলো তো Escalade SUVs ছিল না।

বহু বছর যাবৎ ড্রেন্ডা লুইস ভুইটন ব্যাগ চাইত, আমি কয়েক বছর আগে তাকে বিশেষ বড়দিনের উপহার হিসাবে ওটা দিয়েছিলাম। কিন্তু এই বছর তার জন্মদিনে....অনুমান করেন কয়টি, দুইটা লুইস ভুইটন ব্যাগ পেয়েছিল, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন কারও কাছ থেকে।

আমরা এই মৌসুমে আমাদের দ্বিতীয় বিমান উপস্থিত হয়েছিল, সেইসাথে সমুদ্র সৈকত তীরে দুইটা বাড়ি হয়, এবং সবচেয়ে বড় পাওয়া হল, বড়দিনে দুইটা black mink coats (মঙ্গুজ জাতিয় প্রাণি) আমাদেরকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, প্রতিটির মূল্য $ ১০,০০০ ডলার (৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা)।

আমাকে একটু থামতে দিন, আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমি এখানে কোন বড়াই করার চেষ্টা করছি না, কারণ আমি নিজে থেকে কিছুই করিনি!!!! বন্দুকগুলো এমনিতেই এসে হাজির হয়েছিল। দুইটা সাদা Escalades সবেমাত্র এসে হাজির হয়েছিল। ব্যাগগুলোও এসে হাজির হয়েছিল। black mink coats গুলোও এসে হাজির হয়েছিল।

বাড়ি দুইটাও অবশ্য এর মধ্যে জড়িত ছিল, তবে আমরা কয়েক বছর আগে সমুদ্র সৈকতে বাড়ির জন্য বীজ রোপন করেছিলাম। আমি তা জানতাম না, কারণ সেই সময় ডেন্ড্রা আমাকে তা বলেননি, কিন্তু কয়েক বছর আগে, ড্রেন্ডা একটি বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ম্যাগাজিনে একটি বাড়ি খুঁজে পেয়েছিল যেটি সে পছন্দ করত। সে ছবিটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, "প্রভু, আমি এটা চাই।" সেই সময়ে, আমাদের আরও অনেক গুলি আর্থিক প্রতিশ্রুতি এবং প্রকল্প ছিল বিধায় ফ্লোরিডার বাড়ি ক্রয়ের ট্রিগারটি টানতে নগদ অর্থ ছিল না, তবে আমরা জানতাম যে বাড়ি সঠিক মৌসুমেই এসে হাজির হবে।

একদিন আমি যখন ব্যায়াম করছিলাম, তখন প্রভু আমার সাথে কথা বললেন এবং বললেন, "*ড্রেন্ডাকে ফ্লোরিডার বাড়ি কেনার জন্য আগামীকাল ফ্লোরিডায় পাঠিয়ে দাও।*" আগামীকালটি নিশ্চয় একটি জরুরী দিন, তাই আমি বলেছিলাম, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, প্রভু।"

সুতরাং, ড্রেন্ডা ফ্লোরিডায় গিয়েছিল এবং ২৫টি ভিন্ন ভিন্ন বাড়ি দেখেছিল। সে যে বাড়িগুলো দেখছিল, তার মধ্যে একটি বাড়ির দিকে তার দৃষ্টি বারবার ফিরে গিয়েছিল।

আমি প্লেনে চড়ে বসলাম, ওগুলো দেখলাম এবং একমত হলাম, ওগুলো একবারে সঠিক বাড়ি ছিল। (এই সময়গুলোতে, ডেন্ড্রা সেই ক্রয়-বিক্রয়ের ম্যাগাজিনের দিকে ইঙ্গিত করার এবং বাড়ির মালিক হওয়ার দাবির কথা ভুলে গিয়েছিল। প্রায় তিন বছর হয়ে গিয়েছিল, ঐ সময় যে বাড়িটির দিকে ব্যক্তিগতভাবে ইঙ্গিত করেছিল তা আমরা কখনও দেখিনি।)

সে যে বাড়িটি চেয়েছিল তার উপর আমরা একটি চুক্তি করেছি; এবং একদিন, যখন আমরা ওহাইওতে আমাদের বাড়িতে বসে কিছু চুক্তির প্রয়োজনীয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের নিয়ে কাজ করছিলাম, তখন ড্রেন্ডা হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "এটাই তো আমার বাড়ি!"

আমি একটু থমকে গেলাম, আমরা চুক্তি করতে যাচ্ছিলাম এবং সবকিছুই ইতিবাচক ছিল বিধায় আমরা চুক্তির কাজটি শেষ করতে যাচ্ছিলাম। "অবশ্যই এটি তোমার বাড়ি", আমি বললাম। "তুমি বুঝতে পারছ না, কয়েক বছর আগে রিয়েল এস্টেট ম্যাগাজিনে আমি যে বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করেছিলাম তা হল!", সে বলল।

তখন আমার মনে পড়ে গেল, তিন বছর আগে সে যে রিয়েল এস্টেট ম্যাগাজিনের দিকে তাকিয়েছিল, তাতে একই শহরের বাড়ি ছিল। এটা কি একই বাড়ি হতে পারে? ড্রেন্ডা নিশ্চিত ছিল যে এটি একই বাড়ি ছিল, এবং সে বাড়ির বৈশিষ্ট্যগুলির নাম দিতে শুরু করেছিল যা কয়েক বছর আগে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এটা ঠিক যে, এই বাড়িটির সাথে তা মিলে গেছে। সুতরাং আমি কিছুটা গবেষণা করি, আর আসলেই আমরা যে বাড়িটি কিনছিলাম তা প্রকৃতপক্ষে বিক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, যে বছরে ড্রেন্ডা বলেছিল যে সে এটির দিকে ইঙ্গিত করেছিল এবং ঘোষণা করেছিল যে সে এটির মালিক হবে। কিন্তু তারপর আমি দেখেছি যে, কোন কারণেই হোক সে ঐ বাড়ির মালিকানা বিশ্বাসে দাবি করার ঠিক পরপর ক্রয়-বিক্রয় তালিকা থেকে ঐ বাড়িটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

আমি যখন এই বাড়ির ইতিহাস ঘাটাঘাটি করি, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি বাজারে ফিরে আসার কয়েক দিন আগ পর্যন্ত তা ক্রয়-বিক্রয়ের বাইরে ছিল। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে পবিত্র আত্মা তাকে আগামীকাল ফ্লোরিডায় পাঠানোর জন্য বলেছিলেন!

সুতরাং, আমরা সেই সৈকত বাড়িটি কিনেছিলাম, এবং ড্রেন্ডা অবশেষে তার বাড়ি পেয়েছিল, যা সে তার পুরো জীবনে স্বপ্ন দেখেছিল। তারপর আমরা একই বছরে কানাডায় একটি দ্বিতীয় সমুদ্র সৈকত বাড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। চমৎকার!

আপনি যদি লক্ষ্য না করে থাকেন, তবে ঈশ্বর আমাদের কাছে যা কিছু পাঠিয়েছেন তা সবই ছিল শীর্ষ স্থানীয় এবং চূড়ান্ত জিনিস। যা ঘটেছে তা নিয়ে আমরা কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু সদাপ্রভু আমার সাথে কথা বললেন, তিনি পুরো তালিকাটি দেখে বললেন, "*আমি জানি তোমার ১৪টি শটগানের প্রয়োজন নেই। আমি জানি যে তোমার দুইটা সাদা Escalades..... দরকার নেই।*

তখন তিনি বলেন, "*আমি চাই না আমার সন্তানরা অভাব অনাটনের মধ্যে থাকুক। তারা পুরো সম্পত্তির মালিক, এবং আমার সন্তানদের উত্তম জিনিস দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।*"

তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি যথেষ্টের চেয়েও যেথেষ্ট পরিমাণের ঈশ্বর, দ্বিগুণ পরিমাণের ঈশ্বর।

তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি যথেষ্টের চেয়েও যেথেষ্ট পরিমাণের ঈশ্বর, দ্বিগুণ পরিমাণের ঈশ্বর। তারপর তিনি আরও বলেছিলেন যে তাঁর লোকেরা যথেষ্ট চিন্তা করছে না, যথেষ্ট স্বপ্ন দেখছে না এবং তারা তাদের জন্য তিনি যা করতে পারেন তা সীমাবদ্ধ করছে।

সদাপ্রভু আমাদের যা দেখাচ্ছেন তা দেখে ড্রেন্ডা আর আমি কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পর্কে মানুষকে জানাতে হবে। দ্বিগুণ পরিমাণের আক্ষরিক অর্থ এই না যে সবকিছুর জোড়া জোড়া, বিষয়টিতে সদাপ্রভু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দ্বিগুণ পরিমাণের অর্থ হল, *যথেষ্টের চেয়েও যথেষ্ট বেশি*।

ঈশ্বর তখন আমাকে বলেছিলেন যে আমি আমার মন্ডলীকে এটি শিখিয়েছি, এবং তিনি আমাদের কাছে যা কিছু পাঠিয়েছেন এবং কীভাবে এটি এসেছে সে সম্পর্কে আমি তাদের বলতে চেয়েছিলাম।

এখন, ড্রেন্ডা আর আমি আমাদের যা আছে সে সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখি, কারণ এই সকল জিনিস জীবন না, এবং আমরা অবশ্যই কোন কিছু থাকার বা কোন জিনিস বানানোর উপর জোর দিতে চাই না। কিন্তু আমরা এসবের সন্ধান করিনি। ঈশ্ব তা পাঠিয়েছেন। সুতরাং, আমরা মন্ডলীতে ১১ সপ্তাহ দ্বিগুণ পরিমাণ শিখিয়েছি, এবং আমি মনে করি এটি সম্ভবত আমার শেখানো অন্য যে কোনও সিরিজের চেয়ে এই শিক্ষা আমাদের মন্ডলীর ভক্তদের আর্থিক অবস্থার উপর এতো গভীর প্রভাব ফেলেছে।

কিন্তু জানেন কি? আমার মন্ডলীর বেশ অনেকে মন্ডলী ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কারণ তারা আমার ঐ বিষয়ে বাক্য মেনে নেইনি, তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তারা ভেবেছিল যে আমার সেই সমস্ত বন্দুক, দুটি এসক্যালেড গাড়ী, বা দুটি সৈকত বাড়ি, বা দুটি বিমান, বা দুটি সুন্দর পশম কোটের প্রয়োজন নেই। তারা ভেবেছিল যে আমি কেবল ঘটনাকে সাজাচ্ছি এবং *জিনিসগুলিকে* তারা বড় করে দেখছিল।

কিন্তু তারা পুরো পয়েন্টটি মিস করেছিল - ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছিলেন যে তিনি যথেষ্টের চেয়েও যথেষ্ট বেশি। তাঁর রাজ্য পৃথিবীর রাজত্বের মতো বেঁচে থাকার মত না। তাঁর রাজ্য যথেষ্টের চেয়েও যথেষ্ট বেশির একটি রাজ্য, এবং তিনি তাঁর সন্তানদের যত্ন নিতে পেরে আনন্দিত হন।

আমি বারবার সবাইকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল যে আমি এটা করিনি। ঈশ্বর এটি পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য তা করেছিলেন – সবারই যে বিলাসবহুল গাড়ী চালাতে হবে তা না, তবে তিনি চান যে আমরা তাঁকে থামিয়ে না দেই এবং সীমাবদ্ধ না করি। তিনি চান যেন আমরা অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে না বলি, তিনি যা করতে চান সেখানে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা। তিনি আমাদের জানাতে চান যে, তিনি যথেষ্টের চেয়েও যথেষ্ট বেশি ঈশ্বর।

উদার হওয়ার বিষয়ে আমাদের আলোচনায় এই বোঝাপড়াটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। উদার হওয়ার জন্য আপনার কিছু থাকতে হবে, বিশেষ করে প্রতিটি পরিস্থিতিতে উদার হওয়ার সক্ষমতার জন্য। আমি জানি আমার উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল, এবং আমি ঈশ্বরের মঙ্গলভাব বিষয়ে লজ্জিত না হতে শিখেছি।

পরের বছর শরতে, একজন স্থানীয় পালক জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি আমার জমিতে শিকার করতে পারেন কিনা। আমি সবসময় লোকদের বলি যে আমি আর আমার বাচ্চারা হরিণ শিকার না করা পর্যন্ত বাইরের কাউকে কোনও শিকারের অনুমতি দিই না, তবে আমি মৌসুম শেষ হওয়ার আগে আগে কাউকে কাউকে অনুমতি দেই। তবে সেই শরতে আমাদের ফ্রিজারে সবার জন্য হরিণের মাংস ছিল, তাই আমি এই পালককে শিকারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

যেদিন তিনি এসেছিলেন, আমি বাইরে তার সাথে দেখা করেছিলাম তার কোথায় শিকার করা উচিত সে সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য। আমি দেখেছি যে তিনি একটি পুরানো পাখি শিকারের বন্দুক ব্যবহার করছেন, সেটাতে লক্ষ্যবস্তু দেখার জন্য কেবল পিতলের তৈরী একটি জিনিস ছিল। এটি হরিণ শিকারের জন্য ডিজাইন করা হয়নি। এইকারণে আপনাকে হরিণের বেশ কাছাকাছি যেতে হবে, কারণ পুরানো পাখি শিকারের বন্দুক হরিণ শিকারের জন্য তৈরী করা হয়নি। তবে আপনি ওটা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন, যেমন আমি আমার শিকারের অভিজ্ঞতায় কয়েক বার ব্যবহার করেছি।

কিন্তু যখন আমি সেখানে বসে তার সাথে কথা বলছিলাম, তখন আমার মনে পড়ে যে ঈশ্বর আমাকে যে বন্দুকগুলি পাঠিয়েছেন তার মধ্যে একটি সত্যিই চমৎকার হরিণ শিকার শটগান ছিল। আসলে, এটি বন্দুকের শীর্ষে ছিল। আমি অনুভব করেছি যে পবিত্র আত্মা বলছেন, "*কেন তুমি এই পালককে সেই শটগানটি দিচ্ছ না যা তোমাকে দেওয়া হয়েছিল? তোমার কাছে আরও কয়েকটি হরিণ শিকারের বন্দুক রয়েছে, কিন্তু শিকার করার জন্য তার কাছে তো ভাল বন্দুক নেই*।"

সুতরাং, আমি তাকে সেই শটগানটি দিয়েছিলাম, এবং সে খুব খুশি হয়েছিল। সেই উপহার তাঁকে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব সম্বন্ধে বলেছিল এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিল।

কয়েক অধ্যায় আগে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, কিছু অর্থ এবং কিছু জিনিস যা আপনি ধরে রেখেছেন তা আপনার জন্য না? ঈশ্বর আপনার কাছে এটি পাঠিয়েছেন অন্যদের চাহিদা পূরণের জন্য।

আমি এই কথা বলার জন্য সমস্ত কিছু বলেছিলাম: আপনি একজন উদার রাজার সাথে একটি উদার রাজ্যে বাস করছেন, কিন্তু আপনি কখনই সেই রাজ্যের সমস্ত কিছু উপভোগ করতে পারবেন না, আপনার প্রাপ্য মজুত পাবেন না, যদি কিনা আপনি সেই দারিদ্রের মনোভাব ভেঙে না ফেলেন।

আমি জানি আপনি সম্ভবত মজুতদারদের সম্পর্কে টিভি শো দেখেছেন যেখানে তারা হস্তক্ষেপ করে। মজুতদারদের গুদামঘর এতটাই জিনিসপত্রে গাদাগাদি করা থাকে যে আপনি এর মধ্য দিয়ে হাঁটতেও পারবেন না। অনেক ক্ষেত্রে, তা ভেঙে ফেলতে বা পুনর্নির্মাণ করতে হয় কারণ তা এতোটাই জীর্ণ থাকে। আমরা যখন লোভে পূর্ণ থাকি এবং কেবল বর্ষাকালের জন্য সবকিছু সঞ্চয় করি তখন আমাদের হৃদয় এরকমই দেখায়। অর্থ ও সম্পদকে হালকাভাবে নিতে হবে।

আপনি যখন নিজেই বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করেন তখন উদার হওয়া সত্যিই কঠিন। ঈশ্বর চান যেন আপনি জানতে পারেন যে তাঁর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, তাই নির্দ্বিধায় উদার হতে পারেন। আপনার উদারতা মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাঁর মঙ্গলভাব ও উদারতা পাওয়ার জন্য তাদের হৃদয় খুলে দেয়। মনে রাখবেন, ঈশ্বরের মঙ্গলভাব মানুষকে অনুতপ্ত হতে পথ দেখায়।

কেননা স্বর্গ-রাজ্য এমন একজন গৃহকর্তার তুল্য, যিনি প্রভাত কালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন। তিনি মজুরদের সহিত দিনে এক সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন।

পরে তিনি তিন ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া দেখিলেন, অন্য কয়েক জন বাজারে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছে, এবং তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য, তোমাদিগকে দিব;" তাহাতে তাহারা গেল।

আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। পরে এগার ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর কয়েক জনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, ''কি জন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছ?''

তাহারা তাঁহাকে বলিল, ''কেহই আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই।''

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ''তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও।''

পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা আপন দেওয়ানকে কহিলেন, ''মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরী দেও, শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্যন্ত দেও।''

তাহাতে যাহারা এগার ঘটিকার সময়ে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া এক একজন এক এক সিকি পাইল। পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া মনে করিল, আমরা বেশী পাইব; কিন্তু তাহারাও এক এক সিকি পাইল। পাইয়া তাহারা সেই গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, ''শেষের ইহারা ত এক ঘণ্টা মাত্র খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পুড়িয়াছি, আপনি ইহাদিগকে আমাদের সমান করিলেন।''

তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের একজনকে কহিলেন, ''হে বন্ধু! আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? তোমার যাহা পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ শেষের জনকেও তাহাই দিব। আমার নিজের যাহা, তাহা আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই? না আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চক্ষু টাটাইতেছে?''

এইরূপে যাহারা শেষের, তাহারা প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে পড়িবে।

— মথি ২০:১-১৬

এই দৃষ্টান্তে যীশু কী বলেছেন? প্রথমত, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে গৃহকর্তা স্বর্গস্থ পিতার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তিনি যে ফসলের জন্য আকাঙ্খিত তা সয়াবিন বা ভুট্টা না। মানুষের জন্য আকাঙ্খিত। মজুর আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে, যাদেরকে তিনি শস্যচ্ছেদনের ক্ষেত্রে পাঠাচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি যে দুটি জিনিস আছে যা যীশু আমাদের দেখাতে চান। প্রথমত, লক্ষ্য করুন যে গৃহকর্তা মজুর খোঁজার বিষয়ে কতটা আগ্রহী।

কেননা স্বর্গ-রাজ্য এমন একজন গৃহকর্তার তুল্য, যিনি প্রভাত কালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন।

তিনি মজুরদের খুঁজে বের করার জন্য প্রভাত কালে উঠে পড়েন, এবং তিনি তার ক্ষেত্রগুলিতে সাহায্য করার জন্য যে কাউকে খুঁজে পেতে সারা দিন ধরে বারবার বাইরে যান। তার কাজের জন্য মজুর জরুরী দরকার। ফসল পেকেছে, তাই কাটতে হবে, অন্যথায় হারিয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন যে তিনি এমনকি দিনের প্রায় শেষ ঘন্টাতেও মজুর নিয়োগ দেন।

পরে তিনি তিন ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া দেখিলেন, অন্য কয়েক জন বাজারে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছে, এবং তাহাদিগকে কহিলেন, ''তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য, তোমাদিগকে দিব;'' তাহাতে তাহারা গেল।

আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। পরে এগার ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর কয়েক জনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, ''কি জন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছ?''

তাহারা তাঁহাকে বলিল, ''কেহই আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই।''

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ''তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও।''

উপমাটির রহস্য হল: কেন তিনি প্রথমে শেষে ভাড়া করা মজুরদের অর্থ প্রদান শুরু করেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে ১৫ পদে।

তাহাতে যাহারা এগার ঘটিকার সময়ে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া এক একজন এক এক সিকি পাইল। পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া মনে করিল, আমরা বেশী পাইব; কিন্তু তাহারাও এক এক সিকি পাইল। পাইয়া তাহারা সেই গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, ''শেষের ইহারা ত এক ঘণ্টা মাত্র খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পুড়িয়াছি, আপনি ইহাদিগকে আমাদের সমান করিলেন।''

তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের একজনকে কহিলেন, ''হে বন্ধু! আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? তোমার যাহা পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ শেষের জনকেও

তাহাই দিব। আমার নিজের যাহা, তাহা আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই? না আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চক্ষু টাটাইতেছে?"

আমার উদারতায় কি আপনি ঈর্ষান্বিত?

যখন আমরা এই উপমাটি পড়ি, তখন আমরা ভাবতে পারি, *এটি ন্যায্য বিচার না!* আর আমাদের পৃথিবীর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে আপনি সঠিক, ঘন্টায় মজুরী দেওয়ার অভিশাপ, এটা ঈশ্বরের মনোভাব না। গৃহকর্তা নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে যারা এবং অন্যায্যভাবে বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে তারা তার উদারতা দেখতে পাবে এবং তার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে চাইবে। আরও ভাল, গৃহকর্তা চেয়েছিলেন যে তারা তাদের সমস্ত বন্ধুদের কাছে ফিরে যাক এবং তাদের জানায় যে তাদের কত টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তাদের প্রতি কতটা উদার ছিলেন।

ঈশ্বর মানুষ্য ধরবার ব্যবসায় আছেন, আর যদি আপনি তাঁর ব্যবসার সাথে জড়িত হন তবে তিনি উদার এবং আপনাকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করবেন।

সুতরাং, উপমার উপসংহার কি? ঈশ্বর মানুষ্য ধরবার ব্যবসায় আছেন, এবং যদি আপনি তাঁর ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হন তবে তিনি উদার এবং আপনাকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করবেন।

আপনি কি ঈশ্বরের কাছ থেকে বিনামূল্যে পেতে চান?

পাওয়ার বিষয়ে যীশুর বলা বাইবেলের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক উপমাগুলির মধ্যে একটি হল অপব্যয়ী পুত্রের উপমা, আমি জানি যে আপনি তা শুনেছেন। আমি চাই আপনি এটি পড়ুন, তারপর আমরা এটি সম্পর্কে কথা বলব। আমার সঙ্গে থাকুন। আমরা বইটির প্রায় শেষের দিকে, আর আমি চাই না যে আপনি আমার কথা না শুনে আপনি চলে যান। আমরা লুক ১৫ অধ্যায়ে উপমাটি খুঁজে পাই। যদিও এটি একটি দীর্ঘ পাঠ্যাংশ, তবে দয়া করে উপমাটি পর্যালোচনা করার জন্য সময় নিন।

আর তিনি কহিলেন, "এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল, 'পিতঃ, সমপত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তাহা আমাকে দেও।' তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে ধন বিভাগ করিয়া দিলেন।

অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, আর তথায় সে অনাচারে নিজ সমপত্তি উড়াইয়া দিল। সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে ভারী আকাল হইল, তাহাতে সে কষ্টে পড়িতে লাগিল। তখন সে গিয়া সেই দেশের একজন গৃহস্থের আশ্রয় লইল; আর সে তাহাকে শূকর চরাইবার জন্য আপনার মাঠে পাঠাইয়া দিল; তখন, শূকরে যে শুঁটি খাইত, তাহা দিয়া সে উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত, আর কেহই তাহাকে দিত না।

কিন্তু চেতনা পাইলে সে বলিল, আমার পিতার কত মজুর বেশী বেশী খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার একজন মজুরের মত আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল।

সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়াইয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন।

তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, 'পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই।'

কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন, 'শীঘ্র করিয়া সবচেয়ে ভাল কাপড়খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দেও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও ও পায়ে পাদুকা দেও; আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি আনিয়া মার; আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি; কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।' তাহাতে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল।

তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল; পরে সে আসিতে আসিতে যখন বাটীর নিকটে পৌঁছাইল, তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। আর সে একজন দাসকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই সকল কি? সে তাহাকে বলিল, 'তোমার ভাই আসিয়াছে, এবং তোমার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিয়াছেন, কেননা তিনি তাহাকে সুস্থ পাইয়াছেন।'

তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল না; তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তর করিয়া পিতাকে কহিল, 'দেখ! এত বৎসর আমি তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, কখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন

করি নাই, তথাপি আমাকে কখনও একটি ছাগবৎস দেও নাই, যেন আমি নিজ মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি। কিন্তু তোমার এই যে পুত্র বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে, সে যখন আসিল, তাহারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিলে।'

তিনি তাহাকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার, সকলই তোমার। কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।'''

— লূক ১৫:১১-৩২

প্রথমত, আমাদের বুঝতে হবে কেন ছোট ছেলে পিতার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। উত্তর হল, কারণ তার বড় ভাইয়ের মতো তারও বাবার প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ছিল। মনে আছে বড় ভাই বলেছিলেন যে তিনি তার বাবার জন্য সারা জীবন ধরে দাসের মত কাজ করেছেন এবং তবুও তার বন্ধুদের সাথে আমোদ প্রমোদের জন্য একটি ছোট বাছুরও দেয়নি। বড় ভাইয়ের দৃষ্টিতে বাবা একজন কঠিন টাস্কমাস্টার ছিলেন। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কেন বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সথে চলে যায়নি। এটি কেবল আমার চিন্তা, কিন্তু ইহুদি রীতি অনুসারে, বড় ছেলে তার বাবা মারা যাওয়ার পরে দ্বিগুণ অংশের উত্তরাধিকারী হয়। ছোট ছেলে আবার সেই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য ছিল না। সুতরাং, আমার চিন্তা হল যে বড় ছেলের এমন কিছু ছিল যা একদিন তার হবে, এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে থাকাটাই উত্তম।

ছোট ছেলে কোথাও সবুজ চারণভূমি খুঁজে পেতে চেয়েছিল এবং তার বাবার শাসনের অধীন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, তাই সে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ নিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু যখন সে চলে গেল, তখন সে নিজেকে এমন এক জগতে খুঁজে পেল যা সে আশা করেনি। একবার তার অর্থ শেষ হয়ে গেল, সে দেখতে পেল যে সে যে দেশে ছুটে গিয়েছে তা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সমগ্র দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। খাবারের জন্য মরিয়া হয়ে, সে এমন কিছু করেছিল যা তার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা ছিল। সে খাবারের বিনিময়ে নিজেকে ভাড়াটে হিসাবে বিক্রি করেছিল। এই প্রথম তাঁর জীবনে জন্ম নিল এই ভাড়াটিয়া মানসিকতার। এর আগে, তার সামাজিক অবস্থানের বিবেচনা করে তাকে যত্ন নেওয়া হয়েছিল, সে যা করত তার জন্য নয়। এখন কাজ করতে বাধ্য হয়ে, একমাত্র কাজ যা সে খুঁজে পেয়েছিলেন তা হ'ল শূকরকে খাওয়ানো, একজন ইহুদির জন্য যা সম্পূর্ণ অশুচি এবং ঘৃণ্য কাজ। বাইবেল বলে যে, সে এতটাই ক্ষুধার্ত ছিল যে, শূকররা যে শুঁটি

খাচ্ছিল সেগুলো খেতে চাইল, কিন্তু কেউ তাকে দিত না। কারণ কি? কারণ প্রত্যেকেই তার মতই একই নৌকায় ছিল, ভেঙে পড়েছিল এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। এগুলোর কোনোটিই কি আপনার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে? যাইহোক, একদিন সে তার চেতনা ফিরে আসলো এবং মনে মনে ভাবল যে তার বাবার বাড়ির চাকরদেরও খাওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

> *কিন্তু চেতনা পাইলে সে বলিল, "আমার পিতার কত মজুর বেশী বেশী খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার একজন মজুরের মত আমাকে রাখ।" পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল।*

তার বাবার বাড়িতে প্রচুর খাবার আছে বুঝতে পেরে, তিনি তার বাবার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করেছিল, ছেলে হিসাবে নয় বরং ক্রীতদাস হিসাবে, ভাড়াটে হিসাবে যেতে চাইল। সে তার পিতার কাছে তার ভুল এবং তার পাপ স্বীকার করার পরিকল্পনা করেছিল এবং তারপরে তাকে চাকর হিসাবে নিয়ে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়ার জন্য তার কাছে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু, বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখল বাবা বাইরেই ছিলেন। তাকে দেখে, তার বাবা আলিঙ্গন এবং চুম্বন করতে তার কাছে ছুটে গেলেন।

> *সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়াইয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন।*

চলুন আমরা কী ঘটছে তার একটি স্পষ্ট ছবি চিন্তা করি, কারণ এই গল্পটি সত্যিই আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের সম্পর্কে একটি উপমা। এই ছেলেটি শূকরের কলম থেকে সোজা এসেছিল। ইহুদি আইন অনুসারে, তখন তাকে অশুচি বলে মনে করা হত। যে মুহূর্তে বাবা তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তারও শরীর নোংরা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তার ছেলের ভালবাসার জন্য স্বেচ্ছায় তা করেছিলেন। ছোট ছেলেকে তিরস্কার করার পরিবর্তে এবং তার মূর্খতার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে, বাবা তাকে সর্বোত্তম পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি তার আঙুলে উত্তরাধিকারের আংটিটি পরিয়ে দিয়েছিলেন, যার অর্থ পুত্র হিসাবে তার কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। এর পরে, তিনি তার পায়ে জুতা পরিয়ে

দিয়েছিলেন, যার অর্থ তিনি পুরো সম্পতিতে অ্যাক্সেস পেয়েছিলেন। আপনি রূত ৪:৭ পদে এই রীতিটি পাবেন।

(মুক্তি ও বিনিময় বিষয়ক সকল কথা স্থির করিবার জন্য পূর্বকালে ইস্রায়েলের মধ্যে এইরূপ রীতি ছিল; লোকে আপন পাদুকা খুলিয়া প্রতিবাসীকে দিত; ইহা ইস্রায়েলের মধ্যে সাক্ষ্যস্বরূপ হইত।)

আর অবশেষে, তার উপলক্ষে পার্টি দেওয়া হয়েছিল যেখানে চর্বিযুক্ত বাছুর জবাই করা হয়েছিল।

এই ছোট ছেলেটি মজুর হওয়ার আশায় ফিরে এসেছিল, কিন্তু বাবা তাকে পুত্র হিসাবে পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, 'পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই।'

কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন, 'শীঘ্র করিয়া সবচেয়ে ভাল কাপড়খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দেও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও ও পায়ে পাদুকা দেও; আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি আনিয়া মার; আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি; কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।' তাহাতে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল।

তবে গল্পের পরের অংশটি আমি সত্যিই আপনাকে দেখতে চাই।

তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল; পরে সে আসিতে আসিতে যখন বাটীর নিকটে পৌঁছাইল, তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। আর সে একজন দাসকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই সকল কি? সে তাহাকে বলিল, 'তোমার ভাই আসিয়াছে, এবং তোমার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিয়াছেন, কেননা তিনি তাহাকে সুস্থ পাইয়াছেন।'

তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল না; তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তর করিয়া পিতাকে কহিল, 'দেখ! এত বৎসর আমি তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, কখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমাকে কখনও একটি ছাগবৎস দেও নাই, যেন আমি নিজ

মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি। কিন্তু তোমার এই যে পুত্র বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে, সে যখন আসিল, তাহারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিলে।'

তিনি তাহাকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার, সকলই তোমার। কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।'''

বড় ছেলে যখন বাড়ির দিকে এগিয়ে এল, তখন কী ঘটছে তা জানার পরে তিনি ভিতরে যেতে অস্বীকার করলেন। খেয়াল করে দেখুন বড় ছেলে কী বলল। "*দেখ! এত বৎসর আমি তোমার **দাসত্ব** করিয়া আসিতেছি, কখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমাকে কখনও একটি ছাগবৎস দেও নাই, যেন আমি নিজ মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি।*" তিনি বলছিলেন যে তার বাবা একজন কঠিন টাস্কমাস্টার, আর এই কথায় সে নিজেকে কী ভেবেছিল? ক্রীতদাস! কিন্তু **৩১** পদে বাবা তাকে কী নামে ডাকলেন? পুত্র! এখানেই আমার আলোচ্য পয়েন্ট।

আপনি ঈশ্বরের প্রতি একই মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠেছেন যা এই দুটি ছেলের তাদের বাবার প্রতি ছিল, যে তিনি একজন কঠিন টাস্কমাস্টার, অর্থ্যাৎ তাকে সেবা করার জন্য কোনও পুরষ্কার ছিল না। ধর্ম আপনাকে শিখিয়েছে যে ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে। ছোট ছেলের তার পিতার প্রতি মনোভাব বদলে যায় যখন তার বাবা তাকে শাস্তি ছাড়াই ফিরিয়ে নেয় দাস হিসাবে না, বরং পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। তার বাবার সাথে বড় ছেলের সম্পর্ক ছিল সে যা করেছে তার উপর ভিত্তি করে, এইভাবে সে তার জন্য ক্রীতদাস ছিল এবং সবসময় সবকিছু সঠিকভাবে করার চেষ্টা করেছিল। আপনি যা করেন তাঁর লেন্সের মধ্য দিয়ে যখন আপনি আপনার পরিচয়টি দেখেন, তখন আপনি সর্বদাই ছোট হয়ে যাবেন এবং আপনি আপনার চারপাশের লোকদের এমন লোক হিসাবে ভুলভাবে বিচার করবেন যারা আপনার সাথে কখনই খুশি না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বড় ভাই তার নিজের ভিতরে কঠিন টাস্কমাস্টারের মত ছিল কারণ সে পিতার মঙ্গলভাব গ্রহণ করতে পারছিল না। যখন তার পিতাকে অন্যায় ভাবে অভিযুক্ত করা হয় এবং বলা হয় যে তিনি তাকে তার বন্ধুদের সাথে মজা করার জন্য এমনকি একটি ছাগলও দেননি, এই কথা শুনে তখন তার বাবা এই কথাটি বলেন।

তিনি তাহাকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার, সকলই তোমার।''

তিনি বলেননি, ''আমার কৃতদাস''। তিনি তাকে পুত্র বলে ডাকলেন। ছেলে সম্পত্তির সহ-মালিক; পুত্র পরিবারের একজন। ক্রীতদাসের কোন উত্তরাধিকার নেই। আপনি দেখুন, বড় ভাই ইতিমধ্যে সম্পত্তির সমস্ত কিছুতে অ্যাক্সেস পেয়েছিল। কিন্তু তার পিতার প্রতি তার ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজের সম্পর্কে তার নিজের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি তাকে শিথিল করতে এবং ইতিমধ্যে তার যা ছিল তা উপভোগ করার সুযোগ দেয়নি, কারণ সে নিজেকে ভাড়াটে হিসাবে দেখেছিলেন।

কেন আমি আপনার কাজে এই কথাগুলো বলার জন্য এত সময় নিয়েছি? কারণ মজুর ভাবাপন্নদের ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু পাওয়া সত্যিই কঠিন হয়! তারা সর্বদা মনে করে যে তাদের অবশ্যই তাঁর অনুগ্রহ অর্জন করতে হবে; এবং যেহেতু তারা পতিত হয়, তাই তারা লজ্জিত, ভীত এবং পিতার কাছ থেকে পাওয়ার অযোগ্য বোধ করে। আপনি যদি নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন না করেন তবে আপনি কখনই পিতার কাছ থেকে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন না। আর মনে রাখবেন, আমরা যদি আমাদের স্বর্গীয় পিতার মতো উদার হতে চাই তবে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে সক্ষম হতে হবে।

আপনি ঈশ্বরের কছে থেকে আপনার অধিকার মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে পারবেন না। কারণ ত আপনার জন্য ভালোবাসার উপহার। মথি ৩: ১৬-১৭ পদগুলো আমার খুব ভাল লাগে।

পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া যখন জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।'

ঐ মুহূর্তে থেকেই যীশু তাঁর পরিচর্যা শুরু করছিলেন। ঈশ্বরের প্রশংসা অর্জনের জন্য তিনি এখনও একটি কাজও করেননি, কিন্তু ঈশ্বর কী বলছেন তা লক্ষ্য করুন। তিনি তাঁকে ভালবাসেন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

যীশু যখন ক্রুশে ছিলেন তখন ক্রুশে থাকা দুই চোরকে কি আপনার মনে আছে? একজন বলল, "যখন তুমি তোমার রাজ্যে প্রবেশ করবে, আমাকে স্মরণ কর।" যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে।" এটা পাওয়ার জন্য সে কী করেছিল? কিছুই না!

আমরা যখন যীশুর নাম ধরে ডাকি, তখন বাইবেল বলে যে, আমরা নতুন জন্মপ্রাপ্ত হই এবং অন্ধকারের রাজ্য থেকে ঈশ্বরের রাজ্যে স্থানান্তরিত হই। এটার যোগ্য হওয়ার জন্য আমরা কী করেছি? কিছুই না।

সুতরাং আমি এই অধ্যায়টি শেষ করতে করতে বলি, দয়া করে মনে রাখবেন যে সেই বছর ঈশ্বর আমাকে জিনিসগুলো পাঠিয়েছেন তার কোনওটিই আমার প্রাপ্য ছিল না। তিনি আমাকে বুঝতে সাহায্য করার চেষ্টা করছিলেন যে, আমি যখন যীশুর নাম ধরে ডেকেছিলাম, তখন আমি পুরো রাজ্য পেয়েছি। আমাকে এটা অর্জন করতে হবে না। আমাকে শুধু তাঁর মঙ্গলভাব এবং উদারতা গ্রহণ করতে হবে। একবার আপনি তাঁর উদারতা গ্রহণ করতে সক্ষম হলে, আপনি তাঁর মঙ্গলভাবের সাথে উদার হতে পারবেন।

অধ্যায় ১১

উদার ব্যক্তির প্রতি প্রতিজ্ঞা

বিল এবং তার স্ত্রী এপ্রিল ১৪ বছর ধরে ছোট একটি পরিবারিক প্লাম্বিং ব্যবসার মালিক। ফেইথ লাইফ চার্চের সদস্য হিসাবে তারা বছরের পর বছর ধরে ঘটে যাওয়া সকল বৃদ্ধি দেখেছে, আর একই সময় বিজয়ের সকল গল্পও শুনেছে। সুতরাং যখন তারা শুনল যে আমরা বৃহত্তর সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবার জন্য ফেইথ লাইফ চার্চকে সম্প্রসারিত করতে যাচ্ছি, জেনে তারাও সম্পূর্ণরূপে এই কাজের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল।

এপ্রিল শেয়ার করেছিলেন যে তিনি এই কাজের জন্য $ ১০,০০০ (১০ লক্ষ টাকা) দেওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তবে তিনি ভীষণ অবাক হয়েছিলেন যখন বিল মুদি দোকান থেকে বাড়িতে এসে তাকে বলেছিলেন যে প্রভু তাকে $ ১০,০০০ (১০ লক্ষ টাকা) না, $ ৭৫,০০০ (৭৫ লক্ষ টাকা) দিতে বলেছেন।

তাদের কোনও ধারণা ছিল না তা কীভাবে সম্ভব হবে, তবে এপ্রিল সম্প্রসারণ কাজের জন্য $ ৭৫,০০০ (৭৫ লক্ষ টাকা) দিতে সম্মত হয়েছিল। তবে তাদের কাছে সেই পরিমাণ অর্থ ছিল না, কোনও ধারণা ছিল না এই পরিমান অর্থ কোথা থেকে আসবে।

কয়েক সপ্তাহ পরে, শহরের পানি বিভাগ তাদের ফোন করে জানায় যে তারা একটি বড় মেরামত প্রকল্প করছে এবং জিজ্ঞাসা করেছিল যে তারা সেটাতে বিড করতে আগ্রহী কিনা। তারা হ্যাঁ বলেছিল, শহরের কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপ এবং পেপারওয়ার্ক শুরু করেছিল। এপ্রিল বলেছিলেন যে চুক্তিটি ১০০ পৃষ্ঠারও বেশি লম্বা ছিল এবং তাদের একটি বন্ডও নিতে হয়েছিল। সব কাজ শেষ করার জন্য প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল ছিল, কিন্তু তারা তা সম্পন্ন করতে পেরেছে।

তারা জানতে পেরেছিল যে তারাই একমাত্র সংস্থা যারা এই প্রকল্পে একটি বিড জমা দিয়েছিল এবং তাদের কোনও ধারণা ছিল না যে কীভাবে বা কেন আবেদন করার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল।

বিল বলেছিল যে এটি একটি অল-হ্যান্ডস-অন-ডেক প্রকল্প, যেখানে দলটিকে বার্তি ঘন্টা কাজ করতে হয়েছিল এবং শনিবারও কাজ করতে হয়েছিল। আসলে কি জানেন? তারা সময়মতো এটি শেষ করেছিল এবং উদারভাবে মন্ডলীর প্রকল্পে $ ৭৫,০০০ (৭৫ লক্ষ টাকা) দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং সেইসাথে পর্যায়ক্রমে তাদের সমস্ত ভোক্তা ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছিল । তারা এই আশ্চর্য কাজে ভীষণ পুলোকিত হয়েছিল!

দেখুন, বিল এবং এপ্রিলের জন্য ঈশ্বরের একটি বড় পরিকল্পনা ছিল যা তাদের নিজেদের জন্য ছিল না। তিনি তোদের হৃদয় জানতেন, কিন্তু তিনি তাদের গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন।

যেহেতু সরকারী কাজের জন্য তারা অনুমোদন পেয়েছিল, এবং জেলা গৃহ ও ভূমি পরিষদের সঙ্গে চুক্তি সফলভাবে শেষ করেছিল, তাই ভবিষ্যতে আরও বড় চুক্তির জন্য দরজা খুলে গিয়েছিল।

ঈশ্বর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্প্রসারিত করতে ভালোবাসেন। তিনি আমাদের সম্ভাব্যতা বা তালন্ত্য (potential) জানেন, কিন্তু আমরা প্রায়শই আমাদের নিজস্ব সম্ভাব্যতা জানি না, আর তাই সচরাচর আমাদের একটু ধাক্কার প্রয়োজন হয়। এটি এমন একটি প্যাটার্ন যে প্রক্রিয়ায় আপনাকে অভ্যস্ত হতে হবে।

কারণ মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি বিদেশে যাইতেছেন, তিনি আপন দাসদিগকে ডাকিয়া নিজ সম্পত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি একজনকে পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত, এবং আর একজনকে এক তালন্ত, যাহার যেরূপ শক্তি, তাহাকে তদনুসারে দিলেন, পরে বিদেশে চলিয়া গেলেন। যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে তখনই গেল, তাহা দিয়া ব্যবসা করিল, এবং আর পাঁচ তালন্ত লাভ করিল। যে দুই তালন্ত পাইয়াছিল, সেও তদ্রূপ করিয়া আর দুই তালন্ত লাভ করিল। কিন্তু যে এক তালন্ত পাইয়াছিল, সে গিয়া ভূমিতে গর্ত খুঁড়িয়া আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া রাখিল।

— মথি ২৫:১৪-১৮

আমরা এই উপমাটি আগে পড়েছি, কিন্তু আমি এমন কিছু উল্লেখ করতে চাই যা আমরা লক্ষ্য করিনি।

লক্ষ্য করুন, মালিক যখন তার দাসদের হাতে দায়িত্বগুলো তুলে দিয়েছিলেন, তখন বলা হয়েছিল যে, কার্যভারগুলো "যাহার যেরূপ শক্তি, তাহাকে তদনুসারে" দেওয়া হয়েছিল। যাকে মালিক পাঁচ ব্যাগ সোনা দিয়েছিল, তাকে তিনি পাঁচ ব্যাগ বিশ্বাস করেছিল, এর অর্থ

হলে ঐ মূহুর্তে তার কেবল পাঁচটি ব্যাগ সামলানোর ক্ষমতা ছিল। যদি তার আরও বেশি সামর্থ বা ক্ষমতা থাকত, তবে মালিক তাকে আরও বেশি দিতেন। বাকি দুই দাসের ক্ষেত্রেও তাই ।

কিন্তু এরপর কি হল লক্ষ্য করুণ। পাঁচ ব্যাগ সোনা যাকে দেওয়া হয়েছিল, সে তা ব্যবহার করে দশ ব্যাগে পরিণত করেছিল। ঘটনাটি আসলে কিভাবে ঘঠলো? সহজ ভাষায় যদি বলি, তবে পাঁচ ব্যাগ থেকে দশ ব্যাগে বৃদ্ধি করবার সামর্থ, বা সক্ষমতা তার ছিল। এতে তার দায়িত্ব ও কার্যভার সামলানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সে মালিকের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে এবং আরও পদোন্নতির জন্য নিজেকে উপস্থাপন করে।

এবার চলুন মালিকের বুদ্ধি বা জ্ঞানের কথা বলি। যাকে তিনি পাঁচ ব্যাগ সোনা দিয়েছিলেন তার স্বভাব সম্পর্কে মালিক জানতেন। তিনি জানতেন যে তার মধ্যে বৃদ্ধি করবার সম্ভাব্যতা বা তালন্ত্য রয়েছে। যদিও মালিক চাকরকে পাঁচ ব্যাগ সোনা দিয়েছিলেন, যা তার ঐ মূহুর্তের সক্ষমতার স্তর ছিল, তবে তিনি সেই দাসকে পাঁচ ব্যাগ সোনার সাথে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা ব্যবহার করে দাসটি যে পরিমাণ দিয়ে শুরু করেছিল তার চেয়ে বেশি শস্যচ্ছেদন করবে এবং যা তাকে ব্যবস্থাপনার সক্ষমতার এক নতুন স্তরে এগিয়ে দেবে।

মালিক জানতেন যে তার দাসকে আরও মূল্যবান করে তোলার একমাত্র উপায় হ'ল তাকে প্রসারিত হবার সুযোগ করে দেওয়া, এবং তাকে তার সক্ষমতা আবিষ্কার করতে দেওয়া। এই একই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর আমাদের জীবনে ব্যবহার করে আমাদের আরও মূল্যবান করে তুলেন এবং আমাদের গন্তব্যে যাবার জন্য প্রশিক্ষণ দেন।

> *যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক।*
>
> — লূক ১৬:১০

আমি আগের একটি অধ্যায়ে বলেছিলাম, কার্যভার কখনো ছোট হয় না। প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাকে বৃদ্ধি করতে হবে, এবং সেই বৃদ্ধি পরবর্তী সক্ষমতায় যুক্ত করা হবে।

আমি বহুবার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। প্রতিবার, আমি ভাবনার প্রলোভনে পরতাম, আর বলতাম, *না, আমার দ্বারা এটা সম্ভব হবে না। আমি জানি না কিভাবে করব, অথবা বলতাম, আমার সময় নেই।* তবে যতবারই আমি বলতাম, "হ্যাঁ, আমি প্রসারিত হতে প্রস্তুত", ততবারই আমার সম্ভাব্যতায় পৌঁছানোর জন্য আরও সক্ষম হয়ে উঠতাম।

মানুষ আমার জীবন দেখে হয়ত ভাবতে পারে, *মনে হয়, ঋণ থেকে বেরিয়ে আসা, টেলিভিশনে যাওয়া, ব্যক্তিগত বিমান থাকা সহজ ব্যাপার। কি চমৎকার সফল জীবন ওনার।* আমার সফল জীবন নিয়ে আমি একমত। একটি চমৎকার, অপূর্ব এবং উজ্বল জীবন! কিন্তু আপনি জানেন না আমার জীবন আজ যেখানে আছে সেখানে কিভাবে পৌঁছেছে। আপনি জানেন না যে সক্ষমতার এই স্তরে উঠতে আমাদের কতবার চরম চাপের মধ্যে কতটা অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়েছিল।

আমি এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছি, এবং ঈশ্বর আমাকে আরও বড় কার্যভার দিচ্ছেন। আমি মনে করি যে আমি ক্রমাগত বড় বড় প্রকল্পগুলির সাথে সম্প্রসারিত হচ্ছি এবং সেগুলি সম্পাদন করার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজনের সাথে প্রসারিত হচ্ছি। কিন্তু আমি এই পার্থিব চাপ (কখনও কখনও বিশৃঙ্খলতা) নিয়ে বাণিজ্য করব না, কারণ এটি ঈশ্বরের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যা আমাকে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

আমি যদি আপনাকে ছোট্ট একটি উপদেশ দেই, তবে তা হবে, হাল ছেড়ে দেবেন না! ঈশ্বরকে আপনাকে তেমনি প্রসারিত করুণ, যেভাবে তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বর সবসময় পাশে থাকেন। তিনি কখনও ব্যর্থ হন না। আপনার ভবিষ্যৎ আপনার সামনে, এবং আপনাকে অবশ্যই সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আপনি কি ঈশ্বরকে আপনাকে প্রসারিত করার অনুমতি দেবেন?

আমি বুধবার রাতে একটি প্রার্থনা সভায় গিয়েছিলাম। আমার মেয়ে যখন প্রার্থনার নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন সে হঠাৎ থেমে গেল, আমার দিকে তাকাল এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করল। সে যা বলেছে তা হল:

সদাপ্রভু বলেন, "ফসল তোমার সামনে অনেক বেশী। আমি তোমাকে প্রসারিত করছি। শুধুমাত্র আমার আত্মার দ্বারাই আপনি বুঝতে পারবেন যে কী ঘটতে চলেছে। তুমি কি সামনে এগিয়ে যাবে, আমি তোমাকে তোমার বুদ্ধির অতীত অসম্ভব ও কঠিন বিষয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাব?"

আমি ভাবলাম, *আরে, আমি তো জানি এর অর্থ কী।* এটা আমার প্রথম বার ছিল না।

আমি আসলেই ঈশ্বরের প্রশংসা করি কেননা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি তাঁকে সুযোগ দেব কিনা আমাকে কঠিন ও অসম্ভব অবস্থার মধ্যে নিয়ে যেতে। আমি জানি

যে আপনি যখন এসবের মধ্য দিয়ে হাঁটবেন তখন দুর্দান্ত সব গল্প তৈরি হবে, যে গল্পে ঈশ্বর সবসময় দেখা দেবেন।

তবে আমি সম্প্রসারণের ব্যথাও জানি, আপনি আগে কখনও যেখানে যাননি সেখানে যেতে যে এতো মূল্য দিতে হবে তা জানেননি। তবে, আমি ঈশ্বরের মঙ্গলভাব এবং তাঁর প্রচার ব্যবস্থা সম্পর্কেও জানি, তাই আমি তৎক্ষণাৎ বলেছিলাম, "হ্যাঁ!"

ঈশ্বর আপনার মধ্যে যে সম্ভাব্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা বের করে আনতে চান। আর এটিই একমাত্র উপায় যার মধ্য দিয়ে আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। আপনাকে তাঁর সম্প্রসারিত করতে হবে! ঈশ্বর কীভাবে আমাদেরকে সম্প্রসারিত করেন? *চাপ দিয়ে* (*Pressure*)।

আপনি যদি একটি বেলুন ফুলান, পরে বাতাস বের করে দেন, তবে বেলুনটি প্রসারিত হয়; আকারে বড় হয়। এটা আপনার এবং আমার ক্ষেত্রেও একই রকম। একবার যখন আমরা চাপের মধ্য দিয়ে যাই, আর হাল ছেড়ে না দেই, আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সক্ষমতা মানে বৃহৎ প্রকল্প এবং অঙ্কের চেক। আসলে, ঈশ্বর আপনাকে $ ১০০,০০০ (১ কোটি টাকা) দিতে না বলার আগ পর্যন্ত উদার হওয়ার বিষয়ে কথা বলতে ভালই লাগে। অথবা ঈশ্বর আপনাকে বলেন যেন আপনার প্রিয় গাড়ীটি দিয়ে দেন। ঈশ্বরের উপর আপনার আস্থা বাড়াতে হবে, এবং আপনার নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সেই প্রচার সভায় আমি ঈশ্বরকে হ্যাঁ বলার কয়েক সপ্তাহ পরে, আমি জানতে পেরেছিলাম যে বিষয়টি কী ছিল। আমাদের টেলিভিশন সম্প্রচার, যা সপ্তাহে এক দিন হয়, একটি দৈনিক সম্প্রচারের জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। শুনতে দুর্দান্ত, তবে এই ধরণের পরিবর্তনের সাথে কিছু নেতিবাচক সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, আমাদের সম্প্রচার সময় খরচ তাতক্ষণিকভাবে ৫০০% বৃদ্ধি পাবে, এবং আমরা সেই সময়ে সাপ্তাহিক ব্যায় পরিশোধ করতে সক্ষম ছিলাম না। দ্বিতীয়ত, আমাদের সপ্তাহে পাঁচটি প্রোগ্রাম তৈরি এবং সম্পাদনা করতে হবে, এবং আমাদের কোনও আলাদা টেলিভিশন সম্প্রচার বিভাগ ছিল না। সেই সময়ে, আমরা সপ্তাহে আমাদের একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামকে এমন একটি কোম্পানির কাছে আউটসোর্স করেছিলাম যা সেই চলতি মাসের জন্য এক সপ্তাহে চারটি প্রোগ্রাম রেকর্ড করবে। তারা প্রোগ্রামগুলি কাটছাট করে সম্পাদনা করবে, প্রোগ্রামগুলি নেটওয়ার্কে প্রেরণ করবে এবং বাকি সব কাজ করবে। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি পরিচালনা করার জন্য আমাকে বাড়ির সমস্ত কিছু সরাতে হবে। আর সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হ'ল ড্রেন্ডা আর আমি কীভাবে একটি টিভি বিভাগ গঠন করতে হয় তা জানতাম না। তবে আমরা বহু চরাই উৎরাই পারি দিয়ে বিষয়গুলি বুঝবার চেষ্টা করেছি।

হিসাব নিকাশের দিক থেকে, আমরা তখনো বর্তমান সম্মেলন সেন্টার, আমাদের মন্ডলীর ক্যাম্পাসটির কাজ শেষের দিকে চলছিল, এবং নিয়মিত টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য কোনও অতিরিক্ত অর্থ ছিল না। প্রোডাকশনের জন্য আমাদের ক্যামেরা সরঞ্জাম কিনতে হয়েছিল, এবং ওগুলি ব্যবহারের জন্য দক্ষ কর্মী ভাড়া করতে হয়েছিল। কোন কোন সময় তা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত ছিলেন, আমাকে ও ড্রেন্ডাকে উৎসাহ দিতে থাকেন এবং এভাবে আমরাও এগিয়ে যাই।

আমাদের সবচেয়ে বড় বাধাটি প্রায় চার মাসের মধ্যে এসেছিল যখন আমরা জানতে পেরেছিলাম যে আমরা আমাদের এয়ারটাইম বিলগুলিতে অর্ধ মিলিয়ন ডলার পিছিয়ে ছিলাম। এটি বিশেষভাবে কঠিন ছিল কারণ আমাদের টেলিভিশন প্রোগ্রামের নাম হল *ফিক্সিং দ্য মানি থিং*।

আমি ভাবছিলাম আমরা টিভিতে থাকতে পারব কি না। আমি অনুভব করেছি যে আমি যদি এয়ারটাইম বিল পরিশোধ করতে না পারি তবে আমি সৎ ভাবে তা চালিয়ে যেতে পারব না। সে সময় আমাকে অনেক সন্দেহ ও দ্বিধার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। তবে আবারও বলছি, ঈশ্বর বিশ্বস্ত, এবং ডেন্ড্রা ছিল আমার প্রেরণা।

সেই সপ্তাহে একটি স্বপ্নে ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছিলেন যে সমস্ত বিল এককালীন পরিশোধ করা হবে, আমি বলতাম যে প্রাকৃতিক নিয়মে তা অসম্ভব। কিন্তু মন্ডলীতে সেই সপ্তাহে $ ৫০০,০০০ অনুদান এসেছিল, এয়ারটাইম বিলগুলি আপ-টু-ডেট করা হয়েছিল এবং তখন থেকেই যথাসময়ে পরিশোধ করা হচ্ছে।

এক চমৎকার অবিশ্বাস্য যাত্রা ছিল!!!!

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরাও বদলে গেছি। আমরা এখন দুটি দৈনিক প্রোগ্রাম করি এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করি সুসমাচার সম্প্রচারের জন্য। আমরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম সেদিকে ফিরে তাকাই, এবং এখন তা তখনকার মতো বড় লাগে না। প্রথম অধ্যায়ে আমরা যা শিখেছি তা আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে: ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনার পাশে থেকে কাজ করে চলেছে! ঈশ্বরের সাথে এতোটা পথ হেঁটে, আমি অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলাম কেন পৌলের বেশিরভাগ চিঠিই এই শব্দগুলি দিয়ে শুরু হয়:

"আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক ।"

মনে রাখতে হবে যে, আমরা একা না। তাঁর কৃপা, তাঁর অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতায়ন, আমাদের জীবনে কাজ করছে। হ্যাঁ বলার জন্য এবং অজানাতে পা রাখার জন্য সাহস লাগে, তবে সেই সাহসের মূল্য আছে; আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি।

ড্রেন্ডা আর আমি সুসমাচার প্রচার করে বিশ্ব ভ্রমণ করেছি। আমরা নিউ টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ প্রতিটি অলৌকিক ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। আমরা হাজার হাজার মানুষের জীবন বদলে যেতে দেখেছি এবং দেশের সেরা খাবার খেয়েছি। লক্ষ্যের (purpose) মত ভালো জায়গা আর কিছুই থাকতে পারে না!

আপনার জন্য আমার প্রার্থনা হল ঈশ্বর আপনাকে যেসকল উত্তম কাজ করার জন্য আহ্বান করেছেন, তাতে যেন আপনি যুক্ত থাকেন, আর মনে রাখেন যে উদারতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে, আমার প্রিয় গীতসংহিতাগুলির মধ্যে একটি হল:

তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। ধন্য সেই জন, যে সদাপ্রভুকে ভয় করে, যে তাঁহার আজ্ঞাতে অতিমাত্র প্রীত হয়। তাহার বংশ পৃথিবীতে বিক্রমশালী হইবে; সরল লোকের গোষ্ঠী ধন্য হইবে। তাহার গৃহে ধন ও ঐশ্বর্য থাকে, তাহার ধার্মিকতা নিত্যস্থায়ী। সরল লোকের জন্য অন্ধকারে জ্যোতি উদিত হয়; সে কৃপাময়, স্নেহশীল ও ধার্মিক। যে জন কৃপা করে ও ঋণ দেয়, তাহার মঙ্গল হয়; সে বিচারে আপনার কথা নিষপন্ন করিবে। কারণ সে কোন কালে বিচলিত হইবে না; ধার্মিক চিরকাল স্মরণে থাকিবে। অশুভ সংবাদেও সে ভয় করিবে না; তাহার চিত্ত স্থির, তাহা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে। তাহার চিত্ত সুস্থির; সে ভয় করে না, শেষে সে আপন বিপক্ষদের দশা দেখিবে। সে বিতরণ করিয়াছে, দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছে, তাহার ধার্মিকতা নিত্যস্থায়ী; তাহার শৃঙ্গ গৌরবে উন্নত হইবে। দুষ্ট লোক তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইবে; সে দন্ত ঘর্ষণ করিবে, ও গলিয়া যাইবে; দুষ্টগণের অভীষ্ট বিনষ্ট হইবে।

— গীত ১১২:১-১০

সে আপন বিপক্ষদের দশা দেখিবে- এই কথাটি আমার বেশ ভাললাগে। ঈশ্বরের সবসময় শেষ কথা থাকে। সাফল্যতা সবসময়ই বড় প্রতিশোধ।

আপনি যদি আমার গল্পটি জানেন তবে আপনি জানেন যে আমি মূলত ১.৩ গ্রেড পয়েন্ট পেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে ফেল করেছি। যখন ঈশ্বর আমাকে প্রচার করার জন্য আহ্বান করার পরে যখন তিনি আমাকে কলেজে যেতে বলেছিলেন, আমি আর পিছন ফিরে তাকাইনি।

আমার প্রথম বর্ষের ইংরেজি ক্লাসে, আমাকে একটি লেখা লিখতে হয়েছিল। আমার অধ্যাপক প্রথম পৃষ্ঠায় একটি বিশাল "এফ" লিখে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং পাশে একটি নোট লিখেছিলেন, যেখানে লেখা ছিল, "তুমি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছিলে কিনা আমার সন্দেহ হয়?" উচ্চ বিদ্যালয়ে যা শিখিনি তা শিখতে আমাকে একজন শিক্ষকের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

রাজ্য কীভাবে কাজ করে তা শিখুন এবং ঈশ্বর যে-উত্তম জীবনের প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আপনি উপভোগ করুণ!

আমার প্রথম বই যখন বের হয়, তখন আমি সেই ইংরেজি অধ্যাপকের কাছ থেকে একটি ইমেল পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "আমি যে গ্যারী কিসিকে ক্লাসে পড়াতাম, এ কি সেই গ্যারী কিসি?" আমার লেখা বই দেখে তিনি ভীষণ অবাক হয়েছিলেন।

শুনুন, ঈশ্বর এবং আপনি মিলে বন্ধুদের অবাক করে দিন!

আমার সাথে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছিলাম, তেমনি একজন একদিন আমার আর্থিক কম্পানির অফিসে আসে এবং বলে, "গ্যারী হাই স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আর এখন সারা বিশ্ব জুড়ে টিভিতে তাকে দেখা যাচ্ছে, আমি বিষয়টি বুঝি না?"

আমি এই ধরনের গল্প ভালবাসি, এবং ঈশ্বরও এই ধরনের গল্প ভালবাসেন! মনে রাখবেন, আপনার গল্প এখনো শেষ হয়নি। আপনি যেখানেই যান না কেন আপনি ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব করার সাথে সাথে উদার হওয়ার চেষ্টা করুন। রাজ্য কীভাবে কাজ করে তা শিখুন এবং ঈশ্বর যে-উত্তম জীবনের প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আপনি উপভোগ করুণ!

— গ্যারী কিসি

কেননা এই সেবারূপ পরিচর্যা-কর্ম পবিত্রগণের অভাব পূর্ণ করিতেছে, কেবল তাহা নয়, বরং অনেক ধন্যবাদের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশেও উপচিয়া পড়িতেছে। কেননা তোমাদের এই পরিচর্যাঘটিত পরীক্ষাসিদ্ধতা হেতু তাহারা ঈশ্বরের গৌরব করিতেছে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তোমাদের স্বীকৃত আজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত, এবং উহাদের প্রতি ও সকলের প্রতি সহভাগিতানুরূপ দানশীলতা প্রযুক্ত করিতেছে; আর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অতি মহৎ অনুগ্রহ হেতু তাহারা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে

তোমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

— ২ করিন্থীয় ৯:১২-১৫

আপনি যদি ফরওয়ার্ড ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ বা আমাদের নিরাপদ অর্থ বিনিয়োগের কৌশলগুলি সম্পর্কে আরও জানতে চান তবে forwardfinancialgroup.com যান বা ১-(৮৮৮)-৩৯৭-৩৩২৮ নম্বরে আমাদের কল করুন।

আপনি যদি আমাদের আর্থিক বিপ্লব সম্মেলন সম্পর্কে আরও জানতে চান বা আপনি যদি একটি সম্মেলন হোস্ট করতে চান তবে দয়া করে (৭৪০) ৯৬৪-৭৪০০ নম্বরে আমাদের কল দিন এবং নির্বাহী অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা চাইতে পারেন।